পল্লী-লক্ষ্মী

গার্হস্থ্য উপন্যাস

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীসুরেনচণ্ডী দত্ত।

কলিকাতা,

কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।

১৩১৮।

মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা।

২২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ-পল্লীর বর্ত্তমান অবস্থা, আর পল্লীবাসীর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, এই গ্রন্থে উপন্যাসাকারে আংশিক বর্ণিত হইয়াছে। উপন্যাস হইলেও এরূপ ঘটনা বঙ্গপল্লীতে নিত্য ঘটিতেছে। পূর্ব্বের সেই 'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' বঙ্গপল্লী, সেই বন-কুসুম-গন্ধামোদিতদিঙমুখা বঙ্গপল্লী, সেই রসাল-পনস-বেণব-বেষ্টিত বঙ্গপল্লী, সেই দধিয়াল-কোকিল-পাপিয়া প্রভৃতি পাখী-স্বর মুখরিত বঙ্গপল্লী, পারস্পরিক সখ্য-বাৎসল্য-ভ্রাতৃভাব-পূর্ণ বঙ্গপল্লী,—আজ শ্মশানে পরিণত। ম্যালেরিয়া-কলেরার কাল কবলে তাহা জীর্ণ দীর্ণ। পারস্পরিক হিংসা দ্বেষ-মামলা-মোকদ্দমায় ছিন্ন ভিন্ন! সে দৃশ্য মর্ম্মন্তুদ!

তাহারই একটু সামান্য ঘটনা লইয়া এই গ্রন্থ লিখিত। ভরসা করি, আমাদের পাঠক-পাঠিকা এতৎ প্রতিকারে সযত্ন হইবেন।

প্রথম স্তর

স্বভাবের শোভা-তীর্থ বঙ্গপল্লী তুমি,
বিরাজ কি স্নিগ্ধ রূপে ওগো জন্মভূমি।
ফল-পুষ্প-তরু ঘিরে আছে চারিধার;
শান্তমূর্ত্তি মা আমার,—শত স্বর্গ-দ্বার।

পল্লী-লক্ষ্মী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ম্যালেরিয়া

"মা, বড় খিদে পেয়েছে—বাবা কখন আসবে ?"

দশবৎসরের পুত্র ননীগোপাল ম্লান-বিশীর্ণমুখে রোগ-দীর্ণ-স্বরে তাহার মাতৃ-সমীপে ঐ কথা বলিল। মাতা কিঞ্চিৎ চিন্তিত ভাবে বলিলেন,—"কি জানি, অনেকক্ষণত গিয়াছেন, পাছে পথে জ্বর না হইয়া থাকে, যাইবার সময় ত বলিতেছিলেন, সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা করিতেছে—কামড়াইতেছে,—মাথা ঘুরিতেছে। যাইতেও হইবে একক্রোশ পথ।"

এই সময় ওবাড়ীর বড়বৌ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ননীর মাতাকে বলিলেন,—"ঠাকুরপো কোথায় গিয়াছেন বৌ ?"

ননীর মাতা বয়সে অপ্রবীণা—ত্রিশ বৎসর এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। নাম জ্ঞানদা। তাঁহার দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা হইয়াছে। বড় মেয়েটির বয়স পঞ্চদশ, নাম সুকেশী; বড় ছেলে ননীগোপাল। তারপর আর একটি ছেলে, হরিগোপাল। সকলের ছোট মেয়ের বয়স সবে দেড় বৎসর—নাম রাখিয়াছেন, চপলা।

বড়বৌর কথার উত্তরে জ্ঞানদা বলিল,—"মুড়াগাছায় গিয়াছেন। আজ সকালে ডাক্তারের আসিবার কথা ছিল,—আসেন নাই। এদিকে ননীর সাতদিন জ্বর—অবিরাম জ্বর;—অষুদ খাইতেছে। হরির জ্বর—তার জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়, কিন্তু কিছুতেই জ্বর বন্ধ হইতেছে না—খুকার জ্বর। আমার সেই একবার জ্বর হইয়াছিল,—শিশিখানেক কুইনাইন গিলিয়া বন্ধ হইয়াছিল,—দিন আষ্টেক ভাল ছিলাম, আবার কা'লথেকে কম্প দিয়া জ্বর হইতেছে। বাড়ীর কর্ত্তা একটু ভাল ছিলেন, আ'জত তিনিও অসুখ অসুখ করিয়া গিয়াছেন,—খুব সম্ভব, তাঁহাকেও না ফেলিয়া ছাড়িবে না।"

বড়বৌ। আর ভাই, জ্বরে জ্বরে জ্বালাইয়া মারিল। ইচ্ছা করে, একদিকে চলিয়া যাই। আমার বাড়ী শুদ্ধ সবারই জ্বর—ছেলে মেয়েগুলা বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে,—আমার নিজের জ্বর। মধ্যে থেকে আমার শাশুড়ী বড় এলো-মেলো হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি ডাক্তারী অষুদ খান না—মতি কবিরাজ আসিয়াছিল, অষুদ দিয়া গিয়াছে—ঘরে মধু নাই, তাই তোমার কাছে আসিয়াছি। মধু আছে?

জ্ঞানদা। আছে। কিসে নেবে?

বড়বৌ। আছে কিনা জানিতে আসিয়াছিলাম,—ঝিকে দিয়া বাটী পাঠাইয়া দিতেছি। ঠাকুরপো নিজে মুড়াগাছায় গেলেন কেন ?

জ্ঞানদা। কে যাবে ? চাকরটা জ্বর করিয়া আ'জ দশদিন বাড়ী গিয়াছে—আর ফিরে নাই। কৃষাণটার স্ত্রীর জ্বর-বিকার হইয়াছে, খবর পাইয়া সে কা'ল সন্ধ্যার সময় চলিয়া গিয়াছে। প্রজাদের মধ্যে কেউ ভাল নাই—সে পাড়ায় নাকি জ্বরে মহামারি উপস্থিত।

বড়বৌ। সত্যি বৌ, কি হবে ? দেখিয়া শুনিয়া যে, হাত-পা-অসাড় হইয়া যাইতেছে। ছেলেপুলে ক'টা লইয়া দিন কাটাইতেছিলাম,—তাহাদের বাঁচানও ত দায় হইয়া উঠিল। আমার খোকার পেটেত মস্ত একটা পিলে হইয়াছে—যকৃতও নাকি খুব বড় হইয়াছে। রোজ বৈকালে তার কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বর আসিতেছে। হাত পা যেন একটু একটু ফুলো ফুলো হইয়াছে, চোখ যেন হলুদে হলুদে হইয়াছে,—কি হবে বৌ ?

জ্ঞানদা। তাইত দিদি,—দেশে কি ছাই তেমন ডাক্তারই আছে ? ঐ মুড়োগাছায় এক রামডাক্তার—তাই কি ছাই, তার তেমন অস্মুদ-বিস্মুদই আছে। এক কুইনাইনের গোলা।

বড়বৌ। সরকার থেকে একজন নাকি ডাক্তার এসেছে ?

জ্ঞানদা। আহা দিদি, সে পেটভরা ক্ষুধার মুঠোভরা ক্ষুদ ! একটি ডাক্তার এই গোটা থানাটার উপরে সাতদিনের জন্যে আসিয়া কতকগুলি কুইনাইনের বড়ী বিতরণ করিয়া যাইতেছেন। তাহাতে কি হইবে ? সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী অমৃত-ভাণ্ড কক্ষে

করিয়া আসিলেও সাতদিনে এই দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার কিছু করিতে পারিতেন না।

বড়বৌ। সরকার বাহাদুর কেন তিন চারিখানি গ্রাম লইয়া এক একজন ডাক্তার দেন না?

জ্ঞানদা। সে কি সম্ভব দিদি? বাঙ্গালার অধিকাংশ জেলাই এইরূপ ব্যাধি-গ্রস্ত; সর্ব্বত্রই ঐরূপভাবে ডাক্তার ও ঔষধ দিতে হইলে কুবেরের ভাণ্ডারেও কুলায় না।

বড়বৌ। তবে উপায়?

জ্ঞানদা। উপায় নিজেদের হাতে। আমরা কিছু করিব না, কেবল রাজা আমাদিগকে রক্ষা করিবেন,—এরূপভাবে আর কতদিন চলিবে? জানি, রাজা দেশের রক্ষক,—ইংরেজ-রাজ সে কার্য্য যথোচিত ভাবেই করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগেরও সাহায্য করা চাই;—পুত্রের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য কার্য্য, কিন্তু পুত্র যদি সে সকল বিষয়ে একান্ত উদাসীন হয়, তবে পিতামাতা কতদূর করিয়া উঠিতে পারেন?

বড়বৌ। তা সত্যি। কিন্তু আমার বোধ হয়, গভর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ে বড় কিছু তত্ত্ব-তল্লাস লন না।

জ্ঞানদা। তাঁহারা যাহা লয়েন, আমাদের দেশের লোক আবার তাও লন না।

বড়বৌ। কেন?

জ্ঞানদা। এই দেখ, বন-জঙ্গল কাটার জন্যে গভর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেন, কিন্তু কেহ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না—একটি গাছের পাতাও নড়িল না। এ সকল আমরাই করিব,

—আমাদেরই স্বাস্থ্যের জন্যে, আমাদেরই জীবনের জন্যে, আমাদেরই শান্তির জন্যে ঐ আদেশ। আমরাই অবহেলা করিয়া এই মরণ-তাড়নে দিন কাটাই। আমরা যদি সকলে মিলিয়া মিশিয়া আপন আপন বাড়ীর জঙ্গল কাটাই, আপন আপন বাড়ীর জল নিকাশের বন্দোবস্ত করি, আপন আপন ঘর-দুয়ার-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করি, আপন আপন পালিত পশুর মল-মূত্র যাহাতে পচিয়া দুর্গন্ধ না উঠে, এরূপ বন্দোবস্ত করি, তাহা হইলে বৎসর বৎসর এমন করিয়া মরিতে হয় না। পানীয় জলের ব্যবস্থাও ভাল করিয়া লইতে পারা যায়।

বড়বৌ। তুই তবে এসব করিস্ না কেন?

জ্ঞানদা। যতদূর পারি করি, কিন্তু সমস্ত গ্রামে জ্বলন্ত আগুন,—সমস্ত গ্রামে মৃত্যু-গন্ধী ম্যালেরিয়া বাষ্প,—আমরা বাঁচিব কি প্রকারে?

বড়বৌ সচকিতে পশ্চাতে ফিরিয়া বলিলেন,—"এই যে, ঠাকুরপো বাড়ী এসেছেন।"

ননীগোপাল দেওয়াল হেলান দিয়া দাবায় বসিয়া ছিল, সে "বাবা এসেছে"—বলিয়া লাফাইয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না; পড়িয়া গেল। গৃহমধ্যে হরিগোপাল জ্বর-কম্পিত দেহে শয্যায় শুইয়াছিল,—"বাবা কি এনেছে"—বলিয়া সে সেখান হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল।

বড়বৌ চলিয়া গেলেন। জ্ঞানদা বলিল,—"ও কি, তুমি কাঁপচো কেন?"

"আমার বড় জ্বর এসেছে." এই কথা বলিয়া হস্ত হইতে কয়েকটা বেদানা ও এক টীন বার্লি জ্ঞানদার সম্মুখে নামাইয়া

রাখিয়া জ্ঞানদার স্বামী, গৃহমধ্যে চলিয়া গেলেন। জ্ঞানদা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তিনি তখনই শয্যায় শুইয়া পড়িলেন এবং জ্ঞানদা তাঁহার কম্প দেখিয়া একটা মোটা লেপ দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিচয়

ভাদ্রমাস অবসান প্রায়। বর্ষণার্দ্র পল্লীভূমি শরতের তীক্ষ্ণ রবি-তাপে নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া, গলিত পত্রাদি হইতে দূষিত বাষ্প সংগ্রহ করিয়া দিকে দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল। নিষেক-বিরত জলাভূমির জল শুকাইয়া এক প্রকার তীব্র গন্ধ লইয়া বায়ুর গাত্রে ঢালিয়া দিতেছে। খাল জোল ডোবার জল ক্রমে শুষ্ক হইতেছে—দাম-দল-তৃণাদি যাহা জলে ডুবিয়াছিল, তাহারা এতদিনে তীরে পড়িতেছে, পচিতেছে,—গন্ধে দিগন্ত ভাসাইয়া দিতেছে। গৃহস্থের বাড়ীর আশে পাশে চারিদিকে যে সকল পশু বা মানুষের মল-মূত্র বর্ষার জলে পচিয়া পচিয়া অবস্থান করিতেছিল, এতদিনে শরতের রৌদ্রে তাহা হইতে তীব্র গন্ধ উঠিয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

শরদ্রৌদ্রে পিত্তে প্রকোপ হয়। বর্ষায় বাত-শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়াছিল,—তদুপরি বর্ষার পঙ্কিল—দূষিত জল পান করিয়া গ্রামে গ্রামে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কালান্তক ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িতেছে।

কামালপুর ক্ষুদ্র পল্লী। ক্ষুদ্র হইলেও এক সময়ে ইহা জন-সম্পদে শোভনশ্রী ছিল। গ্রামে অনেকগুলি মধ্যবিৎ অবস্থার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের বাস ছিল। নবশায়ক, পুণ্ডরীক, মুসলমান প্রভৃতিও সে গ্রামে অপ্রচুর ছিল না। সপ্তাহে দুইবার গ্রামে হাট হইত এবং পূজাপার্ব্বণ, উৎসব-আনন্দ মাসে মাসে সম্পাদিত হইত।

কিন্তু যে কাল ম্যালেরিয়ার করাল কবলে বঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রাম ধ্বংসপুরে চলিয়া গিয়াছে, সেই দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়ার কুক্ষিগত হইয়া কামালপুরও হতশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অনেক বাড়ী জন শূন্য, অনেক ভিটা গৃহ শূন্য, অনেক প্রাঙ্গণ ভাঁইট আইসশেওড়ায় পরিপূর্ণ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা যাহাদের কথা বলিয়াছি, তাহাদের বাড়ী এই কামালপুরে। বাড়ীর কর্তার নাম দীনবন্ধু রায়। দীনবন্ধু জাতিতে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ।

দীনবন্ধু মধ্যবিৎ শ্রেণীর গৃহস্থ। তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি যাহা আছে, তদ্দ্বারা সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইত। ক্ষেতের ধান, বাগানের আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারি এবং আনাজ প্রভৃতি ও পুকুরের মৎস্য নিজ গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধ,—প্রচুর পরিমাণে ছিল। তদ্ভিন্ন জমির খাজনাও পাইতেন। দশজনকে বিতরণ করিয়া, অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিয়া দোল-দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া বৎসর বৎসর তাঁহার কিছু কিছু অর্থ সঞ্চয় হইত। পল্লীগ্রামে থাকিয়া, সম্পত্তির কর আদায় করিয়া, পুকুরের জীবিত মৎস্য, ক্ষেত্রের চাউল-দাইল ও আনাজ এবং গাভীর দুগ্ধ, বাগানের ফল ভোজন করিয়া, নিত্য

প্রভাত-সন্ধ্যায় পাখীর গান শুনিয়া, বনকুসুমের মধু-গন্ধ পাইয়া—আর পল্লীর বিমুক্ত বাতাস, চাঁদের কিরণ অঙ্গ মাখিয়া সুখেই লালিত পালিত হইতেছিলেন। কিন্তু হায়! কাল ম্যালেরিয়া কামালপুরে প্রবেশ করিয়া সাধের বাসরে মরণ বিছানা বিছাইয়া বসিল।

সে তিন বৎসরের কথা। তিন বৎসর পূর্ব্বে কামালপুরে কখনও কখনও এক এক বৎসর ম্যালেরিয়া হইত,—আবার ফাল্গুন মাসে বসন্তের বাতাসে নর-নারী রোগ মুক্ত হইত। কিন্তু এই তিন বৎসর রোগ সারে না,—তবে গ্রীষ্মকালে একটু মন্দা হইতে থাকে; যেই ভাদ্রের রৌদ্র ধরাতলে পতিত হয়, আর পূর্ণপ্রতাপে ম্যালেরিয়া মানব মানবীকে কুক্ষিগত করিয়া বসে। এই তিন বৎসরে কত লোক কোলের ছেলে শূন্য হইয়াছে, কত লোক পিতৃ-মাতৃ-হীন হইয়াছে, কতলোক বিপত্নীক, কত সতী বিধবা হইয়াছে। কত লোকের বংশ বিনাশ হইয়া গিয়াছে।

দীনবন্ধু ও দীনবন্ধুর স্ত্রী স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী। তাহারা ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ-বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবস্থা

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। মেঘ-পরিশূন্য শরতের গগনে চন্দ্র উঠিয়া জ্যোৎস্না-কিরণে পল্লী-অঙ্গ বিধৌত করিতে লাগিল। কিন্তু সে সম্পূর্ণ জ্যোৎস্না—সে শারদীয় নৈশ-ফুল্ল বন-কুসুমের গন্ধ, সে শ্যামলিন শাখীশাখে আধসুপ্ত পাপিয়ার গান, কেহ শুনিল না;—কেহ সে সকলের শোভা-সুষমায় বিমুগ্ধ হইল না। জ্বরের তাড়নায়, বাড়ী বাড়ী—ঘরে ঘরে নর-নারী বালক-বালিকা ছটফট করিতেছিল। কেহ কাহাকেও দেখিবার লোক নাই,—কেহ কাহাকেও জল দিবার মানুষ নাই।

এতক্ষণে দীনবন্ধুর কম্প কমিয়া গিয়াছে। তিনি গায়ের লেপ ফেলিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"একটু জল খা'ব।"

অপর কক্ষ হইতে জ্ঞানদা কম্পিতকণ্ঠে বলিল,—"আমার বড় জ্বর আসিয়াছে—ভারি শীত। কম্প হইতেছে, উঠিবার শক্তি নাই। তোমার খাটের তলে গ্লাসে জল রাখিয়া আসিয়াছি।"

"উঠিবার শক্তি নাই"—এই কথা বলিয়া দীনবন্ধু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

বড় ছেলে ননীগোপাল বলিল,—"মা, আর একটু বেদানা দাও। ততটুকুতে আমার কিছু হইল না।"

জ্ঞানদা কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"বাবা, তোর শিয়রে আধখানা বেদানা রাখিয়া আসিয়াছি—খা।"

হরিগোপাল কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"আমি বমি করিব, মা"—

মা এবার বড় বিপদ গণিলেন। তাঁহার তখন কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে—গায়ের লেপ ফেলিবার উপায় নাই। অথচ সেই শিশু বমি করিবে,—অনন্যোপায় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিলেন এবং হরিগোপালের হাত ধরিয়া তাহার শয্যার একটু দূরে লইয়া বমি করাইলেন। বমি করিয়া সে বায়না লইল,—"আমি কিছু খাব।"

শীত-কম্পিত দেহে জ্ঞানদা আরও একটু অগ্রসর হইয়া, একটা দাড়িম্ব আনিয়া আধখানা ভাঙ্গিয়া, তাহার হস্তে প্রদান করত নিজ শয্যায় শুইয়া আপাদ-মস্তক লেপ টানিয়া দিলেন। এইরূপ রোগ-যন্ত্রণায় তাহাদের সে নিশা অতিবাহিত হইল।

ম্যালেরিয়া জ্বর খড়ের আগুন,—দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে,—শারীরিক উত্তাপ জ্বরের সময় তাপমান যন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ সীমায় উপস্থিত হয়। ম্যালেরিয়া-প্রকৃতি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সে অবস্থা দেখিলে, রোগীর জীবনে আশা করিতে পারে না—আবার কিয়ৎ-ক্ষণ পরে—জ্বর বিরাম হইয়া রোগীকে একেবারে বিজ্বর করিয়া দেয়। তবে যে জ্বরগুলা বাঁকিয়া বসে, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

প্রত্যূষে দীনবন্ধু, জ্ঞানদা এবং হরিগোপালের জ্বর বিরাম হইয়াছিল, কেবল ননীগোপালের জ্বর বিরাম হয় নাই। জ্ঞানদা সেই অবস্থাতেই গৃহকার্য্য সম্পাদন করিল।

দীনবন্ধু বিপদ গণিলেন। এরূপ অবস্থায় কি প্রকারে সংসারের কাজ-কর্ম্ম হইবে, কি প্রকারে পথ্যাপথ্য চলিবে! ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অস্থির হইলেন।

জ্বরক্লিষ্ট দেহ হইয়া একবার পাড়ার মধ্যে ঘুরিয়া আসিলেন, অন্ততঃ চতুর্গুণ বেতন দিয়াও যদি একটা চাকর ও চাকরাণী সংগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু কোথাও তাহা মিলিল না,—যেখানে যান, সেইখানেই ম্যালেরিয়া,—সকলেই জীর্ণ দীর্ণ। মানব-মানবী ম্লানমুখে কুইনাইন সেবন করিতেছে। সকলেরই চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, উদর প্লীহা-যকৃতের লীলা-নিকেতন।

দীনবন্ধুর বাড়ী ফিরিতে একটু বেলা হইয়াছিল। জ্ঞানদা বলিল,—"কা'ল তোমার যে জ্বর হইয়াছিল, দেখে ভয়ে মরি! আ'জ উঠিয়াই কোথায় গিয়াছিলে?"

ম্লানমুখে দীনবন্ধু বলিলেন,—"একটা ঝি বা চাকরের সন্ধানে। এমন করিয়া সংসার চলিবে কি প্রকারে?

জ্ঞানদা। সে নয় ওবেলা গেলেও হইত। অসুদ-টসুদ খাবে; ঝি-চাকরের অনুসন্ধান পেলে?

দীন। কোথায় পাব? গ্রামশুদ্ধ জ্বরে পড়িয়া। কোন বাড়ীতে জল দিবার জন্য একটি সুস্থ লোক নাই।

জ্ঞানদা। ভগবান্ এমন কেন করিলেন?

দীন। ভগবানের কাজ ভগবানই বুঝেন। তোমার শরীর কেমন?

জ্ঞানদা। এখন জ্বর নাই—ব[illegible] উঠিয়া দাঁড়াইলে গা কাঁপচে।

দীন। হরি?

জ্ঞানদা। হরি একটু ভাল—জ্বর ছেড়েছে। কিন্তু ননীর ত জ্বর ছাড়ে না। কা'ল ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলে, তিনি আসবেন না?

দীন। আসেন কৈ? তাঁহারও ভারি জ্বর। তাঁহার বাড়ী শুদ্ধ জ্বর।

জ্ঞানদা। তবে উপায়?

দীন। উপায় নাই।

জ্ঞানদা। সরকারি ডাক্তার এসেছেন, তাঁকে কি একবার ডাকাবে?

দীন। অগত্যা।

জ্ঞানদা। তোমার জ্বর ছেড়েছে, কুইনাইন খাও।

দীন। তুমিও খাও।

জ্ঞানদা। খাব—কিন্তু কুইনাইন খেয়ে খেয়ে আর পারা যায় না। বিশেষ কিছু হয়ও না।

দীন। না খেয়েও উপায় নাই। হরিকেও কুইনাইন দাও।

জ্ঞানদা। তাকে একবার খাইয়েছি।

দীন। তুমি তবে খাওনি কেন?

জ্ঞানদা। তুমি খাবে ব'লে।

দীন। (হাসিয়া) ওঃ, আমার খাওয়া না হ'লে তুমি খাবে কেমন করিয়া?

জ্ঞানদা। কুইনাইনের বড়ী করিয়া রাখিয়াছি,—খাবে এস।

দীন। রামসিংএর ছেলেটা কা'ল রাত্রে মারা পড়েছে;—

জ্ঞানদা। আহা হা,—এবার যে, কার অদৃষ্টে কি আছে, কিছুই বলা যায় না। উপায় কি বল দেখি? ভেবে চিন্তে অস্থির হ'য়ে পড়েছি। জ্বরে গোষ্টিশুদ্ধ এমন করিয়া মরিই বা কেমন করে?

দীন। নিতান্ত নিরুপায়। এস্থান ত্যাগ করিয়া কিছুদিবস ম্যালেরিয়াহীন জায়গায় গিয়া বাস করিতে পারিলে, বোধ হয় সারিতে পারে।

জ্ঞানদা। এমন জায়গা কোথায়? সেখানকার লোক বোধ হয় স্বর্গবাসী।

দীন। কলিকাতায় ম্যালেরিয়া নাই।

জ্ঞানদা। তবে তাই দিনকতক চল না কেন? কিছু টাকা খরচ,—তা' যাদের জন্যে টাকা, তারাই যদি সারা হ'য়ে গেল,—তবে টাকা কি হবে? ছেলে-মেয়েগুলোর দিকে তাকান যাচ্চে না। বিশেষতঃ চারিদিকের খবর শুনে, প্রাণ যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে।

দীনবন্ধু কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপরে বলিলেন, "পূজার আর দিন নাই। ৭ই আশ্বিন পূজা -আর মোটে তার দিন পনর আছে,—ঠাকুর দোমেটে হইয়া গিয়াছে, এখন যাই কি করিয়া?"

জ্ঞানদা। এবার পূজা হইবে কি প্রকারে? যে রকম অবস্থা, তাহাতে পূজা হইবে না।

দীন। যদি প্রতিমা প্রস্তুত না হইত, তবে এ অবস্থায় কখনই পূজারম্ভ করিতাম না। কিন্তু এখন উপায় কি?

জ্ঞানদা চিন্তাক্লিষ্ট আননে সেখান হইতে চলিয়া গেল, এবং কুইনাইনের বড়ী বাহির করিয়া স্বামীকে সেবন করিবার জন্য গৃহমধ্যে আহ্বান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূজার পরে

ভাদ্র গেল, আশ্বিন আসিল। মহাপূজা সমাগত,—কিন্তু জ্বরের প্রকোপ কমিল না। নর নারী—বালক বৃদ্ধ, জ্বরে পড়িতেছে, কুইনাইন খাইতেছে, জ্বর বন্ধ হইতেছে, পথ্য করিতেছে, আবার জ্বর হইতেছে,—আবার কুইনাইন খাই-তেছে, আবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। ক্রমে উদরে প্লীহা-যকৃত যুড়িয়া বসিতেছে—ক্রমে রক্তহীন হইয়া দেহ দুর্ব্বল ও বর্ণ ফ্যাকাসে হইয়া যাইতেছে।

দীনবন্ধুর বাড়ীতে বৎসরে বৎসরে পূজা হইয়া থাকে, এবারও প্রতিমায় খড়-মাটী দেওয়া হইয়াছিল, এখন আর বন্ধ করা চলে না। তিনি নিজে রুগ্ন—জ্বরে জ্বরে জর্জ্জরিত। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি সকলেই জ্বরাক্রান্ত। গ্রামের মধ্যে আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবাসিগণের কাহারও সাহায্য প্রাপ্তির আশা নাই,—সকলেরই জ্বর, সকলেই দুর্ব্বল। ভিন্ন গ্রামে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই এক দশা। এক অবস্থা।

স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিতেছিলেন। পূজার আর সবে চারিদিন আছে। কুম্ভকার ঠাকুরের গায়ে রং দিতে আসিয়াছে।

দীনবন্ধু বলিলেন,—"ঠাকুর গড়াইয়া পূজা বন্ধ করা চলে না।"

জ্ঞানদা। তা' কেমন করিয়া চলে?

দীন। যে কোনরূপেই হউক, মায়ের পায়ে জল-তুলসী

দিয়া পূজা সমাপ্ত করা যাউক,—লোকজনের নিমন্ত্রণ-একেবারেই না।

জ্ঞানদা। সে কেমন হইবে?

দীন। কেন?

জ্ঞানদা। কখনও কি সেরূপ হইয়াছে?

দীন। না। যখন জ্বরের এমন প্রকোপ ছিল না, তখন আনন্দ-উৎসাহে গ্রামের লোক আসিয়া এই মহাপূজায় যোগ দিয়াছে,—তখন গ্রাম ও ভিন্ন গ্রামের বহুলোক খাওয়ান হইয়াছে। তারপরে ওবৎসর হইতে দুই তিন শত করিয়া লোক প্রত্যহ খাওয়ান হইয়াছে,—কিন্তু উপায় নাই।

জ্ঞানদা। ভাল,—সেই পূজার উদ্যোগ-আয়োজনই বা কে করিবে? আর অন্ততঃ পক্ষে রোজ পঞ্চাশজন লোকও ত হইতে পারে,—তাই বা কে কি করিবে?

দীন। আমি এক মৎলব করিতেছি।

জ্ঞানদা। কি?

দীন। কলিকাতা হইতে দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ আনাই।

জ্ঞানদা। মন্দ নয়।

দীন। আর পুরুত ঠাকুরদেরত বাড়ীশুদ্ধ জ্বর। ভাটপাড়ায় গুরুদেবকে পত্র লিখি, পূজার জন্যে তিনিও আসুন।

জ্ঞানদা। তবে তাই। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোকে দেখে দেখে, আর কিছুই ভাল লাগে না। মা দুর্গা, এমনই বা কেন করিলেন।

দীনবন্ধু সেইরূপভাবেই কাজের বন্দোবস্ত করিলেন। প্রতিমা প্রস্তুত হইল, কলিকাতা হইতে পাচক ও ভাটপাড়া

হইতে গুরুদেব আসিলেন। ম্যালেরিয়া-দগ্ধ বঙ্গ-পল্লীতে কোন প্রকারে মহামায়ার পূজা সমাপ্ত হইয়া গেল।

একাদশীর দিন প্রাতঃকালে দীনবন্ধুর গুরুদেব বাড়ী যাইবেন বলিয়া বিদায় হইতে ইচ্ছা করিলেন। দীনবন্ধু আর একদিন থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

গুরুদেব বলিলেন,—"তোমাদের সকলের যেরূপ জ্বর-জ্বালা, তাহাতে থাকিয়া কেবল তোমাদিগকে বিব্রত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তোমাদের গ্রামে যেন জ্বরের একাধিপত্য—আমারও শরীরটা যেন খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।"

দীন। ঠাকুর, এখন কি করি, তাহার একটা পরামর্শ দিন। ছেলে-পুলেগুলোর চেহারা দেখিয়াছেন—কঙ্কালসার; দেখিলে ভয় হয়, পাছে মারা পড়ে।

গুরু। তোমাদের গ্রামের যেরূপ অবস্থা, এসময় কিছু দিন এস্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গ্রামের হাওয়া যেন বিষাক্ত—গায়ে লাগিলে যেন আটা আটা বোধ হয়;—ত্বক ভেদ করিয়া জ্বরের বিষ শরীরে প্রবেশ করে, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

দীন। কিছুদিন কি কলিকাতায় গিয়া বাস করিব?

গুরু। উত্তম পরামর্শ। সেখানে ভাল চিকিৎসকও আছে, আর ম্যালেরিয়াও নাই। এসময় কখনই তোমাদের এখানে থাকা উচিত নয়।

দীনবন্ধু সেই পরামর্শই গ্রহণ করিলেন। তাঁহার গুরুদেব সেই দিনই চলিয়া গেলেন।

দীনবন্ধু সেই দিবস হইতে সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া,

বাড়ীতে একজন কর্ম্মচারী রাখিয়া, কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

আশ্বিনমাসের শেষে একটা দিন দেখিয়া পুত্র কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া দীনবন্ধু কলিকাতায় গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায়

দীনবন্ধু কলিকাতায় মাসিক ত্রিশটাকা ভাড়ায় একটা বাড়ী লইয়া তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন। মাসখানেক একজন সুচিকিৎসকের অধীনে চিকিৎসিত হইয়া তাঁহারা সকলেই জ্বর হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। চিকিৎসক বলিয়া দিলেন,—যত দিন দেশের ম্যালেরিয়া না যাইতেছে, ততদিন তাঁহারা যেন দেশে না যান,—দেশে গেলেই আবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িবেন।

ক্রমে তিন চারিমাস অতীত হইল। দেশে যে আবাদ-পত্র ছিল, তাহাতে যে ধান্য সংগ্রহ হইত, কর্ম্মচারীর পত্রে অবগত হইলেন, সেবার তাহার অর্দ্ধেকও সংগ্রহ হয় নাই। জমিতে নাকি ভাল জন্মে নাই। সুচতুর দীনবন্ধু বুঝিতে পারিলেন,—জন্মিয়াছে সমান, তবে সকলগুলি তাঁহার বাড়ীতে আইসে নাই, কতক কর্ম্মচারীর বাড়ী, কতক কৃষকের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও কোন উপায় নাই। দেশের সংবাদ অবগত হইলেন, তখনও ম্যালেরিয়া দেশে বিরাজ করিতেছে,

তখনও দেশের লোক ম্যালেরিয়া বিষে কতক ভুগিয়া ভুগিয়া মরিতেছে,—কতক মরিয়া অব্যাহতি লাভ করিতেছে। কাজেই তাঁহাদের যাওয়া হইল না। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহারা বেশ সুস্থ দেহে আছেন।

তারপর চৈত্রমাস আসিল। ভবিষ্যৎ চাষের সময় উপস্থিত। এসময় একবার না দেখিলে শুনিলে আগামী বৎসরে মোটেই ধান্য হইবার আশা নাই। জ্ঞানদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কি করা যায় ?"

জ্ঞানদা বলিল,—"চল, এখন দেশে যাই। একেবারে দেশ পরিত্যাগ করিলে চলিবে কেন ? আমরা গরিব মানুষ, কলিকাতায় থাকিয়া এমন বসিয়া বসিয়া খরচ করিলে হইবে কেন ? এই কয়মাসে অন্ততঃ দেড়হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গেল।"

দীন। কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো কেমন সুস্থ ও হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়াছে, দেখ দেখি।

জ্ঞানদা। তা বটে—কিন্তু অবশেষে কি খাবে ? এদিকে সঞ্চিত ধন বিনাশ হইয়া গেল,—ওদিকে আয়ের পথ রুদ্ধ হইতেছে। নিজে না দেখলে শুনলে কি বিষয় আশয় চলে, না তা থেকে দু'পয়সা ফ'লে।

দীন। তবে দেশে যাওয়াই স্থির ?

জ্ঞানদা। দেশের মানুষ দেশে যাবে বৈ কি ?

দীনবন্ধুও সেই মত অবলম্বন করিলেন। আরও দশ দিন কলিকাতায় থাকিয়া, তিনি সপরিবারে দেশে গমন করিলেন।

যে বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়াই চলিয়া গেলেন।

যে রুগ্ন-ভগ্ন-স্বাস্থ্য লইয়া তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পূর্ণ স্বাস্থ্য-শ্রী লইয়া পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেশে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেশে

গ্রামের লোকে দেখিল, দীনবন্ধুর পুত্রকন্যা নির্ব্যাধি ও হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কেহ সন্তুষ্ট হইল, কেহ কেহ ঈর্ষা-বিষে দগ্ধ হইল। কেন না, তাহাদের পুত্রকন্যার—তাহাদের নিজের শরীর তখনও ম্যালেরিয়া-বিষে বিদগ্ধ হইতেছে। তখনও সকলের জ্বর বিদূরিত হয় নাই।

দীনবন্ধু বাড়ী গিয়া দেখিলেন, সমস্ত কাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। ভাবি আবাদ হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই; কারণ তখনও একবিন্দু জমিও চষা হয় নাই। অথচ লাঙ্গল সকল ছিল, কৃষক ছিল। হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বিবিধ আপত্তি প্রদর্শন করিল।

এদিকে বাগানের চারা গরুতে খাইয়াছে, কলা-বাগান ধ্বংস হইয়াছে—পুকুরের মাছ চোরে লইয়া গিয়াছে। অনেক ঘর-দুয়ার ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে!

দীনবন্ধু স্বাস্থ্যের বিনিময়ে সে সকল ক্ষতি নীরবে সহ্য করিলেন এবং তখন হইতে আবার যাহাতে সুবন্দোবস্ত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বৈশাখমাস গত হইল,—দীনবন্ধুর বড় ছেলেটির আবার জ্বর হইল। বুঝিলেন, ম্যালেরিয়াময় স্থানে আসায় আবার জ্বরাক্রান্ত হইল,—হয়ত ক্রমে ক্রমে সকলেরই আবার জ্বর হইবে।

জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত সেবার বৃষ্টি হইল না। খাল-জোল-ডোবা প্রায় শুকাইয়া গেল,—পুষ্করিণীর জল পঙ্কিল হইয়া উঠিল। সেই আতপ-তাপ-তাপিত কর্দ্দমময় খাল-বিলের জল খাইয়া নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। কলেরা মহামারিরূপে দেখা দিল। ডাক্তারেরা বলিলেন,—ইহা ম্যালেরিয়া হইতেই উৎপন্ন।

দেশে আবার হাহাকার উঠিল। ম্যালেরিয়ায় যাহারা দিনে দিনে-- ক্রমে ক্রমে মরিতেছিল, কলেরা তাহাদিগকে মুহূর্ত্তে কুক্ষিগত করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। ম্যালেরিয়া-বায়ু-বিচালিত মানব-দেহ বৃহৎ কলেরা ঝড়ে শীঘ্র শীঘ্র পতন হইতে লাগিল।

চারিদিকে লোক মরিতেছে—চারিদিকে ক্রন্দনের হাহাকার উঠিতেছে। লোকসমুদায় ত্রাস-কম্পিত হৃদয়ে কখন কি ঘটে ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল,—কাজ কর্ম্ম সমস্ত বন্ধ হইয়া উঠিল।

দীনবন্ধু জ্ঞানদাকে বলিলেন,—"কলিকাতা হইতে না আসাই ভাল ছিল।"

জ্ঞানদা। কে জানে, এমন হইবে।

দীন। আবার চল। সুখ চেয়ে শান্তি ভাল।

জ্ঞানদা। এমন করিয়া কত দিন চলিবে?

দীন। সে কয় দিন যায়।

জ্ঞানদা। এই ক'মাস কলিকাতায় গিয়া কতটাকা খরচ হইয়া গেল,—আবার বাড়ীর সব জিনিষপত্র—গাছপালা একেবারে ছারে খারে গিয়াছে।

দীন। তা বলিয়া আর থাকিতে পারিতেছি না।

জ্ঞানদা। দেখিয়া শুনিয়া থাকাও দুর্ঘট।

দীন। আবার চল—এবার দিনকতক থাকিয়া আবার আসিলেই হইবে। এরূপ মহামারির যায়গায় কখনই থাকা উচিত নয়।

জ্ঞানদা। মা দুর্গা যা করিবেন, তাই হবে। সবই তাঁহার ইচ্ছা।

দীন। ভুল। তা'হলে কলিকাতায় গিয়া আমাদের রোগ সারিল কেন? আর এখানকার প্রায় লোকই এখনও পীড়িত কেন?

জ্ঞানদা। কি বলিব বল? তোমার যা ভাল বিবেচনা হয়, তাই কর। কিন্তু ইহাতে কখনই সুবিধা হইবে না। আমরা গরীব মানুষ,—দেখে শুনে না নিতে পারিলে বিষয়-আশয় থাকে কৈ?

দীন। ভগবানের মনে যাহা আছে, তাই ঘটবে,—কিন্তু আমি সাহস করিয়া ছেলেপুলে লইয়া আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না। ঐ শোন,—দাসেদের বাড়ী বুঝি কে ম'লো;—ঐ শোন, কি ভয়াবহ কান্না!

জ্ঞানদা সে আকুল-ক্রন্দন-স্বর শুনিয়া বড় বিচলিত হইল। বলিল,—"তবে তাই, কলিকাতাতেই চল।"

সেই দিবস রাত্রেই দীনবন্ধু সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। বাড়ী-ঘর-দুয়ার পূর্ব্বের মত বন্দোবস্তেই রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাড়ী

দীনবন্ধু কলিকাতায় আগমন করিয়া আবার নূতন বাড়ী ভাড়া করিলেন। এবার মাসিক বাড়ী ভাড়া চল্লিশ টাকা।

মাসে মাসে বাড়ী ভাড়া দিতে তাঁহার বড়ই অসুবিধা জ্ঞান হইতে লাগিল। তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা বলিল—যদি সমর্থ হও, একখানা ছোট-খাট বাড়ী ক্রয় কর। পল্লীগ্রামের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সেখানে বারমাস বাস করা আর চলিবে না। দীনবন্ধু সে পরামর্শ সুযুক্তিপূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। দালাল বাড়ী খুঁজিতে লাগিল।

মাসখানেক পরে দালাল বাড়ীর সন্ধান দিল। শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের উপরে বাড়ী—মূল্য সাড়ে সাত হাজার টাকা।

দীনবন্ধু বাড়ী দেখিয়া আসিলেন, বাড়ী পসন্দ হইল। কিন্তু অতটাকা দীনবন্ধুর নাই,—পাঁচহাজার টাকা তাঁহার ছিল।

জ্ঞানদার সহিত পরামর্শ করিলেন। জ্ঞানদাকে বুঝাইয়া দিলেন, আ'জ কা'ল কলিকাতার বাড়ী দেশের জমিদারী অপেক্ষা লাভকর। এখানে যদি নাও থাকা হয়, মাসে মাসে চল্লিশটা টাকা আয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জ্ঞানদা প্রথমে তাহাতে মত দিল না। সে বলিল,—"দেশের অবস্থা কিছু চিরদিনই তেমন থাকিবে না। যতদিন আছি, ভাড়া দিয়াই থাকি, তারপর দেশের মানুষ দেশে চলিয়া যাইব।"

দীন। বলিয়াছিত, দেশে গেলেও মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা ভাড়া বাড়ী বসিয়া পাওয়া যাইবে।

জ্ঞানদা। কে আদায় করিতে আসিবে?

দীন। কেন আমি।

জ্ঞানদা। তারপরে?

দীন। ছেলেরা। দেশের সম্পত্তিতে আদায়-অনাদায় আছে,—হাজা-সুকা-ফৌতি-ফেরারি আছে। কলিকাতার বাড়ীতে তা' নাই।

জ্ঞানদা। ভাঙ্গাচোরা মেরামত আছে। লাইসেন্স আছে।

দীন। সে তাহা হইতেই হয়। ফলকথা, কলিকাতার বাড়ী খুব লাভের সম্পত্তি।

জ্ঞানদা। তোমার যে মত—তুমি যাহা ভাল বোঝ, তাই কর।

দীন। আমি এখানে একখানা বাড়ী করাই স্থির করিয়াছি। যে বাড়ী খানা দেখিয়া আসিয়াছি,—খুব পসন্দসই। সদর রাস্তার উপর—দক্ষিণ খোলা—সব সুবিধা।

জ্ঞানদা। তবে কেন।

দীন। আমার যা পুঁজি-পাটা আছে, তাতে কুলাচ্চে না সর্ব্ব সাকল্যে আমার পাঁচহাজার আছে,—আর আড়াই হাজার —আড়াই হাজার কেন,—উকীল খরচা, রেজেষ্টারী খরচা— সেও আর শ'দুই। এ পাই কোথায়?

জ্ঞানদা। আমি মেয়ে মানুষ, আমি তাহার উপায় কি বলিব!

দীন। দেশে গিয়া কর্জ্জ করিয়া আনি।

জ্ঞানদা। কর্জ্জ করিবে?

দীন। তাতে আর কি হবে? শোধ দিতে আর কত দিন লাগিবে।

জ্ঞানদা। তবে তাই।

দীনবন্ধু বাড়ীর বায়নাপত্র লেখাইয়া একান্ন টাকা বায়না করিয়া, অন্যান্য সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার উকীলের উপরে অর্পণ করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

দেশে গিয়া বিষয় বন্ধক দিয়া তিন সহস্র মুদ্রা লইয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন।

দুইমাস পরে উকীল বাড়ী ক্রয় করিবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেন। তখন যথোপযুক্ত কাগজ খরিদ করিয়া দলিল লেখা হইল, এবং যথোপযুক্ত ভাবে রেজেষ্টারী আদি করিয়া বাড়ী খরিদ হইয়া গেল।

শুভদিন দেখিয়া সপরিবারে দীনবন্ধু নিজের বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন।

বাড়ী দেখিয়া জ্ঞানদা বড় প্রীত হইল। যদিও অনেকগুলি টাকা কর্জ্জ হইয়াছে, যদিও দেশের বিষয় বাধা পড়িয়াছে, তথাপি কলিকাতার মধ্যে এমন একখানি সুন্দর বাড়ী হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নহে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্যবসায়

শ্রাবণমাস হইতে দেশে আবার ভীষণ প্রকোপে ম্যালেরিয়া আরম্ভ হইল,—আবার ঘরে ঘরে রোগ, আবার ঘরে ঘরে রোগী। আবার সকলে শয্যাশায়ী হইল। সংবাদ পাইয়া দীনবন্ধু আর দেশে গেলেন না।

কলিকাতায় বসিয়া থাকা আর পোষায় না। সকলে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে—কত লোক কত প্রকারে বড়লোক হই-তেছে,—আর দীনবন্ধু দেশ হইতে পয়সা আনিয়া কলিকাতায় বসিয়া খাইতেছেন, ইহা ভাল নহে। একটা ব্যবসায় করিলে হয় না?

এতদিন কলিকাতায় থাকিয়া দীনবন্ধুর যে বন্ধু-বান্ধব যুটে নাই, তাহা নহে। বিশেষতঃ এখন তিনি একজন বাড়ীওয়ালা গৃহস্থ।

কি ব্যবসায় করিলে ভাল হয়, দীনবন্ধু পাঁচজনের সহিত সে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিল,—তামাকের ব্যবসায় কর, ওর চেয়ে সুবিধা আর কিছুতেই নাই। কেহ বলিল—ভদ্রলোকের সে পোষায় না। কাটাকাপড়ের দোকান কর,—কেহ বলিল, তার হাজার হাজার দোকান হ'য়েছে, সে সকলে আর বড় কিছু হয় না। তখন অনেক আন্দোলন-আলোচনার পরে পাটের কারবার করা স্থির হইল।

দীনবন্ধু কলিকাতার বাড়ী বন্ধক দিয়া পাঁচ হাজার টাকা কর্জ্জ করিলেন। সেই পাঁচহাজার টাকা মূলধন লইয়া

চিৎপুরের খালধারে একটা বাড়ী ও গুদাম ভাড়া লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। যথারীতি খরিদ-বিক্রয় চলিতে লাগিল।

অনেক কর্ম্মচারী, অনেক দালাল, অনেক লোকজন লইয়াই তাঁহার কার্য্য চলিতে লাগিল। ক্রমে আফিসে তাঁহার দেনা-পাওনার কাজ হইতে লাগিল। প্রয়োজন মতে আফিসে তিনি অনেক টাকা অগ্রিম পাইতে লাগিলেন,—কাজেও দু'পয়সা লাভ হইতে লাগিল।

তাঁহার একজন হিতৈষী দালাল একদিন বলিল,—"আপনি একখানা গাড়ী করুন।"

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিলেন,—"কেন?"

দালাল। বিশেষ দরকার।

দীন। দরকারত আমি কিছুই দেখি না।

দালাল। আফিসে যাইতে হইলে ভাড়াটে গাড়ীতে যাওয়া উচিত নয়। 'ভেকে ভিক্ মিলে'—জানেন?

দীন। আগে কাজকর্ম্ম ভাল হোক্, তখন ও সকল দেখা যাবে।

দালাল। কি বলেন! গাছ যখন চারা, তখনই জল সেচনের আবশ্যক,—গাছ ফলবান্ হইয়া গেলে, তখন তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই।

দীন। এখন প্রয়োজন নাই।

দালাল। বলিলাম ত, বিশেষ প্রয়োজন। আপনার বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, অবস্থা ভাল,—এ জানিলে সাহেব বেটারা আপনাকে টাকা ঢালিয়া দিবে। সে দিন রেলি আফিসের ছোট সাহেব আমাকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন।

দীন। কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন?

দালাল। জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—দীনবন্ধুবাবুত কিছু কিছু অগ্রিম লইতেছেন,—তাঁহার অবস্থা কেমন?

দীন। আপনি কি বলিলেন?

দালাল। দালালেরা যা বলে থাকে,—মিথ্যা কথা। বাড়ী আছে, গাড়ী আছে,—ওমরাও লোক। সাহেব বলিল,—আমি যে তাঁহাকে ভাড়াটে গাড়ীতে আসিতে দেখিয়াছি। আমি বলিলাম, বোধ হয়, নিজের গাড়ী অন্য কাহাকেও লইয়া অন্যকাজে গিয়াছিল।

দীন। গাড়ী করা অনেক টাকার কাজ।

দালাল। বেশী কি,—সাত আট শ' টাকা হ'লেই এক রকম হবে।

দীন। মাসে মাসে খরচাও অনেক।

দালাল। খরচা?—ও ভাবতে নেই। এ কলিকাতা সহর—মা কালী-গঙ্গা এখানে কাহারও অভাব রাখেন না। এখানে চা'ল চাই মশায়,—চা'ল চাই।

দীনবন্ধু কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"তবে দেখুন, একখানা গাড়ী কিনি। কিন্তু যত কমে হয়,—টাকার আমার বড় টানাটানি।"

দালাল হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন,—"আমি যা বলি আপনি করিয়া যান—টাকার উপরে আপনাকে দিন-রাত্রি বসাইয়া রাখিব। টাকা—টাকার আবার ভাবনা। সাহেব বেটাদের টাকা—জলের মত আপনার বাক্সে আসিয়া জমিবে।

দালাল মহাশয় তাহার দশ-পনর দিন মধ্যেই এগারশত

টাকায় একখানি গাড়ী ও দুইটি অশ্ব ক্রয় করিয়া দিলেন। জ্ঞানদা সে গাড়ী-ঘোড়া দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইল না—স্বামীকে বলিল,—"আগে দেনার টাকাগুলা মিটাইয়া দিয়া তারপরে ও সকল করিলেই ভাল হইত।"

দীন। তা আমি বুঝি, অনেকগুলি টাকা দেনা হইয়াছে—কিন্তু ব্যবসায়ে প্রায় সবটাকাই মজুদ আছে। আর এই যে গাড়ী-ঘোড়া—ইহাও ব্যবসায়ের একটা অঙ্গ।

জ্ঞানদা। যাহা ভাল হয় কর,—তবে সামান্য বুদ্ধি স্ত্রীলোক আমি—অল্পেতেই ভয় হয়।

দীন। ভয় কি? ব্যবসায়েই কলিকাতার লোক বড় মানুষ।

জ্ঞানদা। মা দুর্গা দয়া করুন। একটা কথা বলিব?

দীন। কি?

জ্ঞানদা। তুমি যদি রাগ না কর, ত বলি।

দীন। এমন কি কথা যে, আমি রাগ করিব?

জ্ঞানদা। বাঁড়ুযোদের বড়বৌ, মেঝোবৌ—গিন্নি. ওরা সব আ'জ থিয়েটার দেখ্‌তে যাবে।

দীন। তা' তোমার কি?

জ্ঞানদা। আমাকে যাবার জন্যে ওরা ব'ল্‌ছিল।

দীন। (হাসিয়া) তা' স্পষ্ট ব'ল্‌লেই হয় যে, আমি থিয়েটার দেখ্‌তে যাব।

জ্ঞানদা। এত দিন কলিকাতায় এসেছি—প্রায় এক বৎসর হ'য়ে গেল,—আমি কি কোন দিন থিয়েটারে গিয়াছি? আমার ও সব বাই নাই। তবে ওরা আজ ক'দিন ধ'রে বোলচে।

দীন। তা' দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে থাক্‌তে হয় বৈ কি। যাবে যাও—সবাই যায়। নূতন গাড়ীতে চড়িয়া দেখে এস।

জ্ঞানদা। বলত যাব।

দীন। সঙ্গে যাবে কে?

জ্ঞানদা। ওরা সবাই যাবে। তুমি যাবে?

দীন। না,—আমি থিয়েটার দেখি না। ও সকল আমার আদৌ ভাল লাগে না। নবেকে নিয়ে যাও।

জ্ঞানদা। হরিও থাক্‌বে না—খুকীও যাবে।

দীনবন্ধু তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন, এবং থিয়েটারে যাইবার জন্য যে সকল দ্রব্যাদির প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

যথা সময়ে জ্ঞানদা বাঁড়ুয্যে পরিবারের সহিত মিশিয়া থিয়েটার দেখিতে গমন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

অনুরোধ

রাত্রি অবসান কালে জ্ঞানদা থিয়েটার দেখিয়া বাড়ী ফিরিল। তাহার প্রাণে অসীম স্ফূর্ত্তি। স্বামীকে বলিল,—"থিয়েটার দেখিবার জিনিষ বটে।"

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিলেন,—"অনেক সুন্দর সুন্দর পুরুষ, অনেক রকম সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অনেক রকম নাচ-গান করে? না?

জ্ঞানদা। মেয়ে মানুষও অনেক আছে;—তামাসা নয় সীতার বনবাস অভিনয় হইয়াছিল। তপোবনের কি সুন্দর দৃশ্য—দেখিলে আসল বলিয়াই ভ্রম জন্মে। যে লক্ষ্মণ সাজিয়াছিল—জানকীকে তপোবনে রাখিয়া সে যখন ফিরিয়া যায়;—তখন দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ নয়নে তাহাকে দেখিয়া ভাবিয়াছিল,—এ বুঝি সত্যই সেই ত্রেতাযুগ—সত্যই এ রামানুজ লক্ষ্মণ। আর যে সীতা সাজিয়াছিল,—কে বলিবে, সে কলিকাতার কোন এক কলঙ্কিনী রমণী! সত্যই যেন সে রাম-বনিতা সীতা। কি ভাব! তুমি একদিন যাবে?

দীন। কেন?

জ্ঞানদা। এক দিন দেখে এস।

দীন। আমি দেখ্‌তে চাই না। সখ হয়, তুমি আর এক দিন যেও। ওর চেয়ে বরং সার্কাস দেখা ভাল। সে পবিত্র—সে ব্যায়াম। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞানদা। সে এক দিন যাওয়া যাবে। কিন্তু তুমি কখনও থিয়েটার দেখ নাই বলিয়া তার উপরে এত চটা। আমিও আগে অমনিই ভাবে থিয়েটারকে ঘৃণা করিতাম। কা'ল রবিবার,—সন্ধ্যার সময় আরম্ভ হবে—সকাল রাত্রে শেষ হবে, কা'ল তুমি যেও। কা'ল "আবুহোসেন" হবে। তাতে নাকি ভারি নাচ-গান।

দীন। তুমি যাবে নাকি?

জ্ঞানদা। না, আমি নাচ-গান দেখতে যাব না—যে দিন চৈতন্য-লীলা হবে, সেই দিন যাব। তুমি কা'ল যেও।

স্ত্রীর ঐকান্তিক অনুরোধে তৎপর দিবস আবুহোসেনের অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে যাইবেন বলিয়া দীনবন্ধু স্বীকৃত হইলেন।

তৎপর দিবস কার্য্যালয়ে গিয়া কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া বৈকালে তাঁহার প্রিয় দালাল অথচ প্রিয় মোসাহেব রমেশ দত্তকে বলিলেন—"ভায়া আজ থিয়েটার দেখ্‌তে যাব;—তুমি যাবে?"

সাহ্লাদে রমেশচন্দ্র বলিলেন,—"আপনি যদি ওরনামকি যমের বাড়ী সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান, ওরনামকি তাতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু হঠাৎ ওরনামকি আপনার এ মতি কেন? আপনি যে ওরনামকি একেবারে আলাদা প্রকৃতির লোক।" ওরনামকি—রমেশচন্দ্রের কথার মাত্রা বা মুদ্রা দোষ।

দীন। তোমার মতে কি যাওয়া উচিত নয়?

রমেশ। আমার মতে ওরনাম কি মধ্যে মধ্যে থিয়েটার দেখ্‌তে যাওয়া খুব উচিত।

দীন। কেন?

রমেশ। সারাদিন, ওরনামকি এই গাধার খাটুনী খেটে খটে, মধ্যে মধ্যে ওরনামকি একটু আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেওয়া খুব ভাল,—নইলে যে, ওরনামকি শীঘ্র রোগে ধরিবে।

দীন। না না—আমি মধ্যে মধ্যে যাব না। আজ চল,—আমি বাস্তবিক ওসকল বড় পসন্দ করি না।

রমেশ। তবে আমি ওরনামকি বাড়ী যাই—কাপড় চোপড় ছেড়ে আসিগে, ওরনামকি পাঁচটা বাজে—সাড়ে ছয়টায় ওরনামকি সন্ধ্যা। রবিবারে ঠিক সন্ধ্যার সময়েই

আরম্ভ হয়। আপনিও তবে ওরনামকি বাড়ী যান—গাড়ী যেন ওর-নামকি ঠিক থাকে।

দীন। সব ঠিক থাকিবে, তোমার যেন বিলম্ব না হয়।

রমেশ। আমার বিলম্ব হবে? ওরনামকি আমি পাটের দালাল।

রমেশচন্দ্র চলিয়া গেলেন। দীনবন্ধুও বাড়ী গিয়া জল-যোগাদি করিয়া, যথোপযুক্ত বস্ত্রাদি পরিধান করতঃ থিয়েটার দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

গাড়ী করিয়া মোসাহেব সঙ্গে লইয়া ব্যসনে বাহির হওয়া দীনবন্ধুর এই নূতন। একদিন ব্যসনে যোগ দিলে, যে তাহা ছাড়ে না—ইহা অনেকের মত। বস্ত্রের এক যায়গায় ছিন্ন হইলে, সকল দিকেই ছিঁড়িয়া উঠে

দশম পরিচ্ছেদ

আরম্ভ

রঙ্গালয়ে লোকে লোকারণ্য দর্শকের অত্যন্ত ভিড়। ঐকতান বাদন আরম্ভ হইয়াছে,—দর্শকগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া যবনিকা-উত্তোলনের অপেক্ষা করিতেছে।

সহসা বাদ্য থামিল—যবনিকা উঠিল। আবুহোসেনের প্রথম দৃশ্যে আবুহোসেনের বন্ধুগণের ভূমিকা লইয়া মদমত্ত নৃত্য-কারীগণ গণিকাগণের হাত ধরাধরি করিয়া গান গাহিতেছিল—সে দৃশ্য দেখিয়া দীনবন্ধু তত প্রীত হইলেন না। তারপর, দৃশ্যের

পর দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল,—দীনবন্ধুও মজিয়া আসিতে লাগিলেন।

এতক্ষণে রোসেনারার ভূমিকা লইয়া বিনোদিনী উপস্থিত হইল। তাহার হাব-ভাব দেখিয়া, তাহার কিন্নরী-কণ্ঠের মধুর প্রেম সঙ্গীত শুনিয়া দীনবন্ধু গলিয়া গেলেন।

রোসেনারার অভিনয় ব্যতীত—রোসেনারার গান ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল,—সব অভিনেতা অভিনেত্রীগণ মরিয়া যাইত,—আর সারা নাটকখানি লইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রোসেনারা অভিনয় করিত, তবে বড়ই সুখের হইত। যখন অপর দৃশ্য উপস্থিত হয়—অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী আসে, তখন তিনি রোসেনারারই কথা ভাবেন,—রোসেনারা আসিলে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া থাকেন।

অনেকক্ষণ পরে ড্রপ্‌সিন পড়িল। দর্শকগণ প্রায় উঠিয়া বাহিরে গেল,—দীনবন্ধু ও রমেশচন্দ্রও গমন করিলেন।

রমেশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ওরনামকি কেমন দেখচেন বলুন দেখি।"

দীন। মন্দ কি?

রমেশ। ওরনামকি—সাড়ে চারি আনা পয়সা ওরনামকি দিন না।

রমেশচন্দ্র সুরাপান করিয়া থাকেন,—দীনবন্ধু তাহা জানিতেন। হাসিয়া বলিলেন,—"একটু চ'লবে বুঝি?"

রমেশচন্দ্রও হাসিলেন। হাসি এক রকমের! হাসিয়া বলিলেন—"সাদা চোখে ওরনামকি. এসকল কি তেমন ভাল,

লাগে, ওরনামকি ঐ ছুঁড়ীগুলোকে ওরনামকি মদ না খেলে কি ওরনামকি ভাল দেখায়।"

দীন। এখনই বা মন্দ দেখাচ্চে কি? যে রোসেনারা সেজেছে, তাকে দেখায়ও যেমন,—গান-গায়ও তেমনি। বক্তৃতাও খুব ভাল করে।

রমেশ। তার কথা আমি ওরনামকি এসে বল্‌ছি—পয়সা কটা দাও।

দীনবন্ধু একটা সিকি ও একটা আনী, তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। রমেশচন্দ্র তাহা লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

কয়েক মিনিট পরে রমেশচন্দ্র যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার আঁখিদ্বয় কিঞ্চিৎ ঘূর্ণায়মান—মুখভাব প্রফুল্ল। থিয়েটারের ঐকতান বাদ্য তখন নীরব হইল,—দর্শকগণ যে যেখানে ছিল, দ্রুতপদে থিয়েটার গৃহে প্রবেশ করিল।

এবার আবুহোসেনের সহিত রোসেনারার প্রণয়—উভয়ে উভয়ের প্রেমে আত্মহারা—তারপরে বিবাহ।

দীনবন্ধু নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"আবুহোসেন হইতে হইলে কোন্ সাধনার প্রয়োজন?"

তারপরে যথাসময়ে রোসেনারা অন্তর্হিত হইল, যথাসময়ে থিয়েটারের অভিনয় শেষ হইয়া গেল। দর্শকগণ বাহির হইয়া পড়িল।

দীনবন্ধু ও রমেশচন্দ্র রাস্তা বহিয়া চলিয়াছেন। কোন্ সময় থিয়েটার ভাঙ্গিবে,—কোন্ সময় গাড়ী আসিবে, তাহার স্থিরতা না থাকায় গাড়ী আসিবার বন্দোবস্ত ছিল না।

কলিকাতার রাজপথ তখন প্রায় জনশূন্য। চিৎপুর রোড

বহিয়া তাঁহারা দুইজন চলিয়াছেন। রমেশচন্দ্র তখনও কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল—তখনও সুরা-বিষ তাহার মস্তক হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই।

দীনবন্ধু নানা কথার পরে রমেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও বেটীর আসল নামটা কি?"

রমেশ। ও বেটীর নাম—ওরনামকি বিনোদিনী, সে কথাত বলেছি। ওরনামকি, লোকটা বড় ভদ্র।

দীন। তুমি ওকে জান না কি?

রমেশ। জানি না? ওরনামকি ওযে আমাদেরই পাড়ার লোক। ওরনামকি, হাতীবাগানে ওর বাড়ী।

দীন। নিশ্চয়ই ও বেশ্যা?

রমেশ। বেশ্যা নয়ত কি ওরনামকি ভাটপাড়ার মাঠাকরুণ। ওরনামকি ওর কথা বারে বারে জিজ্ঞাসা কোরচো কেন?

দীন। না না—লোকটা বড় সুন্দর অভিনয় কোরেছে।

রমেশ। ওরনামকি, লোকটা কালে একজন বড় অভিনেত্রী হবে। এখন আর ওর বয়স কত" ·নামকি উনিশ কুড়ি হবে—ওরনামকি কেমন?

দীন। তা বই কি! কিন্তু কেমন সম্পূ...,—কেমন আকর্ণ বিশ্রান্ত চোখ। কেমন কিন্নরীর কণ্ঠস্বর—আর কথাগুলি বলে যেন মধুমাখা। যেন কেমন ভাঙ্গাভাঙ্গা—কেমন আবেগ-উচ্ছ্বাসমাখা।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুনরায়

তাহার পরে দশ পনর দিন কাটিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দীনবন্ধুর মনে হইত, থিয়েটারে গিয়া আর একদিন বিনোদিনীকে দেখিয়া আসিলে হয় না! শুধু দেখিব, তাহাতে দোষ কি! আবার ভাবিতেন, কেন যাইব? বিনোদিনী কে—একটা বেশ্যা বৈ ত নয়?

দীনবন্ধু একদিন সাহেবের আফিস হইতে ফিরিতেছিলেন, বিডনস্কোয়ারের পার্শ্বে চিৎপুর রোডে তাঁহার গাড়ীর মধ্যে একটা লোক একখানা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ফেলিয়া দিল। দীনবন্ধু তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

বিজ্ঞাপ.ে নানা ঢঙ্গে নানা ভাবে কত কথাই লেখা ছিল, দীনবন্ধু তাহা পাঠ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন উত্তেজনাই হইল না। সেদিন কৃষ্ণকান্তের উইলের অভিনয় হইবে। যে সকল নামজাদা অভিনেতা ও অভিনেত্রী যে যে ভূমিকা লইয়া উপস্থিত হইবেন, যেখানে তাহা লেখা ছিল, সেইস্থানে যখন দৃষ্টি পড়িল, তখন দীনবন্ধু চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয় বুঝি ক্ষুধিত ব্যথিত হইয়া বলিল—একবার গেলে হয় না? সেই যৌবন-শ্রী—সেই মদনোন্মাদ-হলাহল-কলসীতুল্য রূপ—সেই আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন—সেই মোহন স্বর—সেই সব লইয়া বিনোদিনী রোহিণীর অভিনয় করিবে, একবার দেখিয়া আসিলে হয় না?

গাড়ী ততক্ষণ তাঁহার কার্য্যালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া গদীতে গমন করিলেন। দেখিলেন, রমেশচন্দ্র সেখানে পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন।

দীনবন্ধু উপবেশন করিলেন, ভৃত্য তামাকু সাজিয়া দিয়া গেল। ধূমপান করিতে করিতে দীনবন্ধু রমেশচন্দ্রের দিকে একটু ঝুঁকিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আ'জ থিয়েটারে যাইতে হইবে।"

মৃদু হাসিয়া মৃদুস্বরে রমেশচন্দ্র বলিলেন—"ওরনামকি এক আধ দিন যাইতে হয় বৈ কি! বিনি আ'জ যে, ওরনাম কি রোহিণী সাজ্‌বে। আমি একখানা ওরনামকি হ্যাণ্ডবিল এনেছি।

তদ্বৎভাবে দীনবন্ধু বলিলেন,—"সেই জন্যই ত যাওয়া।"

যথাসময়ে রমেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দীনবন্ধু থিয়েটারে গমন করিলেন। বিনোদিনী রোহিণী সাজিয়া সেদিন দর্শকগণের নিকটে শত ধন্যবাদ অর্জ্জন করিল। দীনবন্ধু বিনোদিনীর দিকে আরও অগ্রসর হইয়া পড়িলেন।

বাড়ী আসিয়াও সমস্ত রাত্রি রোহিণীর সেই তীব্র প্রেম—সেই জ্বলন্ত মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল না। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া যখন দীনবন্ধু বৈঠকখানায় গমন করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়মধ্যে যেন কিসের একটা দারুণ অভাব বোধ হইতে লাগিল। যেন কিসের অভাবে তাঁহার সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। যেন সে অভাবে তাঁহার জীবন রক্ষা করা কঠিন।

এই সময় রমেশচন্দ্র তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রমেশচন্দ্রের আগমনে দীনবন্ধু কিঞ্চিৎ হৃষ্ট হইলেন। ভৃত্যকে তামাকু সাজিতে আদেশ করিয়া রমেশচন্দ্রকে নিকটে বসাইলেন। রমেশচন্দ্র শুষ্ক অধরে হাসির বিকাশ দেখাইয়া বলিলেন, —"কেমন, ওরনামকি কা'ল অভিনয়টা দেখ্‌লে কেমন ?"

এই সময় দীনবন্ধুর বড় ছেলে ননীগোপাল আসিয়া বলিল,—"বাবা, আ'জ দু'দিন ধরে মাষ্টার মশায় আসেনি, আমি স্কুলে গিয়ে তাড়া খাই,—পড়া হয় না। কি করি ?"

কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে দীনবন্ধু বলিলেন—"ওবেটাকে দিয়ে আর কাজ চ'লে না। রমেশ—ভাই, তুমি একজন লোক ঠিক ক'রে দাও ত।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন—"কলিকাতা সহরে ওরনামকি আবার লোকের অভাব! ওরনামকি কা'লই লোক কোরে দিব।"

ননী। বাবা, আমার কোটটা ছিঁড়ে গিয়েছে—হরিরও কোটের হাতা ছিঁড়েছে,—আমাদের দুটো কোট চাই।

দীন। কা'ল এনে দিব।

ননীগোপাল তাহার পিতার পার্শ্বে বসিতে যাইতেছিল, দীনবন্ধু বলিলেন—"যাও তুমি এখন বাড়ীর মধ্যে যাও। আমাদের কথা আছে।"

ননী না বসিয়া বলিল—"বাবা, দুটো পয়সা দাও না।"

দীন। এখন আবার পয়সা কি হবে ? সর্ব্বদাই তোমার একটা না একটা বায়না !

রমেশচন্দ্র অযাচিত উপদেশে ননীকে বাধিত করিলেন, বলিলেন—"ওরনামকি কলিকাতা সহরে পয়সা নষ্ট করা ওর-

নামকি কখনই উচিত নয়। এরপরে পয়সার মাহাত্ম্য ওর-নামকি বুঝ্‌তে পারবে।”

ননী পয়সা পাইবার প্রত্যাশায় নিতান্ত নিরাশ হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

দীনবন্ধু রমেশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“হ্যাঁ, অভিনয়ের কথা বলিতেছিলে—বিনোদিনী থিয়েটারের এক উজ্জ্বল রত্ন। কা'ল সে যে প্রকার অভিনয় কোরেছে,—তাতে মুগ্ধ না হয় কে?”

রমেশ। তুমি যে দেখ্‌চি—ওরনামকি ভুল হয়েছে, আপনি—

দীন। না না,—আর আপনি-ফাপ্‌নি কাজ নাই—তুমি-আমিই ভাল। হ্যাঁ কি বোল্‌ছিলে?

রমেশ। তুমি যে ওরনামকি বিনিকে বড় সুনজরে দেখেছো।

দীন। বাস্তবিকই তাই।

রমেশ। চল না কেন, আ'জ একবার ওরনামকি তার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসি।

একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষাক্ত তীর ছুটিয়া আসিয়া গাত্রে লাগিলে বন্যমহিষ যেমন হয়, রমেশচন্দ্রের এই কথায় দীনবন্ধুর দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-বৃত্তি তদ্রূপ হইল। সে ক্ষীণ বিষণ্ণ উত্তেজিত উচ্ছৃঙ্খল হইল। অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। তারপরে মৃদুস্বরে বলিল—“কেন?”

রমেশ। ওরনামকি একবার আলাপ-সালাপ করে আসা যাক্।

দীন। সে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিবে কেন?

রমেশ। ওরনামকি নাই বা করিবে কেন?

দীন। টাকা লাগিবে?

রমেশ। সেত আর ওরনামকি গঙ্গা নয় যে, বিনামূল্যে ওরনামকি পিপাসিত কণ্ঠে ওরনামকি জলদান কোরবে।

দীন। কত টাকা?

রমেশ। সামান্য, ওরনামকি প্রথম দিন ওরনামকি একখানা দশ টাকার নোট।

দীন। টাকা সামান্য—কিন্তু বেশ্যালয় যাওয়া!

রমেশ। কত ইন্দ্র চন্দ্র ওরনামকি বায়ু-বরুণ যায়। একটু বেড়াইয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া আসবো বৈত নয়, দোষ কি?

দীনবন্ধুও ভাবিলেন; একদিন একটু বেড়াইয়া লোকটার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিব বৈত নয়, দোষ কি?

হায়, দীনবন্ধু! পথ বড় পিচ্ছিল,—একবার পদস্খলন হইলে উত্থান অসম্ভব হয়। তোমারই মত করিয়া কতলোক ঐ পথে আছাড় খাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে—অধঃপাতের তমোময় গুহায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সাক্ষাদ্দর্শন

বৈকালের রৌদ্র পড়িয়া আসিতেছিল, এবং রৌদ্রোত্তপ্ত বাতাস শীতল হইয়া ধীরে বহিয়া দিবস-শ্রান্ত জীবগণকে শান্তি দান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এই সময় হাতীবাগানের দ্বিতল বাড়ীর দ্বার-সন্নিধানে দীনবন্ধুর গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে দীনবন্ধু ও রমেশচন্দ্র নামিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রমেশচন্দ্র সটান হন হন করিয়া উপরে উঠিয়া চলিলেন,—দীনবন্ধুর যেন পদে পদে পদস্খলন হইতেছিল। বুকের মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল—তিনি অতি গর্হিত কার্য্যে পদক্ষেপ করিতেছিলেন। কিন্তু পতঙ্গ অগ্নি-তাপ-তাপিত হইয়াও যেমন তদভিমুখে ধাবিত হয়, দীনবন্ধুও তদ্রূপ অগ্রসর হইতেছিলেন।

সিঁড়ি উত্তীর্ণ হইয়া বারেণ্ডা; বারেণ্ডার পর গৃহ। রমেশ-চন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, দীনবন্ধু একেবারে ততদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না,—সিঁড়ির শেষ সীমায় বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইল। দীনবন্ধুর বক্ষো-দেশ কম্পিত হইতেছিল। সহসা আলুলায়িত কুন্তলা মৃদুহাস্যা-ধরা—নবকাদম্বিনী-কোলে চকিত চঞ্চলার ন্যায় গৃহদ্বারে বিনোদিনী উপস্থিত হইল। ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবায়—ফুল্লরক্ত-কুসুম-কান্তি অধরযুগল ঈষৎ কাঁপাইয়া ডাকিল—"আসুন, ঘরে আসুন।"

সে রূপ দেখিয়া, সে কোকিল-ঝঙ্কারবৎ কথা শুনিয়া,—সে কয়দিনের ধ্যানের প্রতিমাকে সাক্ষাৎদর্শন এবং তাহার সোহাগ-আহ্বান শুনিয়া দীনবন্ধুর কম্পিত হৃদয় আরও কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না,—ঘাড় নাড়িয়া, অধরে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফলাইয়া, ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করি-লেন। দরোজার কাছে উভয়ের অঙ্গে অঙ্গ প্রায় স্পর্শিত হইল,—

বিনোদিনীর গাত্রনিঃসৃত-সুবাস-সৌরভে দীনবন্ধু মোহিত হইলেন।

মেঝেয় বিস্তৃত বিছানা—শ্বেতশোভা বিকীর্ণ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিকে বালিশের সারি। দেওয়ালগাত্রে নানাবিধ ছবি টাঙ্গান—দেওয়ালগিরি, ঝাড় ও নানাবিধ আলোকাধার কড়িকাঠে ঝুলিতেছিল।

রমেশচন্দ্র সেই আস্তৃত শয্যার উপরিস্থ একটা তাকিয়ায় দেহ-ভার অর্পণ করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই বসিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহারই অনুরোধে বিনোদিনী বাহিরের দীনবন্ধুকে ডাকিতে গিয়াছিল। রমেশচন্দ্র সংক্ষেপে দীনবন্ধু যে ভারি একটা ধনীলোক, এবং বিনোদিনীর কৃপাপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছে, তাহা বিনোদিনীকে শুনাইয়া দিয়াছিল।

দীনবন্ধু আসিবামাত্র রমেশচন্দ্র বলিল,—"ব'স, বিনোদিনী বড় ভাল লোক। ওরনার্মকি হাজার হোক লেখাপড়া জানে। ভদ্রলোকের সম্ভ্রম ওরনামকি ভদ্রলোকেই বুঝে।"

বিনোদিনী একটা কাচের কুকুর দেরাজের উপর হইতে আলমায়রার উপরে রাখিতে রাখিতে বলিল—"সে কি মহাশয়! ভদ্রলোকের বাড়ীই ভদ্রলোক আসে,—আপনারা বড়লোক, আমরা অধম,—দয়া করিয়া যদি আসিয়াছেন, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য।"

তারপরে কুকুরটা যথাস্থানে রাখিয়া, "নাথু, নাথু" করিয়া ভৃত্যকে ডাক দিল। নাথু বিনোদিনীর বেহারা। সে হাজির হইলে, বিনোদিনী স্বীয় কোমল-কান্তি দেহ-ভার একটা তাকিয়ার উপরে বিন্যস্ত করিয়া বলিলেন—"তামাক

দে।” তারপরে দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া অল্প-বিস্তর একটু কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া বলিল,—“ভাল হইয়া বসুন না।”

দীনবন্ধুর তখন মাথার মধ্যে ঘুরিতেছিল। এক একবার বোধ হইতেছিল, দেহটা যেন টলিয়া বিনোদিনীর রূপ-বহ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“এই যে, বেশ বসিয়াছি।”

রমেশচন্দ্র বলিলেন—“ইনি একজন ওরনামকি পাটের বড় মহাজন,—অনেক টাকার কারবার। খালধারে ইঁহার ওর-নামকি বিস্তৃত পাটের আড়ত”—

কথা সমাপ্ত না হইতেই বাধা দিয়া বিনোদিনী বলিল,—“ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে দয়া করিয়া আসিয়াছেন, বাধিত হইলাম; তাঁহার ব্যবসা-কার্য্য বা টাকার খবরে আমার প্রয়োজন কি? কি বলেন, মহাশয়?”

শেষ কথাটুকু দীনবন্ধুর দিকে চাহিয়াই কাম-কলাবিশারদা বিনোদিনী বলিয়াছিল। দীনবন্ধু বলিলেন,—“তাত' বটেই।”

রমেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—“ওরনামকি তোমাদের পরস্পরের পরিচয় পরস্পরকে দিয়া দেওয়াত আমার কাজ,—ওরনামকি তাই দিতেছিলাম।”

বিনো। পরিচয়? পরিচয়ে প্রয়োজন কি? দু'দণ্ডের সাক্ষাৎ—হয়ত জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না।

রমেশ। সে কি বাবা,—ওরনামকি তুমি একটু দয়া করিলে ইনি মধ্যে মধ্যে ওরনামকি আসিতে পারেন।

বিনো। সে কি গো—আমি কি দয়া করিব! দয়া আপনাদের। অপবিত্রা কলঙ্কিনী আমি—আমার বাড়ীতে ব[illegible]

ভাবে আপনারা যদি আসেন, কৃতার্থ হইব। তবে একটা কথা—

রমেশ। কি?

বিনো। বন্ধু ভাবে আসিতে হইবে। আপনারা যত গান শুনিবেন, শুনাইব। ইহাঁর নাম কি?

রমেশ। দীনবন্ধু বাবু।

বিনো। বড় ভদ্রলোক—বাচাল নন, চঞ্চল নন,—আমি ঐরূপ মানুষ বড় ভালবাসি।

রমেশ। দুর্গার ইচ্ছায়, তাই বাস।

এই সময় ভৃত্য তামাকু দিয়া গেল। বিনোদিনী বাধা হুঁকাটি নিজহস্তে করিয়া লইয়া দীনবন্ধুর হস্তে প্রদান করিল।

দীনবন্ধু বারবিলাসিনীর অধরামৃত সংস্পৃষ্ট হুঁকায় নিজের অধর দানে ধূমপান করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রীতি

ভৃত্য যখন তামাক দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তখন বিনোদিনী বলিল,—"একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিস্. কা'ল সকাল সাৎটার সময় যেন হাজির হয়। সেকেন্‌ক্লাস গাড়ী ডাকিস্।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। রমেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওর-নামাকি কোথায় যেতে হবে?"

বিনো। মায়ের পূজা দিতে—কালীঘাট

রমেশ। গাড়ী আর ওরনামকি ভাড়া করিতে হইবে না।

বিনো। কেন? কোথায় পাব?

রমেশ। এই বাবুর ওরনামকি তিন চারিখানা গাড়ী আছে—একখানা সকালে ওরনামকি পাঠাইয়া দিবেন।

দীনবন্ধু তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"তাই হবে। কা'ল সাত-টার সময় গাড়ী আসিবে।"

বিনো। না না—তাতে আপনার কাজের ক্ষতি হইতে পারে। আমি কালীঘাটে গিয়া গঙ্গাস্নান করিব, মায়ের পূজা দিব,—জপ-তর্প করিব, তারপরে কিছু প্রসাদ পেয়ে, আলি-পুরের বাগানে যাব—তার পরে বাড়ী ফিরিব।

দীনবন্ধু। তাই হবে;—তোমাকে রাস্তায় ফেলিয়া গাড়ী চলিয়া আসিবে না।

বিনোদিনী মৃদু হাসিল। রমেশচন্দ্র বলিল—"তোমার ওর-নামকি চুলগুলা খোলা কেন?

বিনো। আ'জ সোমবার কোরেছি। কা'ল মায়ের পূজা দিয়া আসিয়া তবে চুল বাঁধিব।

রমেশ। দীনবন্ধু বাবু ওরনামকি তোমাকে থিয়েটারে দেখিয়া ওরনামকি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন—একটা গান শুনাইতে হইবে।

বিনো। শুনাইব বৈ কি। তামাক-টামাক খান্।

রমেশ। (হাসিয়া) ওরনামকি উনি তামাক খান টামাক খান্ না। তবে আমরা সব দিকেই আছি।

বিনোদিনী বিলোল কটাক্ষে দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া অতি মধুর স্বরে—অতি আদরের ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"সত্যই কি আপনি তামাক ছাড়া অন্য কিছু খান্ না?"

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিলেন—"তামাক ছাড়া আর কিছু খাব না কেন? ভাত মাছ দুধ সন্দেশ এবং আরও কত কি খাই।"

বিনো। (হাসিয়া) তা ছাড়া মেয়েমানুষের নয়ন-বাণ?

দীন। সে এই প্রথম।

বিনো। মদ খান না?

দীন। না।

বিনো। তা' মন্দ নয়।

দীন। তুমি খাও?

বিনো। অধিক খাই না, তবে গান বাজনা করিতে হইলে, একটু আধটু খাই। ওতে গান বাজনাটায় বেশ মনঃসংযোগ হয়।

রমেশ। ওরনামকি দীনবন্ধুবাবু একবোতল হুইস্কির দাম দাও—বেহারা ওরনামকি নিয়ে আসুক, মদ না খেলে, ওরনামকি মেয়ে মানুষ ভাল গাহিতে পারিবে না। আর ওরনামকি তীর্থের কাক সঙ্গে আছে—এক আধ ফোটা ওরনামকি গলায় পড়ে, ভালই।

দীনবন্ধু পকেটে হাত দিতেছিলেন। বিনোদিনী নিষেধ করিল, বলিল,—"সেকি! উনি খাবেন না, ছোবেন না, উনি দাম দিতে গেলেন কেন?"

রমেশ। ওরনামকি তবে কে দেবে? আমি? ওরনামকি আমি পাটের দালাল, আমি আবার ওরনামকি কবে পয়সা দিয়া মদ খাইয়াছি।

বিনো। আমি দিতেছি—আমার ঘরে মদ আছে।

রমেশ। কার গলায় হাত দিয়া ওরনামকি রাখিয়া দিয়া ওরনামকি কাকে দিয়া খাওয়াবে বাবা?

বিনো। আমি কাহারও সহিত মদ খাই না—কাহাকেও বসিতে দিই না। টাকা দিয়া কিনিয়া রাখিয়াছি।

"তবে ওরনামকি—আন। শুভযাত্রা করা যাক্।"—এই কথা বলিয়া দীনবন্ধুর হস্ত হইতে হুঁকা লইয়া রমেশচন্দ্র তাহাতে পুনঃপুনঃ দম দিতে লাগিলেন।

বিনোদিনী উঠিয়া গিয়া এক বোতল হুইস্কি, একটা সোডা ও একটা গ্লাস লইয়া ফিরিয়া আসিল।

সোডার জলে ও হুইস্কিতে একগ্লাস পরিপূর্ণ করিয়া বিনোদিনী রমেশচন্দ্রের হস্তে প্রদান করিল। রমেশচন্দ্র দীনবন্ধুর হস্তে হুঁকা প্রদান করিয়া, স্ফূর্ত্তির স্বরে, উত্তেজিত বাক্যে বলিল—"ওরনামকি একটু সুধা খাও।"

দীন। আমি কখনও খাই নাই।

রমেশ। একি আর কেউ ওরনামকি অন্নপ্রাশনের মত একটা শুভদিন দেখিয়া আগে খাইয়া রাখে? ওরনামকি যখন সুবিধা হয়, তখনই খায়।

দীন। না, আমি খাব না।

খুব মুরুব্বি-আনার মত মুখের ভাব করিয়া, খুব ভদ্রতার মত স্বর বিকাশ করিয়া, খুব বন্ধুর মত পক্ষাবলম্বন করিয়া বিনোদিনী বলিল,—"না না, উনি যখন খান না, তখন অনুরোধ করিয়া কাজ নাই। তুমি খাও।"

রমেশচন্দ্র সেকথার আর প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু নিজে না খাইয়া গ্লাসটি বিনোদিনীর হস্তে প্রদান করিলেন। বলিলেন,—"আগে হ'য়ে আসুক। ওর নাম কি, শক্তি থাক্‌তে কি আগে খেতে আছে?"

বিনোদিনী মৃদু হাসিয়া গ্লাসের অর্দ্ধেকখানি সুরাপান করিল, তদবশিষ্ট রমেশচন্দ্র পান করিলেন।

তখন একটা হারমোনিয়ম আর বাঁয়া-তবলা পাড়িয়া আনিয়া বিনোদিনী দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"আপনি বাজাইতে জানেন ?"

দীন। সামান্য, কিন্তু তোমার সঙ্গে ভালরূপ বাজাইতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না।

বিনো। কেন, আমি কি ?

দীন। তুমি যেরূপ গাও—সে এক অপার্থিব স্বর।

বিনো। না, সে কিছু না, আপনি শুধু লয় দিয়া যান।

দীনবন্ধু তবলা বাঁধিয়া ঠিক করিয়া লইলেন। দীনবন্ধু সুন্দর তবলা বাজাইতে জানিতেন।

বিনোদিনী হারমোনিয়ম বেলো করিয়া প্রথমে একটি পুরাতন ব্রাহ্ম সঙ্গীত গাহিল। সে তাহার মধু-কণ্ঠে গাহিল—

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহারা।
কখনো কুপথে যদি,
ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি, সরমে সে হয় সারা॥"

বিনোদিনীর স্বর-লহরী দিকে দিকে তাহার মূর্চ্ছনা লইয়া ঘুরিতে লাগিল—ফিরিতে লাগিল। মণ্ডলে মণ্ডলে তাহার সুধার ঝঙ্কার ধ্বনিত হইল। সে গানে—সে তানে—সে হাব-ভাবে, সে গানের ছন্দের বিশ্রামে, তালের ফাঁকে, বিনোদিনীর

নয়ন-কটাক্ষে দীনবন্ধু আত্ম-হারা হইলেন। গান সমাপ্ত হইলে, বিনোদিনী ও রমেশচন্দ্র পুনরপি সুরাপান করিল। সেবার আবুহোসেনের গান হইল।

দীনবন্ধু বিনোদিনীর গানে, হাবেভাবে, কটাক্ষে এবং রূপ-সাগরে নিতান্ত ডুবিয়া গেলেন। তারপর বিদায়।

বিনোদিনী দীনবন্ধুর মুখের দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া বলিল,—"আবার কবে আসিবে?"

দীনবন্ধুর গলা ধরিয়া গিয়াছিল। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন,—"ঠিক জানি না। তবে আবার আসিব।"

বিনো। তাই,—অবসর মত আসিও। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আসিবে। কি জানি, কেন প্রথম দেখাতেই এত ভাল লাগিল। আসিবে—ভুলিও না।

সে কথার উত্তর দিবার শক্তি তখন দীনবন্ধুর ছিল না।

দীনবন্ধু পকেট হইতে একখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া বিনোদিনীর সম্মুখে শয্যার উপরে রাখিয়া বলিলেন,—"এ সামান্য হাতে দিতে লজ্জা করে।"

বিনোদিনী বড় উত্তেজিত স্বরে—বড় অভিমানের উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিল,—"টাকা! তুমি আমায় টাকা দিতে আসিয়াছ? আমি টাকার ভিখারী নহি। টাকা লইয়া কত রাজা-মহারাজা আমার দ্বার হইতে ফিরিয়া গিয়াছেন। আমি যদিও বেশ্যা, তথাপি আত্মসংযম আমার আছে। আমি থিয়েটারে অনেক টাকা পাই—যাহা পাই, তাহাতেই আমার চলিয়া যায়। টাকা তুমি দিও না—বিশুদ্ধ ভাবে, বন্ধুভাবে মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে সুখী করিবে। তোমায় দেখিয়া আমি ভাল বাসিয়াছি।"

দীন। তথাপি উহা লইতে হইবে।

বিনো। কিছুতেই না।

দীন। আমার অনুরোধ।

বিনো। এ অনুরোধ আমি কিছুতেই রক্ষা করিব না।

দীন। যাহা দিয়াছি, লও। আর দিব না।

বিনোদিনী তখন নিজহাতে নোটখানি তুলিয়া লইল। বলিল—"এই তোমার অনুরোধ রাখিলাম, লইলাম। এখন আমার অনুরোধ তুমি রাখ"—এই কথা বলিয়া বিনোদিনী বাহু-বেষ্টনে দীনবন্ধুর স্কন্ধদেশ চাপিয়া তাঁহার কোটের পকেট-মধ্যে নোটখানি রাখিয়া দিল।

সে সুখ-সংস্পর্শে—সে আদরে, সে সোহাগে, সে হাব-ভাবে দীনবন্ধু একেবারে গলিয়া গেলেন। তখন তাহাতে আর তিনি ছিলেন না। কম্পিত দেহে—প্রাণ-হারা হৃদয়ে তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

গাড়ী তাঁহাদের অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। দীনবন্ধু ও রমেশচন্দ্র গাড়ীতে আরোহণ করিলেন,—গাড়ী ছুটিয়া চলিল। রমেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন দেখিলে ?"

বড় গম্ভীরস্বরে দীনবন্ধু বলিলেন,—"জীবনে এমন দেখি নাই, কল্পনা করি নাই, ধারণায় আনি নাই। বেশ্যার এত ভদ্রতা, এত কমনীয়তা, এত মধুরতা আছে—ইহা আমি জানিতাম না।"

হায়, দীনবন্ধু! বড়শীতে আমীষ গাঁথিয়া মানুষ যখন মৎস্য-গণের সম্মুখে নিক্ষেপ করে, তখন যদি মাছেরা জানিতে পারিত যে, সেই আমীষের অভ্যন্তরে বিশাল বড়শী বিদ্যমান,—তবে কি গিলিয়া প্রাণ হারাইত!

দ্বিতীয় স্তর

শত ছলা-প্রতারণা বেষ্টিয়া হেথায়
বন্ধুর-কঙ্কর-পথ ভয় পায় পায়।

পল্লী-লক্ষ্মী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দালাল

প্রত্যূষে উঠিয়া দীনবন্ধু ভৃত্যকে বলিলেন,— "কোচম্যানকে ডাকিয়া আন্।"

ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"কোচম্যান গাড়ী লইয়া আসিতেছে।"

দীন। কেন? আমিত এখনও তাহাকে আসিতে বলি নাই।

ভৃত্য। মাঠাকুরুণ গঙ্গাস্নানে যাবেন

দীন। আ'জ আবার গঙ্গাস্নানে যাওয়া কেন?

ভৃত্য। আ'জ পূর্ণিমা।

দীনবন্ধু কি চিন্তা করিলেন, তারপরে বলিলেন—"এক-খানা ভাড়াটে গাড়ী ডেকে দে"

ভৃত্য। কোথাকার জন্যে ভাড়া করিব?

দীন। গঙ্গাস্নানে যাবে।

ভৃত্য চলিয়া যাইতেছিল. কিন্তু দরোজার নিকটে গিয়া দেখিল, গাড়ী আসিয়াছে, এবং তাহাদের কর্ত্রী ঠাকুরাণী তাহাতে উঠিতে যাইতেছেন। ভৃত্যের মুখে গাড়ী-সংক্রান্ত কথা শুনিয়া তিনি বলিয়া দিলেন,—"তুই তোর বাবুকে গিয়া বল্. আমি গঙ্গাস্নানে গেলাম, তিনিই ভাড়াটে গাড়ীতে যান্।"

ভৃত্য সে কথা তখনই আসিয়া তাহার বাবুকে বলিল। শুনিয়া দীনবন্ধু লাফাইয়া উঠিলেন, এবং অতি ত্বরায় দরোজার নিকটে গমন করিলেন। তখন জ্ঞানদা তাহার ছেলে-পুলে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল,—গাড়ী হাঁকাইবে, এমন সময় দীনবন্ধু হাঁ হাঁ করিয়া বলিলেন,—"তোমরা নাম, নাম। গাড়ী একটা বিশেষ প্রয়োজনে একজায়গায় পাঠাইতে হইবে। সে সাহেববাড়ী, সাহেবের সকালে ঐ গাড়ীতে আসিবার কথা আছে।"

জ্ঞানদা তাহার পুত্র-কন্যা লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পুনরায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। হায়, সে সতী-লক্ষ্মী জানিতে পারিল না যে, তাহার স্বামী—তাহার দেবতা, আজি পিশাচের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাহার কুললক্ষ্মীকে—তাহার পুত্র-কন্যাদিগকে গাড়ী হইতে নামাইয়া এক পিশাচী বেশ্যার কালীঘাট দর্শনের জন্য পাঠাইয়া দিতেছে।

দীনবন্ধু জ্ঞানদাকে কখনও মিথ্যাকথায় প্রতারিত করে নাই,—এই প্রথম আরম্ভ হইল। চরিত্রহীনতার কাজে পদক্ষেপ করিলে, পদে পদেই তাহা ঘটিয়া থাকে।

জ্ঞানদা পুত্র-কন্যা লইয়া গাড়ী হইতে যখন নামিয়া গেল, তখন দীনবন্ধুর প্রাণে যেন একটু বিবেকের দংশন অনুভূত হইল,—একবার যেন মনে হইল, কাহাদিগকে নামাইয়া কাহার জন্য গাড়ী পাঠাইতেছি! কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব অন্তর্হিত হইল। মনে হইল, তাতে কি! গাড়ীভাড়া করিয়া দিতেছিত! ভৃত্যকে তখনই ভাডাটে গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া দিলেন।

অল্পক্ষণ মধ্যে ভৃত্য একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী ডাকিয়া আনিল, জ্ঞানদা সন্তানগুলি লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন, —ভৃত্য ছাদে উঠিয়া বসিল, গাড়ী গঙ্গাভিমুখে চলিয়া গেল।

তখন দীনবন্ধু তাঁহার নিজের গাড়ীর কোচম্যানকে চুপে চুপে বলিয়া দিলেন,—"তুই গাড়ী নিয়ে সেই বাড়ীতে যা,— বুঝেছিস্, কা'ল বিকালে আমি যে বাড়ীতে গিয়াছিলাম। মনে আছে ত?"

কোচ। হুজুর, খুব মনে আছে।

দীন। সে বাড়ী কার জানিস্?

কোচ। কোন এক বিবি সাহেবের।

দীন। হাঁ: সেই বিবিসাহেব কালীঘাট যাবে,—তাকে নিয়ে যাস্।

কোচ। কখন ফিরিব?

দীন। যতক্ষণ সে না ফিরে।

কোচ। আমি কোন সময় নির্দ্দেশ করিব না?

দীন। না:—সে কালীঘাট যাবে, আলিপুরের বাগানে যাবে,—তার কথামত তুইও যাবি, তারপরে তাকে বাড়ী

পঁহুছাইয়া দিয়া, তবে তুই ফিরিয়া আস্‌বি, বুঝেছিস্,—আমাদের বাড়ীর কেউ যেন এসব কথা না জানে,—বুঝেছিস্।

"যে আজ্ঞা হুজুর"—বলিয়া কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল।

প্রবল ঝড় উঠিবার আগে প্রকৃতির অবস্থা যেমন, কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা—কেমন একটা উদাস উদাস—কেমন একটা হারাই হারাই, কেমন একটা করুণ-গম্ভীরভাবে পরিণত হয়, দীনবন্ধুর মনও তখন সেইরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল। কোন স্থানে কিছু নাই, তথাপিও যেন কেমন কেমন। বুঝি একটু নরকের আগুনের উত্তাপ হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিগুলির উপরে আপতিত হইতেছিল।

দীনবন্ধু বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্যালয়ে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া আফিসের বড় সাহেবের এক চিঠি পাইলেন। সাহেব লিখিয়াছিলেন,—পাটের বাজার বড় নরম হইয়াছে—পরে পরে আরও নরম হইতে পারে। কিন্তু অধিক দিন এরূপ থাকিবে না,—আবার দর উঠিতে পারে,—সাবধানে মাল-পত্র খরিদ করিবে।

"দীনবন্ধুর কিছু ভাবনা হইল। উচ্চদরের ক্রীতপাট এখনও তাহার গুদামে অনেক মজুদ ছিল; যদি মণকরা আটগণ্ডা পয়সাও কম হয়, তাহা হইলেও তাঁহার দুই তিন হাজার টাকা লোকসান হইতে পারে।"

এই সময় কাশীদালাল আসিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল। ব্যগ্রভাবে দীনবন্ধু দালালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবর কি? পাটের বাজার নাকি একদম নামিয়া গিয়াছে?"

কাশী। নামা নামা বিশেষ নামা—মণকরা একটাকা পাঁচসিকা।

দীন। সর্ব্বনাশ! আমার যে অনেক মাল মজুদ।

কাশী। আমিত সেদিন আপনাকে মাল ছাড়িতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আপনি নূতন ব্যবসাদার—এখনও সব বুঝিতে পারেন না। জানেন, দালালের কথা শুনে কাজ না কোর্‌লে মহাজনে কখনই সুবিধা করিতে পারে না। মহাজন অনেক হয়, অনেক যায়,—কিন্তু দালাল সমান বজায় থাকে। এই চক্ষুতে কত মহাজনকে ক্রোরপতি হইতে দেখিলাম, আবার কত মহাজনকে পথের ভিখারী হইতে দেখিলাম।

দীন। তাত' দেখ্‌লেন, এখন আমার উপায় কি? এত টাকা লোকসান হ'লে আমার যে, কাজ টিকানই দুর্ঘট হবে।

কাশী। উপায় আছে। এক কাজ করিতে পারেন? দাও আছে—ভারি দাঁও—একহাত মারিয়া লইতে পারেন।

দীন। বলুন না, কি!

কাশী। বাবু, কাশীদালালের কথা শুনিয়া দুই একটা কাজ করিয়া দেখুন। কত কারবারের চাটাই পাতা বিছানা মকমলে মোড়া করিয়া দিয়াছি। শোন—দুই একটা কাজ কথা শুনে কর, দেখ্‌বে কি রকম কি হয়।

দীন। ব্যাপার কি বলুন না?

কাশী। একখানি পাটবোঝাই হাজার মুণে কিস্তি নারায়ণগঞ্জ হইতে আসিবার সময় পদ্মায় ডুবিয়া গিয়াছিল,—যে দিন ডোবা, সেই দিন তোলা। কিস্তিখানা ঘাটে আসিয়া পঁহুছিয়াছে, —মালভিজে, আর দরের ভারি কমৃতি শুনিয়া মহাজনটা

বসিয়া পড়িয়াছে—কোথায় বা শুকায়, কোথায় বা কি করে,—আমি গিয়া নানারূপ ভয় ভীত দেখাইয়াছি—এবং খুব অল্প-দরে মাল ছাড়িতে বলিয়া দিয়াছি। এখন সেই মালটা কিনিয়া ফেলুন। এখনকার বাজার দরের তিন টাকা কমে—বুঝ্‌লেন,—কিনিয়া দিব। মালটা ঘরে তুলে—একটু শুকিয়ে এখনকার বাজার দরে বেচ্‌লেও একটা দাঁও।

দীনবন্ধু কি চিন্তা করিলেন। তারপর বলিলেন,—"আপনি সন্ধ্যার পরে আসিবেন, যা হয় করিব।"

কাশী। সে যে দাওর.মালগো—অতবিলম্ব সহিবে কেন? যে ব্যাটা শুন্‌বে, সেই লুফে নেবে।

দীন। এই সময়টুকু কোন রকমে দিতেই হবে।

কাশী। আচ্ছা, কাশীর বুদ্ধি খরচ কোরে মহাজন ব্যাটাকে ধাঁধাঁয় ঘুরিয়ে এই সময়টা কাটাতে হবে।

দীন। তাই করুন।

কাশীনাথ নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল। পথে গিয়া কি চিন্তা করিল। তারপরে রমেশচন্দ্রের বাড়ী অভিমুখে গমন করিল। কাশী জানিতেন, রমেশ যাহা বলে, দীনবন্ধু তাহা শুনিয়া অনেক কার্য্য করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পত্র

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আড়তের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দীনবন্ধু যখন দরোজার সম্মুখস্থ রাস্তায় একখানা চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক একত্রে সমীর ও গুড়ুকধূম সেবন করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার গাড়ী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। এতক্ষণে কোচম্যান বিনোদিনীর নিকটে ছুটী প্রাপ্ত হইয়াছে।

কোচম্যান গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া দীনবন্ধুর হস্তে একখানা পত্র প্রদান করিল। পত্র উৎকৃষ্ট লেফাফায় আবৃত এবং বকুল-বাসে অভিষিঞ্চিত। উপরে স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরে শিরোনামা লেখা। শিরোনামায় দীনবন্ধুবাবুর নাম লেখা ছিল। বলা বাহুল্য, দীনবন্ধু ও বিনোদিনী পরস্পর পরস্পরের পরিচয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

দীনবন্ধু পত্রখানি বামহস্তে রাখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তোর খাওয়া-দাওয়ার কিছু দিয়াছিল ?"

কোচ। হুজুর,—বড় ভাললোকের মেয়ে। অমন দয়ার শরীর আমি দেখি নাই।

দীন। আচ্ছা, তুই ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে খেতে দিগে যা। আজ আমি ভাড়াটে গাড়িতেই বেরব।

কোচম্যান গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল। দীনবন্ধু তখন দক্ষিণহস্তে হুঁকা রাখিয়া টানিতে টানিতে বামহস্তে পত্র ধরিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

পত্র লেখা অতি সংক্ষেপে। তাহাতে লেখা ছিল,—

প্রিয়দর্শিন্!

দয়া করিয়া এখনই একবার অধীনীর বাড়ীতে পদধূলি দানে কৃতার্থ করিবেন। না আসিলে মর্ম্মে মরিয়া যাইব। আমার মাথা খান—ভুলিবেন না। আ'জ—এখনই আসিবার জন্য কেন এত অনুরোধ, আসিলেই জানিতে পারিবেন।

আপনারই

বিনী।

পত্র পাঠ করিয়া দীনবন্ধু কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। চিন্তার ফলে তখনই আড়তের ভৃত্যকে বলিলেন,—"রমেশকে ডাকিয়া আন্ ত।"

ভৃত্য বলিল,—"তিনি দুপুরের সময় আসিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, সন্ধ্যার সময় আসিবেন। একটু কাজে আফিস অঞ্চলে গিয়াছেন।"

দীনবন্ধু সে কথায় তত প্রীত হইলেন না। তত সময় অপেক্ষা করা যেন তাঁহার পক্ষে অসহ্য বলিয়া জ্ঞান হইল। ভৃত্যকে বলিলেন,—"তুই তার বাড়ী যা না, হয়ত এতক্ষণ আসিয়াছে।"

ভৃত্য যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে আর যাইতে হইল না। পথভ্রমণকালে সুমৃদু সঞ্চারী সমীরের ন্যায় রমেশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীনবন্ধু লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হস্তে পত্রখানি গুঁজিয়া দিলেন। রমেশচন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া সহাস্য আস্যে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"ওরনাম-কি এক দিনেই এত, ওরনামকি না জানি দু'দিন দশদিনে কি

হবে। তবু বাবা, ওরনামকি একপয়সাও দাও নাই। তা' বেটী বোধ হয়, ওরনামকি তোমার কাছে কিছু নেবেও না। ওরনামকি একেই বলে অদৃষ্ট।"

দীনবন্ধু কিঞ্চিৎ গম্ভীরতা অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—"আমি ভাব্‌ছি কি, আ'জ আর যাব না।"

রমেশ। একেই বলে ওরনামকি—'কাঙ্গালকে যেচে দিলে, চলে যায় পায়ে দ'লে।' শাস্ত্রে বলে, ওরনামকি 'যাচা কন্যে কাচা কাপড় ছাড়্‌তে নাই।' চল বাবা ওরনামকি শুভস্য শীঘ্রং।

দীন। যদিই যাইতে হয়, তাকে আ'জ কিছু দিতেই হবে।

রমেশ। বাহবা, সে যদি ওরনামকি না নেয়, দিবার দরকার। ব্যারিং পোষ্টে যত চলে, ততই ভাল। তবে ওরনামকি দিবার জন্যে চেষ্টা করিও।

দীন। ভাল, তোমার কি বোধ হয়? ছুঁড়ীটা কিছু লয় না কেন?

রমেশ। থিয়েটারের মাগীগুলা ওরনামকি বড় পীরিত-পাগলা। তোমাকে ওরনামকি বেশ পসন্দ সই দেখেছে—পয়সার ত ওরনামকি ওরা কাঙ্গাল নয়। তাইতে ওরনামকি সে দিকে না গিয়ে ওরনামকি তোমাকে বশে নেবার চেষ্টা কোরচে। ওরনামকি ব্যারিং পোষ্টে অমন একটা সুন্দরী মেয়ে মানুষ যুটে যায়, ওরনামকি মন্দ কি! সারা দিনের কাজকর্ম্ম সারিয়া সন্ধ্যার সময় একটু ওরনামকি গান বাজনা করিয়া আসা যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওরনামকি—

দীন। ওরনাম হুইস্কি,—সঙ্গে সঙ্গে তোমার একটু যুটে যাবে।

রমেশ। ছুঁড়ীটা বাস্তবিক ওরনামকি কেমন ভদ্রলোক

দেখ,—নিজের মদ ওরনামকি আমাকে দিলে গা! বেশ্যারা ওরনামকি কখনও এমন করে কি ?

দীন। বাস্তবিকই এমন আমি দেখি নাই, বা শুনি নাই। যাক্ এখন যাইতে হইলে ভাড়াটে গাড়ীতে যাইতে হইবে। ঘোঁড়াটা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে,—সমস্ত দিনের পরে এই মাত্র আসিয়াছে।

রমেশ। তাই ব'লে, যে সে গাড়ীতে যাওয়া হবে না। কা'ল বলিয়া আসিয়াছি, তিনচারি খানা গাড়া আছে,—এক খানা ভাড়াটে ফিটিং ডাকিয়া আনুক। সে দূর থেকে দেখ্‌লে ভাড়াটে কি ঘরের চেনা যাবে না।

"তাই"—এই কথা বলিয়া দীনবন্ধু ভৃত্যকে গাড়ী ডাকিতে পাঠাইয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাল

বিনোদিনী দীনবন্ধুকে সর্ব্বপ্রকারে নিধন করিবার জন্য বেশ্যাশাস্ত্রে অধীত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত সমস্ত অস্ত্র একেবারে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

যখন দীনবন্ধু ও রমেশচন্দ্র তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন সে যেন কত কৃতজ্ঞ, কত আনন্দিত, কত অনুগৃহীত এই-রূপ ভাব দেখাইয়া অভ্যর্থনা করিল। তারপরে দীনবন্ধু ও

বিনোদিনী গিয়া উপবেশন করিল, কিসের জন্য রমেশচন্দ্র বাহিরে গমন করিল। ভৃত্য তামাক সাজিয়া দিয়া গেল।

দীনবন্ধু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আসিবার জন্যে জোর তলব কেন?"

বিনোদিনী তাহার আয়ত আননের বিলোল কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"ডাকিতে কি নাই?"

দীন। ডাকিবে বৈ কি।

বিনো। আমার এখানে আসিতে কি তোমার কষ্ট হয়? যদি কষ্ট হয়, তবে আর ডাকিব না। তোমায় কষ্ট দিয়া আমি কখনই সুখী হইতে পারিব না।

দীন। বিনোদিনী,—

বিনো। কেন?

দীন। সত্যই কি আমায় ভালবাস?

বিনো। না। বেশ্যায় ভালবাসিতে জানে না—আমিও বেশ্যা; তুমি পবিত্র—তুমি দেবতা; আমি অপবিত্র, আমি পিশাচী—তোমায় ভালবাসিব কি প্রকারে? তবে যদি—

দীন। তবে যদি কি বিনোদিনী?

বিনো। বলিতে লজ্জা করে—যাহা অতি গোপনে রাখিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তোমার প্রশ্নে তাহা বাহির হইয়া যাইতেছিল।

দীন। কি কথা বিনোদিনী?

বিনো। বলিতেছিলাম,—তবে যদি সত্য কথা শুনিতে চাও, আমি তোমায় দেখিয়া মজিয়াছি, মরিয়াছি। আমি তোমাকে পূজা করিব—দেবপূজায় সকলেরই অধিকার আছে।

মূর্খ প্রাণ প্রতিষ্ঠা জানে না, আবাহন জানে না, পূজার উপকরণ নিবেদনের প্রণালী জানে না, জপ জানে না, আত্মসমর্পণ জানে না—তথাপি সে পূজা করে। দেবতা পূজা গ্রহণ করুন না করুন, সে কিন্তু পূজা করিতে বিরত হয় না। আমিও তেমনি আজীবন তোমায় পূজা করিব—তুমি পূজা গ্রহণ কর না কর, অপবিত্রা বেশ্যা বলিয়া চরণ ধূলি দাও না দাও, আমি তোমাকেই পূজার আধার স্থির করিয়াছি। শোন, দীনবন্ধু;—এজীবন প্রভাতের হাওয়ার মত নির্ম্মল ও সুখদ ছিল, কাহারও জন্য মুহূর্ত্ত চিন্তা করি নাই,—কাহাকেও একদণ্ডের জন্য ভাবি নাই আপন মনে আপনি চলিয়াছি। কিন্তু আমার একি হইল? একদিনের আলাপে,, মুহূর্ত্তের চেনা-চিনিতে আমি মরিলাম কেন?

দীনবন্ধু ফুলিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, তিনি বুঝি স্বর্গের নন্দন কাননে উপস্থিত; আর ঘৃতাচী, মেনকা কি উর্ব্বশী কোন স্বর্গবেশ্যা তাঁহার হৃদয়ে প্রচুরতর প্রেমাবেগ ঢালিয়া তাঁহারই চরণ-সমীপে উপস্থিত।

দীনবন্ধু বলিলেন,—"এক হাতে তালি বাজে না। আমিও থিয়েটারে সে দিন তোমাকে দেখিয়া—নিমেষে প্রাণহারা-হইয়াছি। বুঝি আমাদের মিলন কোন শুভগ্রহের অমৃত-আশীর্ব্বাদ!

বিনোদিনী প্রেম-কম্পিত আবেশ-অলস-দেহ দীনবন্ধুর স্কন্ধ-দেশে ঢালিয়া দিল। সেই অপ্সরারূপের অনন্ত জ্যোতি লহরে লহরে ভাসিয়া উঠিল। সুবাস-ম্রক্ষিত কেশভার দীনবন্ধুর বাহু-মূলে, পৃষ্ঠদেশে, স্কন্ধোপরি পড়িয়া শত পারিজাতের গন্ধ বিকীর্ণ

করিল। সে অতি কোমল, অতি মধুর, অতি প্রাণস্পর্শী স্বরে, একটি গানের কিয়দংশ আবৃত্তি করিল—

আমি বেসেছি ভাল, বাসিব ভাল
যাবত জীবন এ দেহে রবে।
তুমি যদি ভাল না বাসিতে পার
তাহাতেই এ প্রাণ তৃপ্ত হবে।

দীনবন্ধুর বোধ হইল, সে সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। সৌন্দর্য্য-সাগরের তলদেশ হইতে কোন জলদেবী মধুর কণ্ঠে দেব-সঙ্গীত গাহিতেছে। তাহার মাথা ঢলিয়া পড়িল। বিনোদিনীর সেই ফুল্ল-রক্ত-কুসুম-কান্তি অধর যুগলে দীনবন্ধুর ফুল্ল-রক্তকুসুমকান্তি অধর যুগল মিলিত হইল,——

ঠিক এই অসময় দীনবন্ধুর বাড়ীতে জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি এঘর হইতে ওঘরে যাইতেছিল। হঠাৎ দরোজার আঘাত লাগিয়া কপাল কাটিয়া অনেকখানি রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে বসিয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মহাপ্রসাদ

যখন দীনবন্ধু বিনোদিনীর প্রথম মিলনের মহাসুখে আত্ম-বলিদানে বিনিযুক্ত, সেই সময় রমেশচন্দ্র বাহিরের কাজ সারিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র দুইজনে

একটু দূরে দূরে সরিয়া বসিল। হাসি মুখে রমেশচন্দ্র বলিল—"কি বাবা, ওরনামকি একদিনেই. এত! না জানি ওরনামকি পুরাণ হ'লে কি হবে!"

দীনবন্ধু সে কথার কোন উত্তর করিলেন না, বিনোদিনী পুরাণ কবির পুরাণ কবিতার কিয়দংশ আবৃত্তি করিল। বলিল—

"সে জানিবে কিসে, কত জ্বালা বিষে
কভু আশী-বিষে দংশেনি যারে।"

রমেশচন্দ্র তদুত্তরে বলিল,—"ওরনামকি, কপাল। আমরাও কলিকাতায় আছি, ওরনামকি তোমরাও আছ,—একদিন একটু নেকনজরেও চাওনি। যাক্ এখন ওরনামকি একটু মদ-টদ দাও। যার জন্যে ওরনামকি একটু স্ফূর্ত্তি হবে, তা' না পেলে ওরনামকি বৃথাই জীবন ধারণ করা।"

বিনো। একটু সবুর কর—কথা আছে।

রমেশ। এতক্ষণেও ওরনামকি কথা সারা হয়নি? হো'ক তবে। ওরনামকি বেহারা একবার তামাক দে—দুধের তৃষ্ণা ওরনামকি ঘোলে মিটাই।

বিনোদিনী দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"একটা কথা রাখ্‌বে?"

দীনবন্ধু কথা না কহিতেই রমেশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,—একটা কথা? ওরনামকি দশটা কথা বলিয়া ফেল না কেন, কোনটাই ওরনামকি অরক্ষিত থাকিবে না।"

দীনবন্ধু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"কি কথা?"

বিনো। যদি রাখ, তবে বলি।

দীন। সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।

বিনো। অসাধ্য যাহা, তাহা তোমাকে বলিয়া আমি কষ্ট দিব, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তাহা ভাবিও না।

দীন। কি কথা?

বিনো। কালীঘাট হইতে মহাপ্রসাদ আনিয়াছি।

দীন। তাই কি?

বিনো। তাই তোমাকে খেতে হবে।

দীনবন্ধুর প্রাণের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। বেশ্যা-বাড়ী, বেশ্যার রাঁধা মাংস ভোজন! কিন্তু বিনোদিনীর অনুরোধ! হাসিয়া বলিলেন,—"কাঁচা না রাঁধা?"

বিনোদিনীও হাসিল। সে হাসি, যে সে হাসি নয়। সে হাসিতে মাণিক ঝরে, মুক্তা ফলে। হাসিয়া বলিল,—"তুমি এখনও আমাকে পর ভাবিতেছ। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না। আমি তোমাকে আমার রাঁধা খাওয়াব না। বামুন আনাইয়া লুচি ভাজাইয়া ও পাঁটা রাঁধাইয়া রাখিয়াছি;— আমার মুখ চাহিয়া তোমাকে খাইতেই হইবে। খাবে?"

দীনবন্ধু কথা না কহিতেই রমেশচন্দ্র বলিলেন—"তা' আর ওরনামকি খাবেন না! কত ভট্চায্যি মশায় ওরনামকি খেয়ে যান, উনিত কায়েতের ডিম। বিশেষতঃ কালীঘাটের কালীমার মহাপ্রসাদ!"

দীনবন্ধুর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বিনোদিনী ডাকিল,—"মা খাবার গুলো দিয়ে যা না।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই সাদা থানপরা, অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা, লজ্জাভারা-

বনতা এক প্রৌঢ়া রমণী লুচি, কচুরী, মাংস, পটল ভাজা, আলু-ভাজা, চাটনী, মোহনভোগ, রসগোল্লা, পাস্তুয়া ও বিবিধ কর্ত্তিত ফল-মূল-পূর্ণ পাত্র সকল আনিয়া সেই শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া যাইতে লাগিল। দীনবন্ধু তাহাকে বিনোদিনীর মাতা বলিয়াই বুঝিলেন।

আজন্ম বেশ্যাবৃত্তিতে অতিবাহিত করিয়া, এখন যুবতী কন্যার মাতা হইয়া তিনি তপস্বিনী সাজিয়াছেন।

আহারীয় দ্রব্যপূর্ণ পাত্রগুলি সমস্ত সাজাইয়া দেওয়া শেষ হইলে, বিনোদিনীর মাতা অতি মৃদুস্বরে—যাচিত লজ্জায় গলার স্বর কিছু কাঁপাইয়া দীনবন্ধুর দিকে নয়ন ঈষৎ বিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"বাবা" তোমাদের মত কিছুই না, একটু খাও। আমার ও পাগ্‌লী,—এজন্মে দেখলুম না, কোন ব্যাটাছেলের সঙ্গে কথা কয়; কি জানি কি চোখে তোমায় দেখেছে—কা'ল থেকে তোমার কথা নিয়েই আছে। আ'জ কালীঘাট থেকে এসেই বামুন ডেকে রাঁধিয়ে তোমাদের জন্যে সব ঠিকঠাক ক'রে রেখেছে। যদি তোমরা না আস্‌তে আ'জ মহাবিভ্রাট ঘটা'ত।"

তিনি জনান্তিকে এইরূপ বক্তৃতা করিয়া প্রস্থান করিলেন। দীনবন্ধু বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মা?"

বিনো। হ্যাঁ।

দীন। এমন মা যার, সে ভাল হবে না?

রমেশ। এগুষ্টিই ভাল গো। ওরনামকি এখন একটু মদ দাও। আবার ঐ খাবারের রা'শ ওরনামকি টান্‌বে কে?

বিনোদিনী মৃদু হাসিয়া উঠিয়া গেল, এবং মদের বোতল, গ্লাস্ ও একটা লিমনেডের বোতল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

রমেশ। কি বাবা, ওরনামকি লিমনেড কেন? সোডা তবু কতক,—ওরনামকি উনি আবার মিষ্টি।

বিনো। এই ভাল।

রমেশ। ভাল হোক্ মন্দ হোক্—ওরনামকি আমাকে একটু আসল মদ দাও—হোমিওপ্যাথির হায়ার ডাইলুসন করিও না।

বিনোদিনী সে কথার কোন উত্তর না করিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে গ্লাসের তলায় একটু খানি মদ্য ঢালিয়া তাহাতে অনেক খানি লিমনেড মিশাইল—তারপরে হাসিতে হাসিতে গ্লাসটি দীনবন্ধুর মুখের নিকটে লইয়া গিয়া বলিল,—"খেতে হবে।"

দীনবন্ধু একটু ম্লান মুখে বলিল—"কেন?"

বিনো। যে কাজের যে ধারা।

দীন। আমি কখনও খাইনি।

বিনো। আ'জ একটু খাও।

দীন। আমায় দিও না।

বিনোদিনী ত্বরিতে গ্লাসের মদ পিকদানীতে ঢালিয়া ফেলিল;—রমেশচন্দ্র হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"ওর নামকি সর্ব্বনাশ কোরলে! তুমিত খাও,—তুমি কেন ওরনামকি মদের অপমান কোরলে?"

বিনোদিনী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল—"আর খাব না।"

রমেশ। ওরনামকি—মাইরি?

বিনো। সত্যি।

রমেশ। কেন?

বিনো। উনি খান না।

রমেশ। তুমি খাও, ওরনামকি তোমার স্ফূর্ত্তি হবে।

বিনো। আমার স্ফূর্ত্তি? সে দিন গিয়াছে—এখন উঁহার স্ফূর্ত্তিতে আমার—যাক্, তুমি যতটুকু পার খাও, আর রেখে দাও, আবার কাল খেও। তবে আমার একটা অসুবিধা হবে,—তা' হোক্;—যে কাজে মজেছি, এখন শত অসুবিধা সহ্য করতে হইবে। যেখানে প্রেম, সেইখানেই জ্বালা।

রমেশ। ওরনামকি কি অসুবিধা হবে?

বিনো। লুচি মাংস খেতে পারবো না। অম্লের ধাত, মদ না খেলে ও ছাইগুলো হজম হয় না। তা' হোক্, ও নয় নাই খাব। যারা নিরামিষ-আশী তারা কি আর বাঁচে না?

রমেশ। ওরনামকি আ'জ খাবে ত?

বিনো। না।

রমেশ। মুখের সাম্‌নে অমন খাবার ওরনামকি উপবাসী থাক্‌বে?

বিনো। উপবাসী থাক্‌তে গেলাম কেন? মার ভাত হ'য়েছে, তাই খাব।

রমেশ। এসব তবে কি ওরনামকি আমাকেই খেতে হবে। হায়, ভগবান্; ওরনামকি আ'জ যদি আমায় ভীমসেনের মত ওরনামকি পেটটা দিতে।

বিনোদিনী দীনবন্ধুর মুখের দিকে উদাস-দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া বলিল—"এস খাবে। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এখন।"

দীন। তুমি খাবে না?

বিনো। না।

দীন। কেন?

বিনো। বড় অম্ল হয়।

দীন। মদ খেলে?

বিনো। জীর্ণ হয়।

দীন। তবে একটু মদ খাও।

বিনো। তুমি খাবে না কেন?

দীন। আমি কখনও খাই নাই।

বিনো। তুমি যাহা খাবে না, যা করিবে না, যা ভালবাসিবে না—বিনোদিনীরও তাহা ত্যজ্য।

দীনবন্ধু সে বেগ সহ্য করিতে পারিলেন না। এ দানবীচক্রে পতিত হইলে, স্থির থাকে, এমন মানুষ দুর্লভ। তাই মানুষের কর্ত্তব্য—সহস্র হস্ত দূর হইতে এস্থানকে নমস্কার করা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ণপতন

দীনবন্ধু গলা ঝাড়িয়া ঘামিয়া মুখ লাল করিয়া বলিলেন, "তবে দাও। তুমি আমার জন্যে যদি এত ত্যাগ করিতে পার, আমি কি তোমার তুষ্টির জন্য একটু খাইতে পারিব না।"

রমেশচন্দ্র লাফাইয়া নাচিয়া উঠিল। হাতে তালি দিয়া বলিল—"ব্রেভো, ব্রেভো,—ওরনামকি এরেই বলে প্রেম। একজনের যাহা ভাল ওরনামকি আর একজনের তাহাই ভাল। ঢাল বাবা ওরনামকি মেয়েমানুষ মদ ঢাল্।"

এই বলিয়া রমেশচন্দ্র একটা গান গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিতে লাগিল। গাহিল,—

"বাবা মেয়েমানুষ, চোদ্দপুরুষ বাপের ঠাকুর
সাত যক্ষির ধন;
তুমি কারে কর আপন মানুষ
কারে কর পরের বাছা
আবার কারু ভিঁটেয় চরাও ঘুঘু
ঘুরিয়ে দু'নয়ন।"

বিনোদিনী কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে বলিল,—"আঃ! স্থির হ'য়ে বসোনা ভাই।"

রমেশ। এই বসি,—তোমরা চালাও, ওরনামকি দেখেও নয়নযুগল ওরনামকি সার্থক করি।

বিনোদিনী লিমনেড-মিশ্রিত সুরা দীনবন্ধুকে পান করাইল। নিজে খাইল, রমেশচন্দ্রও পান করিলেন। এইরূপ দুই তিন বার পান হইল।

তারপরে হারমোনিয়ম লইয়া বিনোদিনী তাহার কিন্নরী-কণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল। দীনবন্ধু তবলা বাজাইতে লাগিলেন।

গান সমাপ্ত হইলে, বিনোদিনী অতি মিষ্টস্বরে দীনবন্ধুকে বলিল,—"আর একটু দিব?"

সেবার দীনবন্ধু অসম্মত হইলেন না। তাঁহাকে অল্প পরিমাণে দিয়া রমেশকে পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করিল এবং নিজে সামান্য একটু পান করিল।

সুরা-বিষ তখন দীনবন্ধুর মস্তকে উঠিয়াছে। জগৎটা তাঁহার সম্মুখে তখন নূতন রূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। দানবে যে চক্ষে দেখে, প্রেতে যে চক্ষে দেখে, পিশাচে যে চক্ষে দেখে, তিনি তখন সেইরূপই দেখিতেছিলেন। ঈষৎ জড়িত-স্বরে দীনবন্ধু বিনোদিনীকে ডাকিলেন—"বিনু; একটা থিয়েটারের গান গাও।"

বিনোদিনী বলিল,—"যে ভূমিকা লইয়া থিয়েটারে অভিনয় করিয়া তোমাকে পাইয়াছি, সেই রোসেনারার একটা গান গাই।" সে গাহিল,—

"তুমি শিখেছ কত ছলনা।
ভাল ভুলা'তে জান ললনা।
মজেছি মজিব মজিতে ধাই,
কেমনে পোড়া মন ফিরাই,
ভুলেছি ভুলিব শেষে অযতনে কত কাঁদিব,
ভাবি তাই মন; মনোমত তুমি হ'লে না।"

গান সমাপ্ত হইলে দীনবন্ধু স্থির দৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন,—"ওরনামকি আমায় এক গ্লাস মদ দাও।"

দীনবন্ধুও বলিলেন—"আমায়ও দাও।"

কাহারও প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিল না। সে রাত্রি আর তাঁহাদের বাড়ী যাওয়া হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাময়িক

বড় প্রফুল্ল নির্ম্মল নিষ্পাপ হৃদয়ে দীনবন্ধু স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছিলেন। যেখানে পাপ নাই, সেখানে কুণ্ঠা নাই। যেখানে পাপ আছে, সেখানে বিশ্বের কুণ্ঠা জড়াইয়া বসিয়া থাকে। এতদিন পরে দীনবন্ধু পাপের পসরা মস্তকে লইয়াছে,—এতদিন পরে দীনবন্ধুর হৃদয়ে কুণ্ঠার কালী ছাইয়া বসিয়াছে।

প্রভাতে উঠিয়াই দীনবন্ধু যেন জগতের নিকট শত অপরাধে অপরাধী—এমনই ভাবে, এমনই ক্ষুণ্ণমনে বিনোদিনীর গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় বিনোদিনীকে দশটা টাকা দিতে গিয়াছিলেন, সে কিছুতেই লয় নাই। কেবল আজ সন্ধ্যায় পুনরায় আসিবার জন্য মাথার দিব্য দিয়া শপথ করাইয়া লইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

একদিন গোদাবরী-তীরে অতি ধীরে অতি সন্তর্পণে এক বককে বিচরণ করিতে দেখিয়া, শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—দেখ লক্ষ্মণ, বক কি ধর্ম্মভীরু; পাছে জীবসঙ্ঘের নিধন হয়, এইজন্য কত সাবধানে পা ফেলিতেছে। লক্ষ্মণ হাসিয়া বলিলেন,—আর্য্য, আপনি জানেন না, বক পরম দারুণ, শকুনি যে এত নিকৃষ্ট পক্ষী, সে কিন্তু মৃতদেহ ভক্ষণ করে, আর বক সজীব জীব ভোজন করে।

কলিকাতায় যে সকল অশিক্ষিতা পথের বেশ্যা আছে,

তাহারা মরা মারে,—আর বিনোদিনীর ন্যায় রূপ-যৌবন-গর্ব্বিতা, শিক্ষাপ্রাপ্তা বেশ্যাগণ আরও সাংঘাতিক—তাহারা জীবন্ত বধ করিয়া থাকে। বিনোদিনী একেবারে ষোলকলার বিষজালে দীনবন্ধুকে জড়াইয়া মারিবার চেষ্টায় রত হইয়াছে। দীনবন্ধুর আর সাধ্য নাই যে, সে জাল কাটিয়া বাহির হয়?

দীনবন্ধু পাপ-কম্পিত হৃদয়ে এবং তাহার মতে বিনোদিনীর অপার্থিব মধু-প্রণয় স্মরণ করিতে করিতে আড়তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা বাড়ী যাইতে সাহস হইল না।

দীনবন্ধু গদীতে বসিয়া তাম্রকূট ধূমপান করিতেছেন, এমন সময় দালাল কাশীনাথ ও রমেশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দীনবন্ধু সাদর সম্ভাষণ করিলে, উভয়ে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া কাশীনাথ বলিলেন,—"আমি কা'ল রাত্রে আসিয়াছিলাম,—আপনি ছিলেন না।"

দীন। হাঁ, আমি একটি বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল।

কাশী। যে কথা কা'ল বলিয়াছিলাম, তার কি বিবেচনা করিলেন?

দীন। তাতে কি সুবিধা হবে?

কাশী। সুবিধা হবে না? হাতে হাতে মণকরা তিনটে টাকা লাভ। এই মন্দার বাজারে ঐ রকম না করিলে কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিবেন না। শুনিবেন, শুনিবেন, আমাদের দুই একটা কথা শুনিয়া কাজ করিবেন,—আমরা এই কাজে চুল পাকাইয়াছি।

দীন। কত মণ আছে?

কাশী। হাজার মণ।

দীন। অত্যন্ত ভিজা নাকি?

কাশী। নৌকা ডুবে ভিজিয়াছে বৈ কি। তবে টাট্‌কা—পাটগুলা তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া বেচিলে এই বাজারেই মণকরা তিনটাকা!

দীন। দর কত?

কাশী। অর্দ্ধেক। আ'জকের বাজার ছয় টাকা,—আমরা উহা তিন টাকায় নেব।

দীন। দালালী?

কাশী। তারা দেবে। আর বুড়োকে আপনিও কিছু দেবেন। রক্ষিতের লোক এসে, জিনিষগুলা দিবার জন্যে অনুরোধ করিতেছিল, কিন্তু আপনাকে যখন কথা দিয়াছি,—বিশেষতঃ আপনার নূতন কারবার লোকসান না হয়,—কাজটা টিকিয়া যায়,—তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট।

দীন। মালের নমুনা?

কাশীনাথ একটু ভিজা পাট দীনবন্ধুকে দেখাইলেন। দীনবন্ধু দেখিলেন, পাটগুলির বর্ণ বেশ সাদা এবং দীর্ঘ। তিনি রমেশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি কি বল?"

রমেশ। ওরনামকি আমি কি আর অমত করিব। দাঁও যেখানে ওরনামকি লাভ সেখানে।

কাশী। আমি যা বলি, শুনেই দেখুন না।

দীনবন্ধু স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তিনটাকা দরে একহাজার মণ পাট ক্রয় করিতে তিন হাজার টাকার প্রয়োজন,—তত

টাকা তাঁহার তহবিলে ছিল না;—চারি পাঁচশত টাকার অধিক ছিল না। তাঁহার যাহা মূলধন, এবং আফিসে যে তিন চারি হাজার টাকা অগ্রিম বা ঋণ লইয়াছেন, সে সমস্ত দ্বারা পাট ক্রয় করিয়া গুদাম বোঝাই দিয়াছিলেন,—হঠাৎ দশটাকা মণ হইতে বাজার ছয় টাকায় নামিয়া পড়িয়াছে, কাজেই বিক্রয় করিবার উপায় নাই; টাকাও খোলসা হইতেছে না।

কাশীনাথ বলিলেন,—"তবে বায়না দিন।"

দীনবন্ধু পঁচিশটাকা বায়না দিলেন। কাশীনাথ চলিয়া গেল।

দীনবন্ধু টাকার ভাবনায় পড়িলেন। রমেশচন্দ্র বলিলেন, —"ওরনামকি কখন এলে?"

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিলেন,—"একটু আগে। এমন লোক আমি আর দেখি নাই।

রমেশ। কপালের কপালে ওরনামকি যুটিয়া যায়। আ'জ—আবার ওরনামকি যেতে হবে নাকি?

দীন। হ্যাঁ। সকাল সকাল এস। আমি এখন একবার বাড়ীর দিকে গেলাম। বাড়ীতে কি হয় বলা যায় না।

রমেশ। কেন?

দীন। গিন্নী কি ভাব্ছে।

রমেশ। ভাব্বে আবার কি? ওরনামকি আমাদের গিন্নীও ভাবে, বকে, কাঁদে,—ওরনামকি মেয়ে মানুষের ওরনামকি সব কথা শুন্লে কি পুরুষের পোষায়? কাজ-কর্ম্মে পরিশ্রান্ত জীবন,—একটু স্ফূর্ত্তি না হ'লে ওরনামকি

পোষাবে কেন? আর গেরস্তর মাগীগুলো পেনপেনে ওরনার্মকি সেই এক ঘেঁয়ে।

দীনবন্ধু সেকথার আর কোন উত্তর করিলেন না, কেবল হাসিলেন মাত্র।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বসন্তের মেঘ

কা'ল রাত্রি হইতে জ্ঞানদার হৃদয় যেন কোন্ অশুভ কার্যের আশঙ্কা করিয়া মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে-ছিল। বসন্তের আকাশ, বড় নির্ম্মল, বড় স্বচ্ছ,—সহসা যেমন মেঘের উদয়ে আঁধার হইয়া যায়, জ্ঞানদার হৃদয়াকাশে তেমনিই যেন একটা মেঘের আঁধার ক্রমে ক্রমে ছাইয়া বসিতে-ছিল। কেন এমন হইতেছে, ভাবিয়া সে স্থির করিতে পারি-তেছিল না। স্বামী বাড়ী আসেন নাই, তাই কি? রাত্রি যখন দশটা বাজিয়া গেল,—যখন তাঁহার আড়ত হইতে আসি-বার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন জ্ঞানদা ভৃত্যকে আড়তে পাঠাইয়া দিয়াছিল,—ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বাবু সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোথায় গিয়াছেন, এখনও ফিরেন নাই।" রাত্রি বারটা বাজিয়া গেল,—তবু তিনি আসিলেন না। জ্ঞানদা বড় অস্থির হইল, ভৃত্যকে আবার আড়তে পাঠাইয়া দিল,—সে ফিরিয়া আসিয়া আবার বলিল,—"তিনি সেখানে নাই।"

জ্ঞানদার মনে নানা চিন্তা উপস্থিত হইল। তবে কোথায় গেলেন? তিনিত কোথাও থাকেন না! আ'জত থিয়েটারেরও বার নয়! জ্ঞানদা শিহরিয়া উঠিল! কিন্তু নিজের মনকে ধমক দিয়া বলিল—তিনি যে দেবতা! ইহ জন্মে কখনও তাঁহার পদস্খলন হয় নাই!

সারারাত্রি স্বামীর জন্য জ্ঞানদার নিদ্রা হয় নাই। দীনবন্ধুর খাবারের সহিত জ্ঞানদার খাবারও ঢাকার মধ্যে পড়িয়া বাসি হইয়া গিয়াছিল।

অতি প্রত্যূষেই জ্ঞানদা আবার আড়তে লোক পাঠাইয়া দিয়াছিল,—তখনও দীনবন্ধু আসিয়া পঁহুছান নাই। জ্ঞানদা বড় চিন্তিত হইয়াছিল,—বড় ছেলে ননী উঠিয়া মাতার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। জ্ঞানদা বলিল,—"তোর বাপের খবর নাই।"

ননী চমকিয়া উঠিল। বলিল—"দূর!"

জ্ঞানদা। সত্যি।

ননী আড়তের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। হরি শয্যায় শুইয়া সেই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই—ননী তাহার পিতার সংবাদ আনিয়া দিল, বলিল—"মা, পাগল! বাবা যে আড়তে কাজ করিতেছেন।"

জ্ঞানদা নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু তাহার হৃদয়ের মেঘখানা সরিল না। যে মেঘ উঠিয়াছিল, তাহা আরও ঘনাইয়া বসিল।

বেলা ন'টার সময় দীনবন্ধু গৃহে আগমন করিলেন। পাগ-

নিরত হৃদয় বড় বিধুনিত। জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল,—"কা'ল বাড়ী এলে না কেন?"

দীন। তাতে কি হয়েছে,—কাজ ছিল।

জ্ঞানদা। হয় নাই কিছু—আমরাত ব্যস্ত হই। একটা সংবাদও দিতে হয়।

দীন। বড় কাজের ভিড় ছিল—এই আসি আসি করিয়া অনেক রাত্রি হ'ল—তাই কিছু খাবার আনাইয়া খাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

জ্ঞানদা। কোথায় ছিলে?

দীন কেন—আড়তে।

উদাস-স্ফীত নয়নের স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া জ্ঞানদা বলিল—"আড়তে"—

দীন। আড়তে ছিলাম না তবে কি যমের বাড়ী ছিলাম?

জ্ঞানদা কোন কথা কহিল না। কথা কহিতে পারিল না। যে মেঘ-খণ্ড মালা তাহার হৃদয়ের দূরে দূরে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা একত্রে জমাট পাকাইয়া হৃদয়ের সমস্ত অংশ আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। চোখমুখ দিয়া যেন প্রলয়ের আগুন ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু বলিলেন,—"এখনই ভাত চাই। দিতে পারিবে? না, আড়ত থেকে খেয়ে যাব।"

দীনবন্ধুর আড়তে রাঁধুনী বামুন ছিল,—সেখানে দশ পনর জন কর্ম্মচারী ও মফস্বল হইতে সমাগত ব্যাপারিগণ ভোজন করিত। কিন্তু দীনবন্ধু—কোনও দিনও সেখানে ভোজন করেন নাই

জ্ঞানদা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"আড়তে কি এপর্য্যন্ত কোন দিন খেয়েছ ?"

দীন। আ'জ বড় তাড়াতাড়ি। তিনহাজার টাকার প্রয়োজন। আফিসে যাইয়া সাহেবকে ধরিতে হইবে। আগেই যাওয়া চাই,—পাঁচ কাজে যদি সাহেবের মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়, তবে আর হবে না।

জ্ঞানদা। ভাত হয়ে উঠলো। ননে স্কুলে যাবে।—বাড়ী থেকে একখানা চিঠি এসেছে।

দীন। কৈ, আমায় দাও নি ত ?

জ্ঞানদা। কা'ল বিকালের ডাকে এসেছে,—তারপর কি আর তোমার দেখা পেয়েছি !

জ্ঞানদা পত্র আনিয়া দিল। সে পত্র দীনবন্ধুর এক জ্ঞাতি ভ্রাতা লিখিয়াছে। পত্র পোষ্টকার্ডে ; তাহাতে লেখা ছিল—

এক বৎসরের মধ্যে একবারও বাড়ী আসিলে না। এক কর্ম্মচারী রাখিয়া গিয়াছ, সে কিছুই দেখে শোনে না। আর আপন স্বার্থই বজায় করিয়া চলে। সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। জমিদারের খাজনা বাকি পড়ায় তাহারা নালিশ করিয়াছে। রাখালঠাকুরের যে জমা রাখ,—তাহারা নালিশ করিয়া এক তরফা ডিক্রী করিয়া সম্পত্তি ক্রোক দিয়াছে। তাহার নিলামের দিন আগামী ১৭ই তারিখে। তোমার কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, বাবুকে এসকল জানাইয়া কোন উত্তর পাই নাই। ঘর দুয়ার সব পড়িয়া যাইতেছে। বাগান গুলা জঙ্গল হইয়া গেল। অত্রস্থ মঙ্গল, তোমাদের কুশল লিখিবে।

শ্রীরামধন রায়।

পত্র পাঠ করিয়া দীনবন্ধু বলিলেন,—"দু'নৌকায় পা দেওয়া চলে না।"

জ্ঞানদা বলিল —"চল দেশের মানুষ দেশে যাই।"

দীন। আর উপায় নাই,—কলিকাতার অনেকদূর শিকড় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

জ্ঞানদা। আমার কিন্তু কলিকাতা ভাল লাগিতেছে না। আমার যেন জ্ঞান হইতেছে,—কলিকাতায় আমাদের শান্তি হবে না।

দীন। তোমার শান্তি স্বর্গে গেলেও হবে না। যার মন উদার নয়, তার সুখও নাই। দেশে নিজে রাঁধিতে, নিজে কাজ-কম্ম করিতে,—আর মোটা চালের ভাত খেতে, মোটা কাপড় পরিতে.—বুনো তরকারী ভরসা ছিল। জল-খাবারে গুড়-মুড়ী. —কলিকাতার এ সুখ তোমার ভাল লাগিবে কেন?

জ্ঞানদা। আমার তাই ভাল।

দীন। তবে তুমি দেশে গিয়ে থাক।

জ্ঞানদা মনে মনে বুঝিল, জ্ঞানদা নিকটে থাকিলে দীনবন্ধু সুখী হইবেন, বাস্তবিকই বুঝি সে দিন আর নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

টাকা

দীনবন্ধু সাহেবের আফিসে গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবু, মালা কত মজুদ?"

দীন। বহুত,—আমার সমস্ত পুঁজিপাটা—আপনার যে টাকা লইয়াছি সে সমস্ত টাকা—পাটে আবদ্ধ। মাল গুদামে মজুদ।

সাহেব। এবারে মরিবে।

দীন। কেন সাহেব?

সাহেব। দর নামিবে বৈ উঠিবে না।

দীন। বাস্তবিকই আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

সাহেব। অনেকেরই—কেবল তোমার নয়।

দীন। আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি, কিছু টাকার জন্যে।

সাহেব। টাকা;—টাকা তুমি অনেক ধার।

দীন। হ্যাঁ সাহেব, তা ধারি। টাকা আমি পাইয়া ফেলি নাই, সমস্তই মাল কিনিয়া রাখিয়াছি।

সাহেব। সব টাকা উঠিবে না।

দীন। আপনার টাকা যাইবে না,—আমারও নিজের টাকায় অনেক মাল কেনা আছে।

সাহেব। এ মন্দার বাজারে টাকা কি হবে?

দীন। মন্দার বাজারে একটা দাঁওর মাল পাইয়াছি। সেটা কিনিয়া যদি এই বাজারেও বেচা যায়, আপনার টাকা উঠিতে পারে।

সাহেব। কে সওদা করিল?

দীন। কাশী দালাল।

সাহেব। শালা বড় ধড়িবাজ,—তার হাতের মাল সাবধানে লইও। কিন্তু টাকা আমি দিতে পারিব না।

দীন। দোহাই সাহেব,—এ সুবিধাটুকু আমায় না দিলে মারা যাইব। মন্দার বাজারে কেনা-বেচা না করিলে একদম অচল হইবে।

সাহেব। আমরা ত এখন মাল খরিদ করিতেছি না,—তোমার মাল এখন কোথায় বেচিবে?

দীন। যে সকল আড়তদার মাল বাধাই করিতেছে, তাদের কাছে বেচিব।

সাহেব। টাকা আমি দিব না।

দীন। দোহাই সাহেব,—দিতেই হইবে। এতদিন প্রতি-পালন করিয়া আসিয়াছেন, এখন পায় ঠেলিলে মারা যাইব।

সাহেব। কত টাকা?

দীন। তিন হাজার।

সাহেব। তোমরা ভাব সাহেবের হৌসে টাকার গাছ আছে,—তা নাই বাবু! টাকা গতর ঘামিয়ে করিতে হয়। সেটাকে জলে ফেলা যায় না।

দীন। আমি কর্জ্জ লইব।

সাহেব। দিবে কোথা হইতে?

দীন। যদিও পাট অর্দ্ধেক দামে বিক্রয় হয়, তাহা হইলেও আপনার টাকার দুনো টাকার মাল আমার গুদামে আছে। বাড়ী আছে, গাড়ী আছে—দেশে সম্পত্তি আছে।

সাহেব। তিন হাজার কিছুতেই হইবে না।

দীন। না হইলে মারা যাইব। আমি মালের বায়না করিয়াছি।

সাহেব। একহাজার লইয়া যাও।

দীন। তিন হাজারের একপয়সা কমে হইবে না।

সাহেব। আমিও দিতে পারিব না।

তারপরে অনেক তোষামোদ, অনেক স্তব-স্তুতি ও কাকুতি-মিনতি করিয়া সাহেবের নিকট হইতে দীনবন্ধু দুই সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

তখনও এক সহস্র মুদ্রার অভাব! জ্ঞানদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দীনবন্ধু বলিলেন,—"বড় বিপদে পড়িয়াছি।"

শুষ্ক-মুখে দীন-নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া জ্ঞানদা বলিল,—"কি?"

দীন। পাটের বাজার মন্দা পড়িয়াছে,—কারবার যায় যায় হইয়াছে।

জ্ঞানদা। তা'ত শুনিয়াছি।

দীন। একটা 'দাও'র মাল খরিদ করিয়াছি।

জ্ঞানদা। 'দাও'র মাল কাকে বলে? চোরা জিনিষ নয় ত?

দীন। না না। সস্তার দ্রব্য। অন্য দ্রব্য নয়, পাট। একখানা পাট বোঝাই নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল, তুলিয়া আনিয়াছে। পাট সব ভিজা—শুকাইবার তাহাদের স্থান নাই। এই নরম দরের অর্দ্ধেক দরে বেচিয়া যাইতেছে। শুকাইয়া লইলেই দ্বিগুণ টাকা।

জ্ঞানদা। ভাল।

দীন। টাকার অভাব।

জ্ঞানদা। কত টাকা?

দীন। তিন হাজারের অভাব ছিল,—সাহেবকে ধরিয়া দুই হাজার টাকা আনিয়াছি। এখনও একহাজারের অভাব!

জ্ঞানদা। হাজার টাকার খবর আমি কি রাখি বল? এগার টাকা ন'পয়সা আমার কাছে আছে।

দীন। (হাসিয়া) যথেষ্ট। এক কাজ করিতে হইতেছে।

জ্ঞানদা। কি বল?

দীন। তিন দিনের জন্যে তোমার গায়ের অলঙ্কার গুলা আমায় দিতে হইতেছে। কোথাও বাঁধা দিয়া হাজার টাকা আনিব। মালগুলা কিনিয়া শুরু করিয়াই বিক্রয় করিয়া ফেলিব। তখন কিছু না হইলেও তিন হাজার টাকা লাভ হইবে।

জ্ঞানদা। অত নিকাশ আমাকে দেওয়া কেন? গহনার প্রয়োজন হইয়াছে, লইয়া যাও। কিন্তু হাজার টাকা দেবে?

দীন। তোমার সবগুলা, ননে ও হরের হার-বালা সব দিতে হইবে।

জ্ঞানদা। এখন চাই?

দীন। এখনই।

জ্ঞানদা দ্বিরুক্তি না করিয়া লৌহ সিন্ধুক খুলিয়া সমস্ত গহণাগুলি বাহির করিয়া একখানি রুমালে বাঁধিয়া দীনবন্ধুর হাতে দিল।

দীনবন্ধু চলিয়া যাইতেছিলেন, জ্ঞানদা বলিল—"কখন আসিবে?"

দীন। একটু রা'ত হবে। এই সকল যোগাড় যন্ত্র করিয়া মাল লইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া তবে ফিরিব।

জ্ঞানদা। রাত্রি যেন বড় বেশী না হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

সূত্র

দীনবন্ধু পোদ্দারের দোকানে গিয়া গহনাগুলি বন্ধক দিয়া এক সহস্র মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিলেন। তারপরে আফিসের দুই সহস্র ও এই একসহস্র—মোট তিন সহস্র মুদ্রা লইয়া আড়তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আড়তের প্রধান কর্ম্মচারীর হস্তে টাকাগুলি দিয়া কাগজে জমা করাইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল।

কাশীনাথ ও রমেশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বঙ্গদেশীয় একজন ব্যাপারী।

কাশীনাথ বলিলেন,—"নৌকায় গিয়া মালগুলা দেখিয়া তোলাইবার ব্যবস্থা করিলে হইত। ইনিই সে মালের অধিকারী।"

রমেশ। ওরনামকি আ'জ রাত্রি হইয়া উঠিয়াছে,—আ'জ আর ওরনামকি মাল তোলা হইবে না। তবে দেখা যাইতে পারে।

দীনবন্ধুও সেই কথার প্রতিধ্বনি করিলেন।

কাশী। তবে আপনি নিজে গিয়াই মালটা দেখিয়া আসুন না কেন? কা'ল খুব প্রত্যুষ হইতে মাল উঠিয়া আসিবে, এবং উহারা টাকা কড়ি লইয়া কা'লই যাইতে পারিবে।

ব্যাপারী বলিল—"হাঁ মহাশয়, ক্ষতি যাহা অদৃষ্টে ছিল, হইল; এখন ছুটী পাইলেই দেশে যাই। ওগুলা তুলিয়া ল

রমেশ। (দীনবন্ধুর প্রতি) আ'জ ওরনামকি বেড়াতে যাবেন ত?

দীন। বোধ হয় না।

রমেশ। ওরনামকি একটু এদিক ওদিক - ওরনামকি ঘণ্টাখানেকের জন্যে যাওয়া আবশ্যক। ওরনামকি সেই সময় ঘাট হইয়া মালগুলা দেখিয়া ওরনামকি ঘুরিয়া আসা যাবে।

দীন। চলত আগে ঘাটে গিয়া মালগুলা দেখি।

রমেশ। ওরনামকি তবে শীঘ্র গাড়ী প্রস্তত করিতে বল।

দীনবন্ধু গাড়ী ডাকিতে বলিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই গাড়ী আসিল। দালাল ও ব্যাপারীকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া দীনবন্ধু ঘাটে গেলেন।

কৌশল করিয়া, স্তোকবাক্যে মুগ্ধ করিয়া, কাশীনাথ দীনবন্ধুকে গাড়ী হইতে নামিয়া নৌকায় যাইতে দিল না। রমেশচন্দ্রও কাশীনাথের সাহায্যস্বরূপে সে কথায় অনুমোদন করিল। দীনবন্ধু ও রমেশচন্দ্র গাড়ীতেই বসিয়া থাকিলেন,—কাশীনাথ ও ব্যাপারী নৌকায় গিয়া একটা মুটের মাথায় দিয়া এক বস্তা পাট উঠাইয়া আনিল। দীনবন্ধু তাহা বেশ করিয়া উন্টাইয়া পাল্টাইয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া দেখিলেন। পাটগুলি ভিজা বটে, কিন্তু তাহার আঁশ খুব শক্ত আছে,—কোন ক্ষতি হয় নাই। বুঝিলেন, রৌদ্রে শুষ্ক করিলে ভাল জিনিষই হইবে। তিনি তৎপরদিবস মাল আড়তে তুলিবার আদেশ দিলেন। দীনবন্ধু জানিতে পারিলেন না, বুঝিতে পারিলেন না যে, সমস্ত নৌকার এক নির্নীত-নির্দ্দিষ্ট পার্শ্ব হইতে এই বস্তাটি আনা হইয়াছে। কলিকাতার কোন আড়ত হইতে কয়েক বস্তা পাট খরিদ করিয়া

জলে ভিজাইয়া, সেই বহুদিনের জলমগ্ন পচা পাটের নিকটে রাখা হইয়াছে। এ সকল বুদ্ধি বা কৌশল কাশীনাথের।

তারপরে দীনবন্ধুর গাড়ী হাতীবাগান অভিমুখে ছুটিল।

তখন সন্ধ্যার আঁধারে কলিকাতাকে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু গ্যাসের আলোক জ্বলিয়া সন্ধ্যাসতীর সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিল।

দীনবন্ধু বিনোদিনীর গৃহে গমন করিলেন। বিনোদিনী তখন শয্যোপরি একটা বালিশে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া থিয়েটারের পাঠ মুখস্থ করিতেছিল।

দীনবন্ধুকে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া হস্তস্থিত পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিয়া, উঠিয়া বসিল। দীনবন্ধু পোষমানা প্রাণীর মত তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। রমেশচন্দ্র একটু দূরে উপবেশন করিলেন।

রমেশচন্দ্রই প্রথমে কথা কহিলেন। বলিলেন,—"কি বিবি-সাহেব; ওরনামকি কেমন আছ?"

মৃদু হাসিয়া দীনবন্ধুর মুখের উপর কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া বিনোদিনী বলিল—"আছি।"

রমেশ। জলজেন্ত মানুষটা আছ কি না, ওরনামকি তা' আমিও দেখতে পাচ্চি। ওরনামকি মনে প্রাণে কেমন আছ?

বিনোদিনী মৃদু হাসিয়া মৃদু মৃদু স্বরে গাহিল—

আমি,—"ছিলাম গৃহবাসী
করিলি সন্ন্যাসী।"

রমেশ। কে তোমায় ওরনামকি সন্ন্যাসী করিল?

বিনো। জানি না।

রমেশ। আমার ওরনামকি মাথা খাও—বলিতেই হবে।

বিনো। কি বলিব রমেশবাবু! আমি বেশ্যা,—বেশ্যার কথা কেহ বিশ্বাস করে না,—বেশ্যার প্রাণের বেদনা কেহ বুঝে না। বলিব না, শুনিও না,—মদ খাবে?

রমেশ। না।

বিনো। কেন?

রমেশ। আর তোমার এখানে আসিবও না।

বিনো। কেন?

রমেশ। তাও বলিব না।

বিনো। আমার মাথা খাও।

রমেশ। এতদিনেও তুমি আমাকে ওরনামকি বন্ধু বলিয়া ভাব নাই। যদি বন্ধু বলিয়া ভাবিতে পারিতে, নিশ্চয় যাহা ওরনামকি গোপন করিয়া যাইতেছ, তাহা বলিতে।

বিনো। কি বলিব রমেশ বাবু;—বলিতে লজ্জা হয়, ভয় হয়,—পাছে বেশ্যার ছলনা বলিয়া লোকে উপহাস করে! আর কেনই বা বলিব! বলিয়া লাভ নাই, বরং ক্ষতি আছে।

রমেশ। ওরনামকি না বলিলে বড় বেদনা পাইব।

বিনো। সে অনন্ত বেদনাপূর্ণ কাহিনী। যখন ছাড়িলে না, যখন না বলিলে বড়ই ক্ষুব্ধ—বিষাদিত হইতেছ, তখন বলিব। রমেশবাবু, আমি বেশ ছিলাম,—আপন মনে নাচিয়া গাহিয়া স্বাধীনপ্রাণে জগতে বিচরণ করিতেছিলাম। কি কুক্ষণে—কি অভিশপ্ত দিবসে, তোমরা আমার ঘরে প্রবেশ করিলে! প্রথম দর্শনে—প্রথম সাক্ষাতে, আমি এরূপ (দীন-বন্ধুর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ) দেখিয়া মজিলাম—মরিলাম। ক্রমে

জ্বালা বৃদ্ধি—ক্রমেই যেন জ্ঞান হইতেছে—কবে হয়ত হারাইয়া ফেলিব। আশা মিটিতেছে না—ক্রমে ক্রমে জ্ঞান হইতেছে, মরিয়া কেন, উহাতে মিশিয়া যাই না। জীবন্ত থাকিতে যেন না শুনিতে হয়, দীনবন্ধু আর আমার নাই।

দীনবন্ধু সে কথা শুনিয়া কি যে করিলেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, স্বর্গ আর কোথায়? এমন প্রেম—এমন ভালবাসা, ইহাইত স্বর্গ।

ঠিক এই সময় বিনোদিনীর মাতা কাগজে মোড়া একখানা কাপড় লইয়া বড় লজ্জাবনত মুখে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কাপড়খানা বিনোদিনীর নিকটে ফেলিয়া দিলেন। বিনোদিনী চমকিত, বিচলিত ও বিরক্তিভাবে বলিল,—"এ কি হবে?"

বিনোদিনীর মাতা নম্র-মৃদুস্বরে বলিলেন,—"সে এসেছে।"

বিনো। সে এসেছে, তা আমি কি করিব?

বি-মা। ফিরাইয়া দিব কি?

বিনো। ফিরাইয়া দিবে নাত আমি কি করিব? আমার হাতে টাকা নাই। থিয়েটারে তিন মাসের মাইনে বাকী পোড়েছে,—প্রোপাইটর দারজিলিঙে;—ফিরে না এলে কেউ মাইনে পাচ্ছে না। আমি শ্রীপতে সেক্‌রার তাগাদার জ্বালায় বাড়ীতে টিঁকিতে পারিতেছি না,—এখন আবার কাপড় কেনা! সেক্‌রা নালিস্‌ কোর্‌বে বোলে গিয়েছে;—তাই ভাব্‌ছি, রমেশ বাবুর হাতে কয়েকখানা গহনা দেব,—উনি কোথাও থেকে আমাকে তিনশ' টাকা ধার ক'রে এনে দিন।

বিনোদিনীর মাতা কাপড়খানা তুলিয়া লইতেছিলেন। দীনবন্ধু বলিলেন,—"কি কাপড় দেখি।"

বিনোদিনীর মাতা বলিলেন,—"গঙ্গা নাইতে নিয়ে যাও-য়ার জন্যে একখানা গরদের কাপড, তা' ওর হাতে টাকা নেই —কা'ল থেকে কাপড়খানা রেখেছি, আ'জ সে এসেছে। টাকা নেই,—ফিরাইয়া দেই গে।"

দীনবন্ধু কাগজের মোড়ক খুলিয়া কাপড়খানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন,—"দাম কত ?"

বি-মা। এগার টাকা।

দীন। আপনার কি বেশ পসন্দ হইয়াছে ?

বি-মা। হ্যাঁ বাবা, পসন্দ হ'য়েছে বলেই রেখেছিলুম।

"তবে রাখুন"—এই কথা বলিয়া দীনবন্ধু পকেট হইতে মণি-ব্যাগ বাহির করিলেন। মণি-ব্যাগ খুলিয়া একখানি দশ টাকার নোট ও একটি টাকা বিনোদিনীরমাতার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন—"দাম দিন্‌গে।"

বিনোদিনী হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। বলিল,- "ওকি, তুমি দাম দেবে কেন ?"

দীন। (মৃদু হাসিয়া) না দেব কেন ?

বিনো। কেন দিবে ?

দীন। আমার সখ।

বিনো। ও সখ ভাল নয়।

দীন। নিশ্চয় ভাল ;—তোমার মা, আমার কি কেউ নন ?

বিনো। মা, মার জন্ম সার্থক হ'ল,—মার জামাই মাকে গরদের কাপড় কিনে দিল।

"তা মিছে কথা কি" ;—মৃদু হাসিয়া এই কথা বলিয়া টাকা ও কাপড়খানা হাতে করিয়া বিনোদিনীর মাতা চলিয়া গেলেন।

পরবর্ত্তী টীকাকারেরা বলেন, কাপড়খানা অনেকদিন আগেকার কেনা, ঘরে ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

আরম্ভ

তারপরে তিনজনে মদ্যপান করিল। বিনোদিনী গান গাহিল ;—দীনবন্ধুর মস্তকে যখন সুরাবিষের পূর্ণ ক্রিয়া আরম্ভ হইল, তখন বিনোদিনী রমেশকে বলিল,—"আমার একটা কথা আছে।"

রমেশ। ওরনামকি হুকুম চাই ?

বিনো। চাই।

রমেশ। অভয় দিলাম ওরনামকি বলিয়া যাও।

বিনো। ছোটলোকের কথা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না,—তুমি দয়া করিয়া আমার গহনাগুলা বাঁধা দিয়া তিনশ' টাকা ধার করিয়া আনিয়া দাও।

রমেশ। ওরনামকি এই রাত্রেই ?

বিনো। হ্যাঁ।

রমেশ। রাত্রে কেন ? কা'ল সকালে ওরনামকি আনলে হবে না ?

বিনো। সে ছোটলোক ব'লে গিয়েছে, কা'ল সকালে না

পেলে নালিশ কোরবে। ছি ছি,—রমেশ বাবু, তা হ'লে আমি গলায় দড়ী দেব। তুমি এনে দাও, থিয়েটারের টাকা পেলেই আমি শোধ দিবো।

রমেশ। এই রাত্রেই—ওরনামকি কার কাছে যাব? তা' তোমার ওরনামকি মহাজন কাছে ব'সে,—টাকার কুমুর; হুকুম কোরলেই হবে।

বিনো। কে?

রমেশ। যে তোমার কাছে দাসখত লিখে দিয়েছে—ঐ দীনবন্ধু ওরনামকি অনেকের মহাজন, সেই মহাজনের ওরনামকি তুমি মহাজন। তোমার আবার তিনশ' টাকার দায়!

বিনো। উনি আমার গহনা বাঁধা রেখে টাকা দেবেন?

রমেশ। না হয় তোমার ওরনামকি বাঁধা রাখ্‌বেন প্রাণ।

বিনো। প্রাণ বাধা দিবার উপায় নাই।

রমেশ। কেন?

বিনো। সেত আমার নাই।

রমেশ। কি হইল?

বিনো। বিলাইয়া দিয়াছি।

রমেশ। ওরনামকি কাকে?

বিনো। শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু রায়কে।

দীন। টাকা কত?

বিনো। তিনশ'।

দীন। তারজন্যে অত ব্যস্ত কেন?

বিনো। আমার যে নাই। ছোটলোকে দশকথা ব'লে

যাচ্ছে। থিয়েটারের টাকা পেলে আর আমাকে অত সইতে হ'ত না।

দীন। কাল সকালে পাঠাইয়া দিব।

বিনো। যদি দেবে, আ'জই।

দীন। আমার সঙ্গে নাই।

বিনো। চল আমি যাব।

দীন। কোথায়?

বিনো। তোমার আড়তে।

দীন। কেন?

বিনো। যাইতে কি নাই? দেখ্‌তে যাব।

দীন। লোকে কি বলিবে?

বিনো। আমার আড়ত আমি দেখ্‌তে যাব—লোকে কি বলিবে?

দীন। মেয়ে মানুষ।

বিনো। আমি গাড়ীতে থাকিয়া দেখিব।

রমেশ। তাতে দোসই বা কি? ওরনামকি নকড়ি মিত্তির এতবড় লোক,—তাতে আবার প্রাচীন—সেও আড়তে ওরনামকি মেয়ে মানুষ নিয়ে যায়! চল বিবিসাহেব,—আজ আড়তে একটু পদধূলি দিয়ে ওরনামকি লক্ষণ কোরে এস। বেশ্যার পদধূলি ওরনামকি লক্ষ্মীর বরযাত্র!

বিনোদিনী লাফাইয়া উঠিয়া গেল, এবং তখনই অপ্সরা সাজে সজ্জিত হইয়া আসিয়া বলিল,—"চল।"

রমেশচন্দ্র উঠিয়া দাড়াইলেন। দীনবন্ধু আর কি করেন,

অগত্যা উঠিয়া চলিলেন। বাহিরে গাড়ী ছিল, তিনজনে তাহাতে উঠিয়া বসিলেন, গাড়ী আড়তের দিকে চলিল।

দীনবন্ধু রাস্তায় গিয়া বলিলেন,—"আজ হঠাৎ আড়তে গিয়া কাজ নাই। তোমরা গাড়ীতে রাস্তায় থাকিও, আমি টাকা লইয়া আসিব। তারপরে বরং হোটেলে গিয়া কিছু খাওয়া দাওয়া যাবে।"

আন্দোলন আলোচনা ও তর্কবিতর্কের পরে তাহাই স্থিরীকৃত হইল। আড়তের সন্নিকটে গাড়ী রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিল,—রমেশচন্দ্র ও বিনোদিনী তাহাতে উপবিষ্ট থাকিলেন, দীনবন্ধু আড়তে গিয়া প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট তিনশত পঁচিশ টাকা চাহিলেন।

প্রধান কর্ম্মচারী বলিল,—"পাটের তিন হাজার যাহা কা'ল দিতে হইবে, তহবিলে তা ছাড়া আর মোটে ছয়শত টাকা আছে।"

দীন। তাহা হইতেই দাও।

প্রধান। আরও কিন্তু অনেক কাজ আছে।

দীন। টাকা আমার, আমি যাহা বলিতেছি, শোন।

কর্ম্মচারী আর কোন কথা না বলিয়া তিনশত কুড়ি টাকার নোট ও পাঁচ টাকা নগদ গণিয়া দিল। দীনবন্ধু তাহা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

গাড়ীতে গিয়া হর্ষানন্দিত মুখে দীনবন্ধু কোচম্যানকে বলিলেন,—"ক্যাপিট্যাল হোটেলে যা।"

কোচম্যান আদেশ পালনার্থে অশ্ব চালনা করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী গিয়া হোটেলে উপস্থিত হইল। তিন জনে হোটেলে

প্রবেশ করিয়া মদ মাংস প্রভৃতি অনেক অখাদ্য উদরস্থ করিল। তারপরে সকলে বিনোদিনীর বাড়ী গমন করিল। সেখানে গিয়া বিনোদিনীকে তিন শত টাকা গণিয়া দিয়া দীনবন্ধু ও রমেশ চন্দ্র বিদায় হইলেন।

নবীন ভাষ্যকারগণ বলেন,—সেকরার দেনা মিথ্যা। ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরিবার ইহা একটি অপ্রকট উপায়। এ টাকার কিয়দংশ তৎপর দিবস দালালী হিসাবে ওরনামকির পকেটস্থ হইয়াছিল, কেননা,—দালাল না থাকিলে শীঘ্র কার্য্য সমাধা হয় না। ভাষ্যকারগণ আরও বলেন, মানুষ বরং ক্ষয়কাশে বাঁচিতে পারে, তথাপি এরূপ দালালের হাতে নিস্তার নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। জন-কোলাহল-মুখরিত কলিকাতার রাজপথ এখন নিস্তব্ধ। আপন মনে গ্যাস-স্তম্ভের উপরে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছিল, এবং কচিৎ কোন গ্যাস-স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া কোন প্রহরী-পুঙ্গব ঝিমাইতে ছিলেন।

জ্ঞানদা তখনও বিনিদ্র। উন্মুক্ত জানেলার ধারে বসিয়া স্বামীর কথা ভাবিতেছিল। আরও অনেক কথা ভাবিতেছিল। সেই পল্লীগ্রামের সেই সকল স্নেহ-করুণা-ভক্তিপূর্ণ হৃদয় নর-

নারীর কথা। সেই নিস্তব্ধ প্রীতি, নীরব শান্তি,—সেই অল্প আয় অল্প ব্যয়,—সেই প্রীতি প্রফুল্লতা, সে সব এই সহরে আসিয়া হারাইয়া গিয়াছে। এখানে বিপুল কর্ম্মস্রোত,—ভীষণ জীবন-সংগ্রাম। ততোধিক, প্রীতি ও প্রশান্তির অভাব। জ্ঞানদার মনে হইতেছিল, মানুষ এখানে কেন থাকে? কেবল আপনারা—অন্যের সহিত সদ্ভাব নাই, কুটুম্বিতা নাই—প্রাণভরা প্রীতির বিনিময় নাই। তোমার মরিয়া যাউক, ভাসিয়া যাউক, আমার তাহাতে কিছু না। আর আমাদের পল্লী—দশখানা গ্রাম লইয়া যেন একটি পরিবার! কেমন মিশামিশি—কেমন প্রীতির বন্ধন। সম্পর্কে কেহ না হইলেও 'দাদা খুড়া"—সেটা যেন আন্তরিকতার বিপুল বন্ধনে বাঁধা। হিন্দু মুসলমানে সম্পর্ক,—সে সম্পর্ক কেবল মুখের কথার দুদিনের জলবিম্ব নহে,—পুরুষ-পরম্পরাগত। এখানে—এ সহরে কি আছে! তবে সে সুখের আলয় কেন ম্যালেরিয়ার জ্বালায় জ্বলিয়া গেল। হায়, ভগবান্—সুখের পল্লীতে এ আগুন কেন জ্বালিলে?

তারপরে তাহার নিজের সংসারের কথা, স্বামীর কথা মনে হইতেছিল! ঋণের উপরে ঋণ হইতেছে—বিষয়-আশয় বাড়ী-ঘর-দুয়ার সব বাঁধা,—তাহার মন বড় চঞ্চল হইল। তারপরে প্রাণকে বুঝাইতে যাইতেছিল—আমি স্ত্রীলোক আমি ওসকলের ভাবনা ভাবিয়া কি করিব। যাঁহার ভাবনা তিনিই ভাবিবেন। কিন্তু সে কথা ভাবিতে জ্ঞানদার প্রাণ আরও বিচলিত হইল। তাহার মনে হইল—যিনি এ সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা, যিনি তাঁহার এবং ঐ বালক-বালিকাদের অবলম্বন, আশা-ভরসা সব,—তিনি যে, কেমন হইয়া যাইতেছেন!

তিনি যদি এসময় হা'ল ছাড়িয়া দেন, তবে কি হবে! ভগবান্,— ঐ অবোধ বালক-বালিকাগুলির মুখেরদিকে চাহিয়া তাঁহার সুমতি দাও। তিনি দেবতা ছিলেন,—কে সেই দেবতাকে দানব সাজাইতেছে।

জ্ঞানদার মনে হইল, ইহা প্রলোভন-পূর্ণ কলিকাতা বাসেরই ফল!

এই সময় দীনবন্ধুর গাড়ী আসিয়া দরোজায় দাঁড়াইল। দীনবন্ধু বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি সম্পূর্ণ মদ-মত্ত। কথা জড়ান, পদদ্বয়টলায়মান,—রক্ত আঁখি বিঘূর্ণিত।

জ্ঞানদা সে মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। সে দাঁড়াইয়া ছিল, বসিয়া পড়িল। দীনবন্ধু তখন টলিতে ছিলেন,—ঠিক হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি তাঁহার তত ছিল না। তিনি ধাঁ করিয়া গিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

জ্ঞানদা ভাবিল একি হইল! যিনি নৈতিক চরিত্রে দেবতা ছিলেন, তিনি আজ নিশাবিহারী মাতাল! হায়, আমার মৃত্যু হইল না কেন? ভগবান্, তোমার মনে কি আছে প্রভু? আমি যে তিনটি নাবালক লইয়া পদ্মপত্রের জলের মত দেনার উপর ভাসিতেছি;—এইবার বোধ হয়, সকলের শেষ হইবে। দেশের বিষয় আশয়, ঘর দুয়ার সবই যাইবার মত হইয়াছে,—এখানকার বাড়ীও বন্ধক, তদ্ভিন্ন আরও ঋণ, গহনা দুখানা যাহা ছিল, তাহাও গিয়াছে! যদি পাড়াগাঁয়ে থাকিতাম, গোলার ধান—বাগানের শাক—বনের কচু তুলিয়া এদের ক্ষুন্নিবারণ করিতে পারিতাম! কিন্তু এখানে—এই সহরে, আমি ইহাদিগকে কি প্রকারে

মানুষ করিব। ইহাদের পিতা যে, সময় বুঝিয়া সংহারমূর্ত্তি ধরিয়া বসিলেন!

এই সময় অতিশয় জড়িত স্বরে দীনবন্ধু বলিল,—"বি—বি—না না, শালার জ্ঞানদা,—জ্ঞানদা আমি বমি করিব।"

জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি উঠিতেছিল, কিন্তু ততক্ষণে দীনবন্ধু বমি করিয়া সমস্ত বালিশ বিছানা ভাসাইয়া দিল,—সে দুর্গন্ধে সমস্ত গৃহ ভাসিয়া উঠিল। জ্ঞানদা কপালে করাঘাত করিয়া স্বামীকে উঠিয়া নীচেয় শয়ন করিতে বলিল। বমি করিয়াই দীনবন্ধু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে—জ্ঞানদার ডাকে দুই একবার সাড়া দিল, কিন্তু উঠিল না, বা উঠিতে পারিল না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে সেই সকল অনাচার লাগিয়া গিয়াছে—জামা কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে।

জ্ঞানদা তখন যথাসাধ্য শক্তিতে দীনবন্ধুকে টানিয়া নিম্নে নামাইল! উত্তমরূপে গাত্রাদি মুছাইয়া দিয়া শয্যা পাতিয়া শয়ন করাইল। তারপরে সেই সকল বিছানাদি উঠাইয়া বাহিরে রাখিয়া আসিয়া পালঙ্ক ধুইয়া দিল। দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য গৃহমধ্যে সুগন্ধ দ্রব্য ছড়াইয়া দিল।

জ্ঞানদার সে রাত্রে আহার হইল না। নিদ্রাও হইল না। দীনবন্ধু মদমত্ত হইয়া গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িল,—জ্ঞানদা কিন্তু ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, দণ্ডে দণ্ডে নাসিকার নিকটে হাত দিয়া দেখে,—মদ খাইয়া এমন হইলে মানুষ মরে না ত?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উপেক্ষা

পরদিন অতি প্রত্যূষে দীনবন্ধু শয্যাত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার শরীর ভাল নয়,—সুরাবিষের ক্রিয়া তখন দূরীভূত হইয়াছে, প্রবল উত্তেজনার পরে দারুণ অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে।

জ্ঞানদা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল,—"শরীর এখন কেমন?"

দীনবন্ধু ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"কেন, আমার কি বিকার হয়েছিল নাকি?"

জ্ঞানদা। না, তাই জিজ্ঞাসা কোরচি।

দীন। হয়েছিল কি বলই না।

জ্ঞানদা। এমন কিছুই না,—বমি কোরে সমস্ত বিছানা ভাসিয়ে দিয়েছিলে।

দীন। অম্ল হইয়াছিল।

জ্ঞানদা। অমন অম্ল যাতে আর না হয়, তা' করিবে কি? তুমি দেশ ছাড়িয়া আমাকে লইয়া—তোমার ঐ কচি ছেলে-মেয়েগুলি লইয়া এই বিদেশে আসিয়াছ,—এখানে প্রচুর খরচ। তার উপরে ব্যবসায় করিতে গিয়া এত দেনা হইয়াছে যে, ভাবিলে স্থির থাকা যায় না—বিষয় ছাড়া, সম্পত্তি ছাড়া দেনা! ব্যবসায়ের জন্য যে পাট কিনিয়াছ,—তাহার দর কমিয়া কমিয়া একবারে সর্ব্বনাশ করিয়া দিতেছে,—এসময় তুমি যদি আবার এরূপ অত্যাচার আরম্ভ কর,—তবে কি হবে?

দীন। আমি কি করিয়াছি?

জ্ঞানদা। তুমি মদ খাইয়াছিলে।

দীন। কলিকাতার লোকে মদ না খাইলে গ্রাহ্যই করে না।

জ্ঞানদা। যেখানে চরিত্রহীন না হইলে—পাপ না করিলে লোকে মানুষ বলে না, সেখানে থাকা কেন? ছেলেগুলাও আর দু'দিন পরে মদ ধরিবে! না ধরিলে উহাদিগকেও মানুষ বলিবে না? ভাবিয়া দেখ দেখি, তখন কি সর্ব্বনাশ হইবে? অতএব চল, আমরা আমাদের সেই নিভৃত পল্লীতে ফিরিয়া যাই।

দীন। তোমার সব কাজেই বাড়াবাড়ি।

জ্ঞানদা। কেন?

দীন। তোমায় একটা কথা নিষেধ করি।

জ্ঞানদা। কর।

দীন। আমার উপরে তুমি বেশী চা'ল চালতে চেষ্টা করিও না। তুমি আমার বর নও,—আমি তোমার বর। যা' ভাল বুঝ্‌বো, তাই কোর্‌বো। তুমি বড় কথা করিও না।

জ্ঞানদা। আমার দুরদৃষ্ট যে, এতকাল পরে আ'জ তুমি আমাকে এই উপদেশ দিলে। কিন্তু এতদিন আমার পরামর্শ না লইয়া সামান্য কাজও কর নাই। আমি 'বুঝিতে পারি না' বলিলে তুমি বলিয়াছ, বুঝিতে চেষ্টা কর;—সংসারে স্ত্রী স্বামীর সর্ব্বকার্য্যের সহায়-স্বরূপিণী। প্রভু, স্বামিন্;—সে কি এই তুমি? বুঝিয়াছি, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে!

মদের অবসাদ অবস্থায় ক্রোধাদি যেমন হয়, দীনবন্ধুরও তাহাই হইতেছিল। সে একেবারে জলিয়া উঠিল, বলিল—"নিশ্চয় ভাঙ্গিয়াছে। তুমি যা পার কর।"

জ্ঞানদার চক্ষু তখন রক্তবর্ণ—জলশূন্য। হৃদয়ের প্রবল তাপে জল শুকাইয়া আগুন হইয়া গিয়াছে। সে কোন কথা কহিতে পারিল না। একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দীনবন্ধু বলিল—"অমন করিয়া চাহিয়া রহিলে কেন? খাবে নাকি?"

জ্ঞানদা আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। সে বুঝিল, তাহার স্বামীর পতন হইয়াছে,—তাহার স্বামী অনেক নীচেয় নামিয়া গিয়াছেন। সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আর একটা ঘরে গিয়া মেঝ্যেয় পড়িয়া লুঠিয়া লুঠিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হরিগোপাল প্রভাতে উঠিয়া মাতার সাক্ষাৎ না পাইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিল; তারপরে যে গৃহে জ্ঞানদা পড়িয়াছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইল। মেঝ্যেয় পড়িয়া মাতাকে নীরবে রোদন করিতে দেখিয়া, সে বড় কাতর হইল। অনেকক্ষণ স্থির-নয়নে মাতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা, মা, তুমি কান্‌চো কেন মা?"

মাতার উচ্ছ্বসিত উৎস আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রবল প্রবাহিত চক্ষুর জল আরও প্রবলবেগে বহিল। জ্ঞানদা উঠিয়া বসিয়া হরিগোপালকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"অবোধ ধনেরা আমার, তোরা জান্‌তে পার্‌চিস না যে, তোদের গৃহে কালসর্প প্রবেশ করিয়াছে।"

হরিগোপাল সে কথার কোন ভাবার্থ উপলব্ধি করিতে পারিল না। সে কেবল উদাস-স্ফীত নয়নে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রমেশ

দীনবন্ধুর মেজাজ সে দিন বড় খিটখিটে ছিল। ননী-গোপাল তাহার গৃহশিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিতে করিতে যখন একটু হাসিয়াছিল, তখন দীনবন্ধু তাহাকে এরূপ প্রকারে ধমকাইয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে কখনও তাহাকে সেরূপ প্রকারে তিরস্কার করেন নাই। ভৃত্যটার তামাকু দিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া, তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে পলাইয়া রক্ষা পাইয়াছিল। আলু-পটোলওয়ালা আসিলে "পচা আলু" দেওয়ার অজুহাতে অনেক বকুনি খাইয়াছে। গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-কর-নিপীড়িত ধরণীবক্ষে বৃষ্টি-পাতের ন্যায় সেই সময় তথায় রমেশচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পার্শ্বোপবিষ্ট হইয়া রমেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরনাম-কি শরীর ভাল আছে ত?"

দীন। না ভাই,—কেমন যেন হ'য়েছে। সর্ব্বাঙ্গ চিবুচ্চে, মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ কোরচে। কালরাত্রে বমি করিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। এখন শরীর ভারি খারাপ।

রমেশ। ওরনামকি আমি সেই জন্যই আসিয়াছি।

দীন। কিসের জন্যে?

রমেশ। তোমার ওরনামকি শরীর খারাপ হবে তা' আমি জানতেম।

দীন। কিসে সারিবে?

রমেশ। ওরনামকি ওকে খোঁয়ারে লাগা বলে, এখন একটু খেতে হবে। সামান্য—খেলে দেখবে, শরীর ঝরঝরে হ'য়ে যাবে।

দীন। সকালে মদ খাব?

রমেশ। একদিন খাইয়া দেখ,—ওরনামকি নিয়মই এই-রূপ। একটা টাকা দাও - আনি।

দীনবন্ধু একটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন,—রমেশচন্দ্র মদ্য ক্রয় করিয়া আনিল।

ননীগোপাল সেই গৃহের একপার্শ্বে বসিয়া পড়িতেছিল, তাহার গৃহ-শিক্ষক সেখানে বসিয়া তাহাকে পড়াইতেছিল। তাহারা থাকিলে মদ্যপানে বিঘ্ন হয়, এই জন্য দীনবন্ধু শিক্ষককে বলিলেন,—"আমাদের কোন গোপনীয় কাজ আছে, আপনার ছাত্রকে লইয়া বাহিরের বারেণ্ডায় যান।"

শিক্ষক মনে মনে একটু বিরক্ত ও বিস্মিত হইল। এতদিন হইল, ননীগোপালকে পড়াইতেছেন, কখনও দীনবন্ধু তাহাকে চক্ষুর অন্তরালে বসিয়া পড়িতে দেন নাই, বরং অনেকদিন আগে একসময় শিক্ষকই ননীগোপালকে পড়াইবার জন্য একটা পৃথক্ গৃহের প্রার্থনা করিয়াছিল,—দীনবন্ধু বলিয়াছিলেন, না—ছেলে চক্ষুর সাম্‌নে না থাকিলে কাজ হয় না। কিন্তু আ'জ একি! রমেশচন্দ্রের গমন, চাদরের মধ্যে করিয়া বোতল আনয়ন, এবং অন্য বিবিধ হাবভাবে শিক্ষকের আসল ব্যাপার বুঝিতে বাকী রহিল না। সে, সেদিনকার মত ছাত্রকে ছুটী দিয়া চলিয়া গেল। ননী বাটীর মধ্যে গেল।

রমেশচন্দ্র গ্লাস ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। মদ্য ঢালিয়া দীনবন্ধুর হস্তে দিলেন,—দীনবন্ধু পান করিলেন, রমেশচন্দ্রও পান করিলেন। দুই এক গ্লাস পান করিতেই মত্ততা আসিল।

এই সময় ডাক-পিয়ন দীনবন্ধুর নামীয় তিনখানা পত্র দিয়া গেল।

দীনবন্ধু প্রথম পত্রখানা পাঠ করিলেন। সেখানা তাঁহার বাড়ী হইতে আসিয়াছে—পোষ্টকার্ডে লেখা। তাহাতে লেখা ছিল,—

শ্রীচরণ কমলেষু।

আপনার খরিদা মৌরসি জমা বাকী খাজনার জন্য আগামী পরশ্বঃ নিলাম হইবে, যদি রক্ষা করা বিবেচনা করেন, কল্যই বিনোদপুর যাইবেন।

অন্যান্য জমাতেও নালিশ হইয়াছে, রক্ষার উপায় যদি করিতে হয়, বাড়ী আসিয়া জমিদারদের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন। আপনার জমায় বাকী পড়িতেছে, নিলাম হইতেছে, দেখিয়া আপনি মতিবাবুর নিকটে যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন, তিনিও নালিশ করিবেন।

বিষয়-আশয় সব গোলযোগ হইয়া গেল। এদিকে একটু দৃষ্টি না রাখিলে কিছুই থাকিবে না।

প্রণত
হরীশ।

হরীশ তাঁহার প্রতিবাসী একটি স্বজাতীয় ভদ্রলোক। বিনোদপুর তাঁহাদের মহকুমা।

দীনবন্ধু পত্র পাঠ করিয়া বিরক্ত হইলেন। বলিলেন,—"শালার ঝঞ্ঝাট একেবারে না মিটাইলে আর উপায় নাই।"

তারপরে দ্বিতীয় পত্র খানি পাঠ করিলেন। সেখানা খামে আঁটা। সে পত্র তাঁহার জামাতা লিখিয়াছে। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

আমার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেও জানাইয়াছি। এক্ষণে তাহার বয়স ছয় মাস,—আগামী ১৬ই তারিখে অন্নপ্রাশন দিতে হইবে। আমার অবস্থা আপনার অবিদিত নাই,—নিম্ন দ্রব্যগুলি ওখান হইতে খরিদ করিয়া পাঠাইবেন, নতুবা লজ্জা পাইব। অন্ততঃ ১৪ই তারিখে আপনার এখানে আসিতে হইবে,—আমার অন্য অভিভাবক কেহ নাই। আসিবার সময় শ্রীমান্ দ্বয়কে সঙ্গে আনিবেন।

জিনিষের ফর্দ্দ—

ময়দা	২/০ দুই মণ
চিনি	১/০ এক মণ
আলু	২/০ দুই মণ
ফৌজদারীবালাখানার	
তামাক	।০ দশ সের
খোকার জন্য	
চেলীর যোড়	১টা

সেবক

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ দত্ত।

পত্র পাঠ করিয়া দীনবন্ধু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। বাগ-

লেন,—"আমি যেন টাকশাল, কুড়ি-পঁচিশ টাকার জিনিষ তাহাকে পাঠাইতে হইবে। আমার জ্বালায় আমি বাঁচি না।"

অপর পত্রখানি খুলিলেন। সেখানা বিনোদিনীর লেখা। তাহা অবিকল এইরূপ—

হাতি-বাগান ; বৃহস্পতিবার, রাত্রি ১টা।

প্রাণের প্রদীপ !

তুমি চলিয়া গেলে, আমি একা, শূন্য-প্রাণে গৃহমধ্যে আসিলাম। সব শূন্য বোধ হইতে লাগিল। কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। তখন উঠিয়া তোমাকেই পত্র লিখিতে বসিলাম। তুমি কখন আসিবে? কা'ল যেন বেলা পাঁচটা না অতিক্রম হয়। এর মধ্যেই আসা চাই। নিষ্ঠুর! রাত্রে আর তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। 'তোমা বিহনে পোড়ারমুখী বিনীর আর নিদ্রাও আসে না। মাথা খাও, মরা মুখ দেখ,—আসিও।

দীনবন্ধু পত্র পাঠ করিয়া পত্রখানি রমেশচন্দ্রের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"প্রেম—প্রেম যে কি পদার্থ তাহা এতকাল বুঝি নাই ; এখন বুঝিলাম। আর ইহাকেই বলে যথার্থ প্রণয়। বিলাসের জগৎ তাহার নিকট স্বাধীন—উন্মুক্ত, তথাপি সে আমাকে চায়! আমিও কৃতঘ্ন নই,—আমি তাহারই।"

রমেশচন্দ্র পত্রপাঠ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"ছুঁড়ীটা ওরনামকি একেবারে ম'রেছে। ধর বাবা, আর একটু মদ খাও,—এখন এই পর্য্যন্ত বোতলটা ওরনামকি তুলে রাখা যাক্।"

দীনবন্ধু পুনরায় মদ্যপান করিলেন। রমেশচন্দ্রও পান করিলেন, তারপরে আলমায়রার মধ্যে সুরাবোতল উঠিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—∞—

চিন্তা

দীনবন্ধুর মত্ততা তখন বড় অধিক প্রকাশ পায় নাই। তবে সুরাবিষ ব্যর্থ যাইবার নহে। কিছু ভাঙ্গা কথা, কিছু উগ্রতা, কিছু দাম্ভিকতা দীনবন্ধুতে প্রকাশ পাইতেছিল।

জ্ঞানদা অতিশয় ম্লান-বিষণ্ন মুখে চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে বসিয়া তৈল মাখিতেছিল, দীনবন্ধু তথায় গিয়া দর্শন দান করিলেন। দীনবন্ধুর দিকে একবার করুণ-বিষণ্ন নয়নে চাহিয়া জ্ঞানদা মুখ নত করিল। দীনবন্ধু বলিলেন,—"কি, মাতালের সহিত কথা কহিতে ঘৃণা হইতেছে না কি?"

জ্ঞানদা। রমণীর দেবতা স্বামী—স্বামী কখনই ঘৃণ্য নহেন, পরম পূজ্য—কিন্তু পাপ ঘৃণ্য। তোমার পায়ে পড়ি, ও পথে যাইও না।

দীন। রাখ বাবা তোমার পেন্‌পেনানী—যে কথার জন্যে এসেছি, তাই শুন্‌বে কি না, বল।

জ্ঞানদা। কাণ আছে শুন্‌ছি—ব'লে যাও।

দীন। তোমার মেয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন।

জ্ঞানদা। হ্যাঁ, তার পত্র কা'ল পেয়েছি।

দীন। জামাই এক ফর্দ্দ পাঠাইয়াছেন—কুড়ি পঁচিশটাকার জিনিষ চাই।

জ্ঞানদা। তারপর?

দীন। তারপর আবার কি বাঁচে কলা। আমিত টাকার গাছ নই।

জ্ঞানদা। সেজন্যে আমার পরামর্শের প্রয়োজন কি?

দীন। সেজন্যে নয়। আরও আছে—

জ্ঞানদা। কি?

দীন। বাড়ী থেকে পত্র এসেছে।

জ্ঞানদা। ভালই।

দীন। ভালই নয়—বিষয়-আশয় সব যায়।

জ্ঞানদা। তা যাবে না ত' আর কি হবে। বিষয়-আশয় যদি না যাবে—ছোঁড়ারা যদি পথে না বোসবে, তবে দেবতা দানবে পরিণত হবে কেন? তাদের পিতা তাদিগকে পায়ে ঠেলিয়া এত বয়সে মদ' আর বেশ্যায় অনুরক্ত হবে কেন?

দীন। ঐ যে রমেশচন্দ্র বলে—

জ্ঞানদা। রমেশ হোক, দীনেশ হোক আর সুরেশ হোক, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

দীন। তা হোক,—সেজন্য কিছু ভেবনা যাদু! আমি থাকতে তোমার কোন কষ্ট হবে না। একটু স্ফূর্ত্তি কোত্তে হয়—ব্যবসাদারের এমন চাই।

জ্ঞানদা। তোমায় যদি তুমি থাকিতে, বাস্তবিক আমার কোন কষ্ট হইত না। বিষয়-আশয় যাক্, গহনাপত্র যাক্, ঘর-বাড়ী যাক্—যদি মনে হ'রে আমার—পিতার স্নেহ-ক্রোড় পেত, আর হতভাগিনী যদি যেমন তোমার পায়ের তলায় ছিল, তেমন থাকতো, আমার কোন কষ্ট হ'ত না।

দীন। তবে কি আমি ম'রেছি।

জ্ঞানদা। বালাই,—সেটা এখন আমার হোক।

দীন। যা' ব'ল্‌তে এলাম, তা শুন্‌লে না?

জ্ঞানদা। বল।

দীন। আমি আ'জ দেশে যাব।

জ্ঞানদা। কেন?

দীন। একটা যা হয় কোরে আসি। দুই জায়গার ঝঞ্ঝাট আর সয় না।

জ্ঞানদা। ওমা, কি কোরে আস্‌বে?

দীন। কিছু টাকা লইয়া গিয়া খাজনার দেনাপত্রগুলা মিটাইয়া বিষয়-আশয় যাহা আছে, সব বেচিয়া আসিগে। মতি-বাবুর দেনা শোধ দিয়াও দুই তিন হাজার বাঁচিতে পারে।

জ্ঞানদা। তোমার পায়ে ধরি, আমার একটি কথা রাখ।

দীন। কি?

জ্ঞানদা। পৈত্রিক সম্পত্তি—দেশের সম্পত্তি নষ্ট করিও না। এখানে যত দেখ, জলবিম্বের মত—এই আছে ত এই নাই।

দীন। তোমার কোন জ্ঞান নাই।

জ্ঞানদা। না থাকুক—যেরূপ অবস্থা তাতে আমার নাবালক দুইটি নিশ্চয় পথে দাঁড়াবে।

দীন। মেয়েমানুষের কথা শুনিয়া কাজ করিব, আমি তেমন বাপের বেটা নই।

জ্ঞানদা। রক্ষা কর—কচি ছেলে দুটোর মুখের দিকে চাও,—দেশের সম্পত্তি যাহাতে রক্ষা পায়, তাহাই কর।

দীন। রক্ষা করিবার আর উপায় নাই।

জ্ঞানদা। কেন?

দীন। খাজনা-পত্রের যাহা দেনা দাঁড়াইয়াছে,—সে অনেক।

জ্ঞানদা। তেমন ত প্রজার নিকটও পাওনা আছে।

দীন। আদায় হওয়া দুর্ঘট;—কে আদায় করিবে?

জ্ঞানদা। চল আমরা দেশে যাই।

দীন। নেকা,—এখানে এত পসার, এত মান সম্ভ্রম, সব ছেড়ে যাব। আর মতিবাবুর দেনা!

জ্ঞানদা। এখানকার বাড়ী বেচ—আড়ত উঠাও—

দীন। আর 'পাড়াগেঁয়ে, পায়রা চোখো, সাঁজ ঘুমুনে হ'য়ে, তোমার চরণ-তলে বসিয়া থাকি। তা' হবে না, হবে না, হবে না।

জ্ঞানদা। বুঝিলাম, ভগবান্ আমাদের প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইয়াছেন।

দীন। তুমি বড় কুলক্ষণে। ঐ যে বিনি—দূর ছাই,—সে বলে—

জ্ঞানদা। রক্ষা কর—সে যা বলে, তার কাছে গিয়াই শুন, সে বেদ-কথা, সে ঋষিবাক্য আমাকে শুনাইয়া আর কৃতার্থ করিতে হইবে না।

দীন। তুমি আমাকে বড় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতেছ। তা'ত করিবেই। এখন গাড়ী চাপিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছ। চাকর চাকরাণীতে সেবা করিতেছে,—বামুনে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইতেছে,—

জ্ঞানদা। এ সুখ আমার সুখ নয়। রমণীর সকল সুখ

স্বামী ;—স্বামী রমণীর দেবতা। দেবতাকে দানব সাজিতে দেখিলে, সে কিছুতেই ভাল থাকে না।

দীন। হা হা, তুমি আবার থিয়েটারের এক্‌ট্রেস্‌ কবে হ'লে? এক দিন দু'জনকে পাল্লা লাগিয়ে দেখ্‌তে হবে।

ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে জ্ঞানদা মরমে মরিয়া গেল। তাহার রক্তগণ্ড আরও লাল হইল। চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল;— সে, সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

দীনবন্ধু জ্ঞানদার উপরে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, জ্ঞানদা নিতান্ত দুর্ম্মুখা ও জ্ঞানহীনা রমণী। বিনোদিনীর তুলনায় জ্ঞানদা পাংশুস্তূপ। ছি, ছি,—এমন লোকের সঙ্গে কি সুখে বাস করা যায়!

সেই দিন স্নান-আহার-অন্তে দীনবন্ধু দেড়টার গাড়ীতে দেশে গমন করিলেন। যাইবার সময় বিনোদিনীকে দেশের ঠিকানা দিয়া একখানি পত্র লিখিয়া যাইতে ভুলেন নাই। সে পত্রে অনেক ক্ষমা চাওয়া, অনেক কাকুতি-মিনতি, অনেক হা হুতাশ ছিল।

সে পত্রে যাহা লেখা ছিল, তাহা এই—

বিশেষ কারণে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই আমাকে দেশে যাইতে হইল। কেন এত তাড়াতাড়ি, তাহা আসিয়া বলিব। তবে সংক্ষেপে জানাই, দেশ হইতে এই মাত্র পত্র পাইলাম, এখনই না গেলে, আমার তিন চারি হাজার টাকা লোকসান হয়। পঁহুছিলেই টাকাগুলা পাইব। যদিও তোমায় দেখার নিকটে টাকা তুচ্ছ, তথাপি ভাবিলাম, এতটা টাকা জলে যায়, সেটা ভাল নয়। আমি চারি পাঁচ দিনের অধিক কখনই বিলম্ব

করিব না। বিনী—বিনোদিনী—প্রাণের বিনোদিনী—আমি তোমায় না দেখিলে আর একদণ্ডও থাকিতে পারি না।

তোমার

দীনবন্ধু।

পত্র যথাসময়ে বিনোদিনীর হস্তগত হইল। পত্রপাঠ করিয়া বিনোদিনী হাসিল। সম্মুখে বৃহৎ একখানা দর্পণ ছিল,—দর্পণে আত্মপ্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিয়া বিনোদিনী বলিল—"আমাদের চেয়ে ব্যাধেরা বড় বেশী শিকারী নয়। তারা পশু মারে, আমরা মানুষ মারি।"

তৃতীয় স্তর .

বঙ্গপল্লী, জন্মভূমি ! স্বর্গাদপিগরীয়সী ;
তুচ্ছ জগৎ, তোমায় অঙ্ক প্রাণের চেয়ে ভালবাসি
তোমার তরু তোমার লতা তোমার বনের ফুল,
তোমার নদীর শীতল সলিল তোমার পাখীকুল,
তোমার শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র তোমার স্নেহধারা
প্রাণে ত্বকে জড়িয়ে থাকে, হইনে যেন হারা ।

পল্লী-লক্ষ্মী

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রামে

তিন দিন হইল, দীনবন্ধু জন্মপল্লী কামারপুরে আগমন করিয়াছেন। একজন দেবকল্প সাধুপুরুষ আসিলে কিম্বা রাজাধিরাজ আসিলে প্রাণের স্নেহ-করুণা লইয়া তত লোক আসিয়া উপস্থিত হয় না, যত লোক দীনবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিতেছে। দীনবন্ধু, তুমি কিসের মানুষ? তোমার জন্মে এত লোক আসিতেছে কেন? স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ তাহাদের প্রাণ জড়ান ভালবাসা লইয়া প্রীতির বন্ধনে বাঁধিতে আসিতেছে। এ অযাচিত ভালবাসা, এ প্রাণভরা করুণা, এ মন্দাকিনীর শীতল সলিলধারাবৎ স্নেহধারা, এ সার্ব্ব-জনিক প্রীতির পরম পবিত্রতা—দীনবন্ধু, সহরে কোন দিন প্রাপ্ত হইয়াছ কি? এ দুর্ল্লভ সামগ্রী বঙ্গপল্লীর নিজস্বধন! ইহাতে জাতিভেদ নাই, ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িকতা নাই,—বয়ো বিভেদ নাই।

প্রভাতে উঠিয়া দীনবন্ধু বসুদের বাড়ী যাইতেছিলেন, যখন মুখুয্যেবাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দরোজা হইতে মুখুয্যেদের ন'বৌ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার মেঝমেয়ে পুঁটীকে বলিল—"তোর রায়কাকা যাচ্চেন—জিজ্ঞাসা করিয়া আয়, তোর খুড়ীমা বাড়ী আসিবেন না ?"

পুঁটী দৌড়িয়া গিয়া ডাকিল—"রায় কাকা !"

দীনবন্ধু তখন আরও কিয়দ্দূর চলিয়া গিয়াছিলেন, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। উত্তর করিলেন—"কেন মা !"

পুঁটী। খুড়ীমারা বাড়ী আসিবেন না ?

দীন। আসিবে।

পুঁটী। কবে ?

দীন। মাসকয়েক পরে।

পুঁটী। শীঘ্গির পাঠায়ে দেবেন,—কতদিন আমরা তাঁকে দেখিনি। খুকী কেমন আছে ?

দীন। ভাল আছে।

পুঁটী ফিরিয়া চলিয়া গেল। কৈবর্ত্তদের নেড়া সেই পথে যাইতেছিল, সে দীনবন্ধুর দেখা পাইয়া তাহার খেলার সাথী ননীগোপালের কথা মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি এলেন, ননী কোথায় ? সে আস্‌বে না ?"

দীন। আস্‌বে বৈ কি।

নেড়া। তারে আমার কথা বোলবেন। আর বোলবেন, আমাদের বাগানের গাছে এবার খুব নীচু হয়েছে—ননী বড় নীচু ভালবাসে।

দীনবন্ধু চলিয়া গেলেন। রাস্তার ধারে শ্রীদাম কর্ম্মকারের

বাড়ী। সে তাহার বাহিরের গৃহে বসিয়া কাজ করিতেছিল। দূর হইতে দীনবন্ধুকে দেখিতে পাইয়া, ছুটিয়া রাস্তায় আসিল,—নমস্কার করিয়া বলিল,—“আসুন, তামাক খাবেন,—কতদিন বাড়ী ছাড়া।”

দীনবন্ধু তাহার আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। গৃহমধ্যে একখানা বেঞ্চি পাতা ছিল, তদুপরি গিয়া উপবেশন করিলেন। সে তামাক সাজিয়া দীনবন্ধুর হস্তে হুঁকা প্রদান করিয়া বলিল,—“খান।”

দীনবন্ধু ধূমপান আরম্ভ করিলেন। শ্রীদাম বলিল,—“সব-শুদ্ধ বাড়ী আসা হ'য়েছেত?”

দীন। না।

শ্রীদাম। তাঁরা এলেন না কেন?

দীন। ছেলে দুটো প'ড়ছে,—এখানেত ইস্কুল টিস্কুল নাই।

শ্রীদাম। তা বটে, কিন্তু গ্রামে একে লোক নাই, তার উপরে আপনারা যদি ক্রমে ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যান,—আমরা টিঁকিব কি প্রকারে?

দীন। কি করি? গ্রামের অবস্থা চারিদিক দিয়াই বড় খারাপ।

শ্রীদাম। আমাদের বয়স অনেক হইয়াছে,—আমরা কর্ত্তা-দের আমলের সংবাদ পর্য্যন্ত জানি; তখন তাঁহারা কত সুখে—কত শান্তিতে এই গ্রামে বাস-বসতি করিতেন। তাঁদের কোন অভাব ছিল না,—সুখ আর শান্তিই তাঁহাদের সারা জীবনে ব্যাপিয়া থাকিত।

দীন। তখন দেশে ম্যালেরিয়া ছিল না।

শ্রীদাম। তখন ছিল না, আর এখন হইয়াছে—সুতরাং সে জিনিষটা অস্থায়ী, যাহা অস্থায়ী তাহাকে তাড়ানও যায়। আপনারা মনোযোগী হইলে বোধ হয়,—ম্যালেরিয়া থাকেও না।

দীন। সমবেত চেষ্টা চাই,—পাড়াগাঁয়ের লোকের তা' নাই।

শ্রীদাম। তাইত,—তবে কি ক্রমে ক্রমে কলিকাতাতেই বাস করিবেন? বাড়া কিনিয়াছেন, তাও শুনিয়াছি।

দীন। দেখি কি হয়।

শ্রীদাম সে কথায় বড় ব্যথিত হইল। বলিল,—"বাপ-পিতামহের ভিটা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন না।"

দীনবন্ধু সে কথার আর কোন উত্তর করিলেন না। ধূমপান শেষ করিয়া শ্রীদামের হস্তে হুকা প্রদান করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। পথে সরিওতুল্যা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সরিওতুল্যা সম্ভ্রান্ত মুসলমান,—গ্রাম সম্পর্কে দীনবন্ধু তাহার চাচা।

সরিওতুল্যা সেলাম করিয়া বলিল—"চাচাজি, কবে বাড়ী আসিয়াছেন?"

দীন। কা'ল আসিয়াছি—তোমরা ভাল আছ?

সরি। জানের খায়ের। আপনি নাকি কলিকাতায় বাস করিবেন,—এখানকার বাড়ী ঘর দুয়ার ছাড়িয়া দিবেন নাকি?

দীন। একা মানুষ।

সরি। এখানে আমরা থাকিব, আর আপনি সেখানে থাকিবেন? কত পুরুষ ধরিয়া একত্রে বাস করিয়া আসিতেছি,—এ মিলন ভাঙ্গিতেছেন কেন? ম্যালেরিয়ায় মরিতে হয় একত্রে মরিব—একত্রে দশজনে দুঃখ পাওয়াই বুঝি সুখ।

দীন। তা' বটে! তবে কলিকাতায় একরূপ সব করিয়া ফেলিয়াছি।

সরি। কলিকাতায় গিয়া ত আমার একদণ্ডও মন টিকে না,—রাস্তায় ধূলা আর ঘোঁড়ার গুর গন্ধ, ইহা কলিকাতার হাড়ে হাড়ে মিশান; খাবারের মধ্যে আছে, মানুষের নাকের মধ্যে আছে।

দীনবন্ধু হাসিয়া তাহার সহিত আরও কি কথোপকথন করিয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষয়ের-ব্যবস্থা

বসুপাড়ায় মতিলাল বসুর বাড়ী। দীনবন্ধু মতিলালের নিকটে দুই কিস্তীতে তিন হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন—সুদে আসলে টাকা সাড়ে তিন হাজারে দাঁড়াইয়াছে।

দীনবন্ধু মতিলালের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, মতিলাল স্বাগত জিজ্ঞাসার পরে টাকার কথা তুলিলেন। দীনবন্ধু বলিলেন,—"আমি সেই জন্যেই আসিয়াছি।"

মতি। টাকা মিটাইয়া দেবে না কি?

দীন। হাঁ, দিতে হবে বৈ কি। তবে একটা যুক্তির জন্যে তোমার কাছে আসিয়াছি।

মতি। কি?

দীন। কলিকাতায় আমি বাড়ী করিয়াছি।

মতি। তা' শুনিয়াছি।

দীন। পাটের আড়ত করিয়াছি।

মতি। তাও শুনিয়াছি।

দীন। ছেলে দু'টি স্কুলে পড়িতেছে।

মতি। সে ভালই হইয়াছে।

দীন। এক্ষণে আমি যে আর বাড়ী আসিয়া বিষয়-আশয় দেখি, সে অবকাশ নাই।

মতি। তবে বিষয় থাকিবে কি প্রকারে?

দীন। থাকিবে না—থাকিতেছেও না। তাহারই যুক্তি চাই। বিষয় বিক্রয় করিব।

মতি। তা' মন্দ কি! পাঁচগায় আর একটা মানুষে কি করিয়া দেখে! দর-দস্তুর হইয়াছে?

দীন। না, আমি এখনও অন্য কাহাকে এ কথা বলি নাই।

মতি। বলিবার প্রয়োজনও নাই। যদি বিক্রয় করাই স্থির কর, তবে আমাকেই দিও। আমার যাই হোক দুটো পয়সা আছে, কিন্তু এক কাঠা জমি-জায়গা বা একটা আম-কাঁঠালের গাছ নাই। সব বিক্রয় করিবে?

দীন। সব,—কিছু বিক্রয় করিয়া, কিছু রাখিয়া আর কি করিব।

মতি। তা' ত বটেই। তবে একটা দর স্থির কর। অন্যের চেয়ে আমি কিছু দর বেশীও দেব। আমার প্রয়োজন বেশী,—কিছুই নাই কি না?

দীন। আচ্ছা, আমি কা'ল একবার হিদাপুকুরে যাব,—ছোট মামার সঙ্গে যুক্তি করিয়া আসিয়া যে হয় বলিব।

মতি। যুক্তি টুক্তির কথা জান কি, ও যার যা সুবিধা সে তাই করে। তিনি হয়ত তোমার সুবিধা অসুবিধা বুঝিবেন না। তিনি বিষয় বেচিতে কখনই অনুমতি দিবেন না।

দীন। না না, আমাকে সম্পত্তি বেচিতেই হইবে।

এই সময় ডাকপিয়ন চিঠি বিলি করিতে বাহির হইয়াছিল। বসুদের চিঠি ছিল,—দিতে আসিয়াছিল, দীনবন্ধুকে দেখিয়া বলিল "আপনার চিঠি আছে।"

"দাও"—দীনবন্ধু এই কথা বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। পিয়ন একখানা খামে আঁটা সুগন্ধময় চিঠি প্রদান করিল। শিরোনামা দেখিয়াই দীনবন্ধুর প্রাণের মধ্যে বসন্তের বায়ু প্রবাহিত হইল।

পাঠক-পাঠিকা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কোন্ বসন্তের বায়ু? বসন্ত কালের না বসন্তরোগের? আপনারাই সে বিচার করুন।

দীনবন্ধু মতিলালকে বলিলেন,—"শুনিলাম আপনি নাকি নালিশ করিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন,—তাই দেখা করিতে আসিলাম। আমি আ'জ তিন দিন এখানে আসিয়াছি,—আপনি বাড়ী ছিলেন না, বলিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই।

মতি। নালিশ করা আমার ইচ্ছা নহে,—তবে তোমার নামে তোমার সম্পত্তির মালিকেরা যেরূপ ভাবে নালিশ করিতেছে, তাহাতে তোমার সম্পত্তি রক্ষা করা দায় হইবে।

দীন। আমি ইহার শেষ করিয়াই যাব। এক্ষণে চলি-

লাম,—কা'ল আপনি বাড়ী থাকিবেন, নাগাইদ সন্ধ্যায় আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

মতি। কা'ল সন্ধ্যাকালে ?

"হাঁ"—এই কথা বলিয়া দীনবন্ধু উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রাস্তায় গিয়া পত্রাবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—

প্রাণের প্রদীপ !

আমাকে দেখা না দিয়াই তুমি চলিয়া গিয়াছ। যদি আমার প্রাণের বেদনা বুঝিতে, যদি আমার হৃদয়ের করুণ-প্রার্থনা জানিতে, তাহা হইলে কখনও আমাকে একবার—অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্ম দেখা না দিয়া কোথাও যাইতে না। নিষ্ঠুর ! এ দু'দিন কেমন করিয়া রহিয়াছ ? আমি যে আর কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না। তুমি পত্র পাঠ মাত্র আসিবে—যদি কা'ল নাগাইদ সন্ধ্যায় তোমায় আমার ঘরে দেখিতে না পাই, নিশ্চয় জানিও, আমি রমেশবাবুকে সঙ্গে লইয়া—আর রমেশ-বাবু যদি না যায়, আমি একাই তোমার বাড়ী যাইব। চিনি না—পথ জানি না ? নাই বা জানি, প্রেমের পথে কেহ বিঘ্ন হইতে পারে না। শত উপলখণ্ডে আছাড় খাইয়া, শত বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া, পর্ব্বত হইতে নদী নামিয়া তাহার বাঞ্ছিতের উদ্দেশে গমন করে। হায়, বিধাতা আমায় একি করিলে ! মাথা খাও, মরা মুখ দেখ, কা'ল আসা চাই-ই। কোন ওজর আপত্তি শুনিব না। শুনিব কি,—না থাকিতে পারিলে কি করিব ?

তোমারই—বিনী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিক্রয়

পত্র পাঠ করিয়া দীনবন্ধুর বিবেচনা হইল, বিশ্বের প্রেম কেন্দ্রীভূত হইয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। বিনোদিনী বুঝি বিরহ-বিকারে মর মর হইয়াছে—কা'ল সন্ধ্যায় কলিকাতায় গিয়া বিনোদিনীকে দর্শন না দিলে সে কিছুতেই বাঁচিবে না। তিনি ফিরিয়া মতিলালের বাড়ী গমন করিলেন।

মতিলাল উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিল, তিনি চেঁচাইয়া ডাকিলেন। মতিলাল বাহিরে আসিয়া দীনবন্ধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ফিরিলে যে ?"

দীন। যে চিঠিখানা পিওন দিয়া গেল, ওখানা কলিকাতার। পথে গিয়া খুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম, কা'ল সন্ধ্যার সময় আমাকে কলিকাতায় উপস্থিত হইতেই হইবে।

মতি। এদিকের বন্দোবস্তের কি করিবে ?

দীন। বন্দোবস্ত আর কি ? বিক্রয় করিব। তবে তোমাকে এক কাজ করিতে হইবে ?

মতি। কি ?

দীন। জমিদারের দেনা-পাওনা মামলা-মোকদ্দমা যা আছে,—সব তুমিই মিটমাট করিয়া লইও।

মতি। তুমি ?

দীন। আ'জই দলিল আনাও, লেখাপড়া শেষ হো'ক্ ; —কা'ল রেজেষ্টরী আফিসে গিয়া রেজেষ্টরী করিয়া দিব,—

রেজেষ্টরী আফিসেই টাকা কড়ি মিটমাট হইবে। তারপরে তিনটার গাড়ীতে কলিকাতায় চলিয়া যাইব।

মতি। অনেক হাঙ্গামা—জমিদারের কত দেনা-পাওনা তা'র একটা ঠিক-ঠাক হওয়া চাই।

দীন। সে সকল দেখিতে হইলে অনেক সময় লাগিবে। তত সময় আমার নাই। তুমি মোটের উপরে একটা স্থির কর।

মতি। ভাল, তুমিই বল।

দীন। আমি তোমার যাহা ধারি, তাহা বাদে মোট আমাকে আর দুই হাজার টাকা দাও—আমার এখানে যাহা কিছু আছে, তোমাকে লিখিয়া দিয়া যাইতেছি।

মতি। উঃ! সে বড় বেশী হয়। আর এক হাজার।

শেষে অনেক আন্দোলন-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর দেড় হাজার টাকা দীনবন্ধু নগদ পাইবেন বলিয়া স্থির হইল। মতিলাল তখনই লেখাপড়া করিবার দলিল আনিতে লোক পাঠাইলেন,—দীনবন্ধু বাড়ী চলিয়া গেলেন।

দীনবন্ধুর বাড়ীতে তখন চারি পাঁচজন প্রজা বসিয়াছিল। কেহ দুগ্ধ লইয়া আসিয়াছিল,—কেহ সুপক্ক ফল, কেহ মৎস্য, কেহ বা উৎকৃষ্ট পাটালী আনিয়াছিল। সকলে তাঁহাকে অভিবাদন করিল এবং বাড়ী আসিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিল।

দীনবন্ধু তাহাদের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। কথা কহিতে যেন দারুণ কষ্ট হইতেছিল,—হায়, তাহাদের সহিত তাঁহার এ সম্বন্ধ জন্মের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া

যাইবে। কিন্তু সে ভাব, সে কথা গোপন রাখিয়া তাহাদিগের সহিত দু'একটা কথা কহিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

দীনবন্ধু বৈকালে একবার পুষ্করিণীর তীরে গেলেন। তাঁহারই যত্ন-রোপিত আম্র কাঁঠাল লীচু পীচের গাছগুলি সারি সারি দণ্ডায়মান। দূরে দূরে কত যত্নের বাঁশ বাগান,—পুষ্করিণীর তীরে তীরে নারিকেল গুবাক বৃক্ষ;—সে সকল যেন স্নেহের শত বাহু দিয়া দীনবন্ধুকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। আর একদিন,—একদিন পরে এ সকল আজন্মের মত দীনবন্ধুর স্বত্বচ্যুত হইয়া যাইবে! দীনবন্ধুর চক্ষু দিয়া জল আসিল,—তিনি একটা আম্রবৃক্ষ-তলে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার নিকট দিয়া একটা কাক বড় কঠোর স্বরে কা কা করিতে করিতে উড়িয়া গেল।

সহসা দীনবন্ধুর মনে হইল, এ পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়ায় পূর্ণ। এখানে থাকিব কি প্রকারে? এখানে বিনোদিনী নাই,—বিনোদিনী আমা বিহনে বাঁচিবে না! সুখ কিসে? পল্লীগ্রামের এই বৃক্ষ বহুলা স্থানে, না বিনোদিনীর সুরম্য কক্ষে? দীনবন্ধুর মনে বল আসিল,—তিনি উঠিয়া মতিলালের বাড়ী চলিয়া গেলেন।

সেই দিবসই সন্ধ্যার সময়ে লেখাপড়া সমাপ্ত হইয়া গেল। দীনবন্ধুর যে সকল দলিলাদি ছিল, তাহা মতিলাল পরিদর্শন করিলেন।

তৎপর দিবস, দীনবন্ধু ঘড়া ঘটী বাটী প্রভৃতি অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহা একখানা গাড়ী করিয়া সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে গমন করিলেন। ষ্টেশনের পথেই রেজেষ্টরী

আফিস। সেখানে সম্পত্তি রেজেষ্টরী হইল,—বাকী দেড়হাজার টাকা গণিয়া লইয়া, দীনবন্ধু চলিয়া গেলেন।

দ্রব্যগুলি পার্শ্বেল করিয়া চিৎপুর পাঠাইলেন। নিজে শেয়ালদহ ষ্টেশনের টিকেট কাটিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নব কৌশল

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গাড়ী শেয়ালদহ ষ্টেশনে পঁহুছিল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া দীনবন্ধু স্থির করিলেন, আ'জ আর বাড়ী যাইব না। এ সুযোগ হারাণ হইবে না,—বাড়ীর সকলে ভাবিতেছে, আমি দেশে আছি; কোন গোলযোগ হইবে না—কেহ কিছু বুঝিতে পারিবে না। তারপরে কা'ল সকালে উঠিয়া বাড়ী গেলেই হইবে।

সন্ধ্যার পরে অভিসার সজ্জায় সজ্জীভূতা হইয়া নিজকক্ষে বসিয়া বিনোদিনী যখন হারমোনিয়ম বাজাইয়া প্রেম-সঙ্গীত গাহিতেছিল, দীনবন্ধু সেই সময় সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

দীনবন্ধুকে দেখিয়া বিনোদিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বাহুবন্ধনে বন্ধন করিয়া বলিল—"এসেছ? জীবন-সর্ব্বস্ব! এমন করিয়া কাঁদাইয়া আর কখনও যাইতে পারিবে না।"

দীনবন্ধু স্বর্গ-সুখ অনুভব করিলেন। তারপরে উভয়ে বসিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিলেন।

এই সময় বিনোদিনীর মাতা তথায় ধীর পাদবিক্ষেপে আগমন করিলেন। বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া ভ্রুকুটী করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"পেয়েছ, আর কোন ভাবনা নাই। কি আপদ গো! আ'জ ক'দিন একেবারে আহার-নিদ্রা নাই। তুমি বাপু, ওকে না বলিয়া কহিয়া আর কোথাও যাইও না।'

দীনবন্ধু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আর আমি এখন কোথাও যাইব না।"

বিনোদিনীর মাতা বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"জামাইকে সে কথা বলিয়াছিস্?"

বিনোদিনী মৃদু হাসিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"হ্যাঁ, এখন সেই কথা আমার মনে আছে কি না! দেখা পাইয়াছি—ত্রিলোক ভুলিয়াছি।" তারপরে বলিল,—"না মা, তা' বলা হয় নাই,—আ'জ থাক, কা'ল বলিলেই হইবে।"

বি-মা। তোর মনে সব কাজেই পাগলামি। কা'ল হইল তার শেষ দিন,—কা'ল বলিলে কি হইবে?

দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি?"

বি-মা। ওগো বাবা, তোমার পাগলী—

বাধা দিয়া বিনোদিনী বলিল—"হ'লাম হ'লাম পাগ্‌লী—তুই এখন যা।"

বি-মা। না না,—তুই তা বলিবি না। দীনুকে পাইলে তোর কোন কথা মনে থাকে না। আমি বলিয়া যাই।

বিনো। না না, এখন আর জ্বালাইতে হইবে না। এক দেশ হইতে আসিল—এখন উনি বাজে বকুনি বকিতে আসিলেন।

দীন। কথাটাই শুনিতে দাও না।

বিনো। তবে শোন।

দীন। মা, কি বলিতেছিলেন, বলুন।

বি-মা। এমন কিছুই না,—বিনী একখানা বাড়ী বায়না করিয়াছিল। দাম আটহাজার সাতশ'। বায়নার শেষ দিন কা'ল। কা'ল লেখাপড়া করিয়া রেজেষ্টরী করিতে হইবে ও টাকা দিতে হইবে। গহনা বন্ধক দিয়া দুই হাজার আনা হইয়াছে, আর ছিল পাঁচ হাজার—এই সাতহাজার হইয়াছে,—আর হাজার দেড়েক টাকার একান্ত অভাব। আমাদিগকে কেহত আর অমনি ধার দেয় না। তুমি বাবা, ঐ টাকাটা কোথাও থেকে ধার করিয়া দাও,—বাড়ী কিনিয়া তখন বাড়ী বাঁধা দিয়া হাজার কয়েক টাকা কর্জ্জ করিয়া গহনা খালাস ও তোমার টাকা পরিশোধ করা যাইবে। কেমন বাবা, এ মতলব ভাল নয় ?

দীনবন্ধুর বুকের মধ্যে একবার যেন বড় কাঁপিয়া উঠিল। তারপরে বলিলেন,—"হ্যাঁ, উহা ভাল মতলব"

বি-মা। দেখ, বারমাস আর ভাড়ার টাকা গণিয়া পারা যায় না।

দীন। তা'ত বটেই।

বি-মা। এখন এই দেড় হাজার টাকা কা'ল সকালেই তোমাকে দিতে হইবে।

দীনবন্ধু কথা না কহিতে কহিতে বিনোদিনী বলিল,—"বেশ্যার আবার বাড়ী। কিসের জন্যে বাড়ী—কাহার জন্যে বাড়ী, শেষেত গবর্ণমেণ্ট লইবেন ?"

বি-মা। তুই যে দণ্ডে দণ্ডে বদ্‌লে যাস্। এই যে, সে দিন বল্লি—বাড়ী আমার ছেলের নামে উইল করিব। কেনার পরেই উইল করিয়া রাখিব।

দীন। কে ছেলে ?

বিনো। কেন, ননী আর হরি। তারা কি আমার ছেলে নয় ? বাড়ী তাদের,—কিনিয়াই উইল করিব। আমি বাড়ী কি করিব।

একে তখন সুরা-বিষে দীনবন্ধুর মাথা টলিতেছিল, তদুপরি মায়ে-ঝিয়ে কেবল কুহকছলা প্রকাশ করিতেছিল ;—দীনবন্ধু স্থির থাকিতে পারিলেন না। কেহই পারে না,—এই রাক্ষসীরা এই প্রকারেই লোকের ধন-মান. প্রাণ লইয়া পদ তলে দলিত করে।

দীনবন্ধু ভাবিলেন, টাকা যখন দিতেই হইবে, তখন আ'জ দেওয়াই ভাল। ইহাতে দুইটি কার্য্য সাধিত হইবে। এক বিনোদিনী ও বিনোদিনীর মাতা জানিবেন, হাজার দু'হাজার টাকা আমার নিকট তুচ্ছ,—সঙ্গেই থাকে। আর আড়তে বা বাড়াতে রাখিলে, তারপরে উঠাইয়া আনিতে অনেক গোল হইবে।

কিন্তু তাঁহার প্রাণ বড় বিচলিত হইল। বিষয় বেচিয়া টাকা আনিয়া কি একটা বেশ্যাকে দিতে হইবে। ব্যবসায়-তহবিলে যে, কিছুই নাই। পরক্ষণেই মন প্রবোধিত হইল,—টাকার জন্যে কি বিনোদিনীর সঙ্গে অসদ্ভাব হইবে। আর বিনোদিনীত এ টাকা ফিরাইয়া দিবে,—ক' দিন! আরও বিশেষতঃ বাড়ীখানা আমারই ছেলেদের নামে লিখিয়া দিবে।

তিনি বলিলেন,—"তা' হবে। দেড় হাজার টাকা বৈত নয়।"

বিনো। কা'ল সকালে হবে ?

দীন। কা'ল সকালে হোক, আ'জ এখন হোক—হইলেই হইবে।

বিনো। এখন কি আর তুমি সঙ্গে বেঁধে এনেছ !

দীন। দেশ হ'তে আস্‌ছি, খাজনাপত্র আদায় হ'য়েছে,—আছে বৈ কি !

বিনো। তবে দাওত ভাই,—মা টাকা নিয়ে সোয়াস্তি হ'কগে—আর আমরা—প্রাণ খুলে দুটো গান গাই। টাকা টাকা টাকা—ভাল লাগে না, ছাই।

দীনবন্ধু বিনা বাক্যব্যয়ে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ টাকাগুলি বাহির করিয়া বিনোদিনীর চরণ-সমীপে গণিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অবস্থা পরিবর্ত্তন

দীনবন্ধুর সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কাশীনাথ যে পাট কিনিয়া দিয়া ছিল, তাহা পচিয়া গোময়ে পরিণত হইয়া গেল। পদ্মার জলে এক মাস ডুবিয়া থাকিয়া পচিয়া গিয়াছিল,—কাশীনাথ নানাবিধ কৌশলে তাহা দীনবন্ধুকে গ্রহণ করাইয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কলিকাতায় এরূপ দালাল সর্ব্বত্র,—নিজে না

বুঝিয়া কাজ করিলে এরূপ দালালের হস্তে ক্রোরপতিও পথের ভিখারী হয়।

দীনবন্ধু কাশীনাথকে ডাকাইলেন। ম্লান-মুখে কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"আমার সর্ব্বনাশ করিলে ?"

কাশী। আমি ভালর জন্যেই গিয়াছিলাম, তোমার অদৃষ্ট মন্দ—কি করিবে বল।

দীন। তুমি জুয়াচোর—জুয়াচুরি করিয়া, অন্য পাট দেখাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ।

কাশী। তুমি কচি খোকা কি না!

দীন। জুয়াচোরের হাতে প্রতারিত না হয়, এমন লোক কেহ নাই।

কাশী। বারে বারে জুয়াচোর বলিও না—তোমার মত অনেক পুঁটিমাছ কাশীনাথের মুঠোর মধ্যে আছে।

ক্রমে কথায় কথায় উভয়ে খুব বাধিয়া উঠিল। দীনবন্ধু আর সহ্য করিতে পারিলেন না,—কাশীনাথের ললাটে এক মুষ্ট্যাঘাত করিলেন,—কাশীনাথ পলাইয়া গেল।

দীনবন্ধুর তিন হাজার টাকার পাট ময়লা ফেলা গাড়ীতে উঠিয়া ধাপার মাঠে গিয়া জন্মান্তর লাভ করিল।

এদিকে পাটের দর আরও কমিয়া গেল। দিন দিন পাটের মহাজনগন সর্ব্বনাশ গণিল। অনেকেই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইয়া কেহ ইন্‌সলভেণ্ট লইয়া প্রাণ বাঁচাইল, কেহ গণেশ উল্টাইল,—কেহ কলিকাতার মায়া কাটাইয়া দেশে পলায়ন করিল।

দীনবন্ধু আরও কিছুদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারিতেন,

কারণ তাঁহাকে আফিসের সাহেবেরা বেশ বিশ্বাস করিত। কিন্তু কাশীনাথ দীনবন্ধুর নিকট অপমানিত হইয়া সর্ব্বত্র তাঁহার বেশ্যা-সক্তি মদ্যপান ও চরিত্র হীনতার কথা রাষ্ট করিয়া বেড়াইতে লাগিল। যত দোষ তাঁহার ছিল, তাহার চারিগুণ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সাহেবেরা গোপনে অনুসন্ধান লইলেন, সে অনুসন্ধানে—বেশ্যাসক্তি ও মদ্যপানাদির কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। সাহেবেরা চটিয়া গেলেন,—তাঁহারা টাকার টান ধরিলেন।

দশ টাকা মণ কিনিয়া দীনবন্ধুকে সমস্ত পাট সাড়ে তিন টাকা মণে বিক্রয় করিতে হইল। বিক্রয় করিয়া আফিসের টাকাও সমস্ত পরিশোধ হইল না। দুই হাজার টাকা তখনও বাকী। সে টাকার জন্যে সাহেবেরা দীনবন্ধুকে অপমান করিতে আরম্ভ করিল। দীনবন্ধু নিরুপায়,—দেনার জ্বালায় একেবারে বিব্রত। সে জ্বালার একমাত্র অবলম্বন মদ্যপান! বিনোদিনীর বাড়ীতেই তখন দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত।

জ্ঞানদা পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া অত্যন্ত বিপদে পড়িল। সময়ে বাজার হইত না, সময়ে আহার্য্য আসিত না। আড়তের অবস্থা ও দেনার কথা শুনিয়া জ্ঞানদা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সে দিন সকালবেলা দীনবন্ধু বাড়ীরমধ্যে বসিয়া জ্ঞানদার সহিত কি একটা কথা লইয়া বাদানুবাদ করিতেছিলেন, এমন সময় ননী ও হরি তথায় উপস্থিত হইল। ননী বলিল,—"বাবা, আমাদের পড়া হয় না, স্কুলে গিয়ে পড়া দিতে পারি না—কি করি?"

দীন। পড়া হয় না কেন?

ননী। মাষ্টারমশায় আ'জ সাত আট দিন থেকে আস্‌চেন না।

দীন। কেন ?

ননী। তিনি দু'মাসের মাইনে পান নি।

দীন। মাইনে দিবার ক্ষমতা আমার আর নাই।

ননী। তবে কি হবে ?

দীন। পাড়ার মধ্যে কাহারও কাছে গিয়া পড়া করিয়া আসিও।

ননী। কেউ বলিয়া দেয় না।

দীন। তবে আমি কি করিব ?

ননী। আমরা স্কুলে যাব না।

দীন। যাস্‌ না।

জ্ঞানদার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—"তোদের লেখা পড়া কে শিখাইবে ? যাদের পিতা পানাসক্ত—বেশ্যাসক্ত,—তাদের আশ্রয় কোথায় ? পথের ভিখারীর সন্তানও তাদের চেয়ে সুখী।"

দীনবন্ধু রক্ত-চক্ষুতে বলিলেন,—"শোন জ্ঞানদা, তুমি দিন দিন বড়ই বাড়াইয়া তুলিয়াছ। আমাকে তুমি যাহা মুখে আসে, তাহাই বল।"

জ্ঞানদা। কি বলি ?

দীন। মাতাল,—বেশ্যাসক্ত।

জ্ঞানদা। তুমি করিতে পার, আমি বলিতে পারি না ?

দীন। আমার পয়সায় আমি করিব,—তোমার কি ?

জ্ঞানদা। আমার সব। তোমার পয়সা কোথায় ? আমার

শ্বশুর, তাঁহার ভাবিবংশধরগণের জন্যে যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তুমি অসৎকার্য্যে তাহা দুই হাতে উড়াইয়া দিলে কেন? অমন রাজার মত সম্পত্তিটা তুমি কিনা জলের দামে বেচিয়া আসিলে। পুঁটীর মা আমায় লিখেছিল, তুমি দর-দস্তর না করিয়া কলা মূলার মত 'থোকা দরে' বেচিয়া আসিলে। আর সেই টাকাগুলা কি করিলে?

দীন। আমার টাকা আমি বিলাইয়া দিব।

জ্ঞানদা। আর এখন?

দীন। এখন কি?

জ্ঞানদা। ঐ যে দু'খানি কচিমুখ ম্লান করিয়া দুই ভাই পড়ানর লোক অভাবে তোমার কাছে দাঁড়াইয়া আছে,—এখন কি করিবে?

দীন। যা ওদের অদৃষ্টে আছে, তাই ঘটিবে।

জ্ঞানদা। ঘটুক,—কিন্তু তোমার পায়ে ধরি, এখনও ফের। সর্ব্বস্ব গিয়াছে—তথাপি এখনও সময় আছে। সে রাক্ষসীর বাড়ী আর যাইও না। আমি তোমার আশ্রিতা, তোমার সুখে আমার সুখ—তোমার দুঃখে আমার দুঃখ। যাক্, আমাকে পায়ে ঠেল—আমাকে না দেখিতে পার, নাই পার। কিন্তু ঐ যে নাবালকগুলা, ওদের মুখের দিকেও ত একবার চাহিবে।

"তোমার উপদেশ মত চলিতে হইবে না কি"—এই কথা বলিয়া দীনবন্ধু বাহির হইয়া যাইতেছিলেন। দরোজায় গিয়াই দেখেন, আদালতের একজন পদাতিক সঙ্গে লইয়া সাহেবের আফিসের একজন কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া আছে। দীনবন্ধুকে

দেখিয়াই তিনি বলিলেন,—"সাহেব আপনার নামে দুই হাজার টাকার নালিশ করিয়াছেন, সমন নিন।"

দীনবন্ধু ঘুরিয়া পড়িতেছিলেন। সামলাইয়া সমন খানা হাতে করিয়া লইলেন,—রসিদ লইয়া পদাতিক চলিয়া গেল।

দীনবন্ধু সেই দিনই গাড়ী ঘোঁড়া আড়তের মালপত্রও আসবাবাদি সমস্ত বিক্রয় করিলেন। সমস্ত বিক্রয় করিয়া দুই সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইল, তাহা লইয়া বিকালে সাহেবের আফিসে গমন করিলেন।

বেশ্যাসক্তি ও মদ্যপানের জন্য সাহেব তাঁহাকে অনেক কটূক্তি করিলেন। অনেক সদুপদেশ প্রদান করিলেন, তার পরে তিনশত টাকা ছাড়িয়া দিয়া বাকী টাকা লইয়া দীনবন্ধুকে অব্যাহতি দিলেন।

সেই দিন সেই তিনশত টাকা লইয়া দীনবন্ধু বিনোদিনীর বাড়ী গমন করিলেন, আর সাত দিনের মধ্যে বাড়ী ফিরিলেন না।

জ্ঞানদার হাতে একটি পয়সাও ছিল না। সে কোন উপায় করিতে না পারিয়া ঝি-চাকরগুলাকে জবাব দিয়াছিল, এবং একখানা বেনারসী সাড়ী ছিল, বাঁড়ুয্যেদের বড়বৌর সহায়তায় নিতান্ত অল্পমূল্যে বিক্রয় করাইয়া আনিয়া নিজেদের আহার চালাইতে লাগিল। কিন্তু দেনা চারিদিকে। তেলওয়ালা, আলুওয়ালা, সন্দেশওয়ালার তাগাদায় জ্ঞানদা ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল। দুধের দেনার জন্য গোয়ালা গালাগালি দিয়া যাইতে লাগিল। মুদী-ময়রা প্রভৃতি তাগাদার তাগাদায় বাড়ীর মাটি তুলিয়া ফেলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আবার সমন

যে তিন শতটাকা লইয়া দীনবন্ধু বিনোদিনীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সাত দিনের মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া গেল। দুইশত টাকা বিনোদিনীর বাক্সে উঠিয়াছিল, বাকী একশত টাকা বিনোদিনীর ভৃত্যের বেতন, বাজার খরচ ও মদ্যাদিতে ব্যয় হইয়া গেল।

বিনোদিনী ও বিনোদিনীর মাতা যে দিন জানিতে পারিয়াছিল, মৃগ জালাবদ্ধ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই টাকার টান ধরিয়াছিল,—এই কয়মাসে অন্ততঃপক্ষে তিন চারি হাজার টাকা নানা উপায়ে দীনবন্ধুর নিকট হইতে তাহারা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। এক্ষণে তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথাও তাহাদিগের অবিদিত নাই,—দীনবন্ধুর হিতৈষী বন্ধু রমেশচন্দ্র আসিয়া বিনোদিনীকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন, এবং ইহাও বলিয়া যাইতে বিস্মৃত হন নাই যে, এই ভাঙ্গা মহলে যা' পার, দুইহাত দিয়া টানিয়া লইও। দীনবন্ধুরূপ বনের পাখী আবার বনে চলিল। বিনোদিনী প্রাণপণে রমেশচন্দ্রের কথা প্রতিপালন-তৎপরা হইয়াছিল।

যে দিন তাহার টাকা ফুরাইল, সেই দিন বিনোদিনীর মাতা আসিয়া দীনবন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এখন আর তাঁহার সে সলজ্জ ভাব নাই, মাথার আধখানি বস্ত্রাবৃত নাই,—এখনকার মূর্ত্তি গম্ভীর—উগ্র। বলিলেন—"বাপু, তুমি রাজি

দিন এখানে পড়িয়া থাকিবে, এতে তোমার কাজ কর্ম্মই বা চলিবে কি প্রকারে, আর ওর সংসারই বা চলে কেমন করিয়া? টাকা ভিন্ন দুনিয়ায় কোন সুখ নাই, অতএব তুমি কাজকর্ম্ম দেখ গে।”

বিনোদিনী বুঝাইয়া দিল, “মা তোমার হিতার্থেই ওকথা বলিতেছেন, রাগ করিও না। এখন যাও, আবার সময়ে আসিও।”

দীনবন্ধু চলিলেন। তখন বেলা প্রায় দশটা বাজিয়াছে,—রাস্তা বহিয়া কতলোক আপন আপন কাজে চলিতেছে। দুই চারিজন ভদ্রলোক বাজার করিয়া বাড়ী যাইতেছেন,—দীনবন্ধুর মনে হইল, হায়, আমার ছেলেদের জন্যে কে বাজার করিতেছে! আমি এতটা টাকা কোথায় রাখিয়া গেলাম! আ'জ যদি বাড়ী কিছু না থাকে, তবে তাহারাই বা কি খাইতেছে, আর আমিই বা গিয়া কি খাইব!

এতদিন পরে দীনবন্ধুর শূন্য হৃদয়ে অনুতাপের একটু দাহ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু শ্মশান-বৈরাগ্য যেমন মানব-হৃদয়ে অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী—দীনবন্ধুর এ অনুতাপও তদ্রূপ।

দীনবন্ধু বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন,—তখন তাঁহার চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, দেহ যেন অতিশয় শ্রান্ত-ক্লান্ত। মুখ শুষ্ক এবং বিশীর্ণ।

জ্ঞানদা রন্ধন করিতেছিল,—সে মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া নিকটেই বসিবার আসন দিল, এবং ননীকে ডাকিয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া দিতে বলিল।

দীনবন্ধু যেন সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া লজ্জিত হইয়াছেন. কথা কহিতে যেন তাঁহার গলা ধরিয়া আসিতেছিল। অনেক-ক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া জ্ঞানদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঝি চাকর কোথায় গেল ?"

জ্ঞানদা গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"তাদের জবাব দিয়ে দিয়েছি।"

দীন। ভালই করিয়াছ। তোমাদের চলিতেছে কিসে ?

জ্ঞানদা। টাকা ছিল,—তুমি তেল মাখ, স্নান কর। কাল বোধ হয় কিছু খাওয়া হয়নি ? মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

দীন। ননে হরে আর স্কুলে যায় না ?

জ্ঞানদা। না।

দীন। কেন ?

জ্ঞানদা। মাইনের জন্যে নাম কেটে দিয়েছে। তা' হোক আবার টাকা হ'লে মাইনে দিয়ে ভর্ত্তি ক'রে দিলেই হ'বে।

এই সময় ননীগোপাল তামাক সাজিয়া আনিয়া তাহার পিতার হস্তে দিল, এবং পিতার মুখের দিকে চাহিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দীনবন্ধু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কাঁদলি কেন ?"

ননীগোপাল কথা কহিল না, আরও কাঁদিতে লাগিল। দীনবন্ধু পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাঁদিস্ কেন বাবা ?"

জ্ঞানদাও ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া বালক বলিল—"ওবাড়ীর চারুর বাপ তখন বলছিল,--"তুমি নাকি আর আস্‌বে না।"

সে কান্নায় জ্ঞানদাও কাঁদিয়া ফেলিল এবং দীনবন্ধু হুঁকায় দম দিয়া অনেকখানি তাম্রকূট-ধূম বাহির করিয়া ফেলিলেন।

তারপরে জ্ঞানদা স্বামীকে স্নান করাইয়া আহারের স্থান করিয়া দিল। ননী ও হরি বলিল—"আমরা বাবার কাছে বসিয়া খাব।" ছোট মেয়েটাও সেই বায়না লইল।

জ্ঞানদা সকলেরই স্থান সারি সারি করিয়া দিলেন। সকলে ভোজনে বসিবেন, এমন সময় বাহির হইতে একজন ডাকিয়া বলিল—"দীনবন্ধু বাবু বাড়ী আছেন, একটু বাহিরে আসুন, বিশেষ প্রয়োজন।"

দীনবন্ধু বলিলেন—"শুনিয়া আসি।"

জ্ঞানদা বলিল—"খেয়ে গিয়ে শুনিলেই হবে।"

ননী চীৎকার করিয়া বলিল—"একটু অপেক্ষা কর, তিনি খেতে বোসেচেন।"

যে ডাকিয়া ছিল, সে বলিল—"বিশেষ দরকার, দু'মিনিট শুনিয়া যান।"

দীনবন্ধু বাহিরে গেলেন, ননীও সঙ্গে সঙ্গে গেল। দীনবন্ধু দরোজায় গিয়া দেখেন, আর এক আফিসে হাজার খানেক টাকা ধারিতেন, তাহারা নালিশ করিয়াছে—তাহারই সফিনা লইয়া আদালতের পিয়াদা দণ্ডায়মান। তিনি সফিনা লইয়া রসিদ দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পৃথিবী তখন তাঁহার পায়ের তলায় পড়িয়া ঘুরিতেছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রিয়ম্বদা

ম্লান-বিষণ্ণ বদনে স্বামীর দিকে চাহিয়া জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি হবে ?"

দীনবন্ধু বলিলেন,—"কি আর হবে। জেলে দেবে।"

জ্ঞানদা। ওমা' কাকে।

দীন। কেন, আমাকে।

জ্ঞানদা। আমাদের নাই বলিয়া দিতে পারিতেছি না, তা' জেলে দেবে কেন ?

দীন। তুমি চিরদিনই নেকা। আমাদের নাই তা তারা বুঝবে কেন ?

জ্ঞানদা। এক কাজ কর।

দীন। কি ?

জ্ঞানদা। খাট-পালং টেবিল চেয়ার ঘড়ি ছবি প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, সমস্ত বিক্রয় কর।

দীন। তাহা হইলে কি হইবে !

জ্ঞানদা। এ দেনা শোধ হইবে।

দীন। ঐ সকল জিনিষের দাম কি হাজার টাকা হবে ?

জ্ঞানদা। কত হইতে পারে ?

দীন। বড় জোর পাঁচ ছ'শ টাকা।

জ্ঞানদা। ঘড়া ঘটী বাটী যা আছে, সিন্ধুক—পেটরা যা আছে, সব বেচ।

দীন। তারপর ?

জ্ঞানদা। তারপর কি ?

দীন। ছেলেপুলে শোবে কোথায় ? জল খাবে কিসে ?

হরিগোপাল অদূরে বসিয়া একখানা ঘুঁড়ীর লেজযোড়া পাকাইতেছিল, আর বিষণ্ণ বিত্রস্ত হৃদয়ে পিতা মাতার কথা শুনিতেছিল,—সে তাড়াতাড়ি বলিল,—"আমরা কলে মুখ দিয়াই জল খাব।"

জ্ঞানদা আঁচলে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিলেন,—"সে যাহা হয়, তাহাই হইবে, আপাততঃ রক্ষা পাও ত।"

দীন। তাই হবে।

জ্ঞানদা। দেশের বাড়ী ঘর দুয়ার গুলাও কি নাই ?

দীন। কেন ?

জ্ঞানদা। তা' যদি থাকে, চল দেশে যাই। দেশের লোকে ফেলিবে না। আমাদের অদৃষ্টাকাশে দুঃখের আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে।

দীন। না।

জ্ঞানদা। কি, না ?

দীন। বাড়ী ঘর দুয়ার নাই—[illegible] নাই।

জ্ঞানদা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। দীনবন্ধু শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন, এবং কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে অনেকক্ষণ পরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। হৃদয়টা যেন শূন্য; বুকখানা যেন খালি! হাত মুখ ধুইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বাটীর বাহির হইতেছিলেন। জ্ঞানদা বলিল—"কোথায় যাবে ?"

দীন। ঐ জিনিষ গুলা কোথায় এবং কি প্রকারে বিক্রয় করিব, তাহার চেষ্টা দেখিতে।

জ্ঞানদা। সন্ধ্যার পরেই ফিরিয়া আসিও।

মস্তক সঞ্চালনে সম্মতি জানাইয়া দীনবন্ধু বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

দ্রব্যগুলি বিক্রয় করিবার চেষ্টায় তিন চারি স্থান ঘুরিলেন, তারপরে তাহার একটা স্থির করিয়া, রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, একবার হাতীবাগান দিয়া ঘুরিয়া গেলে হয় না। একবার দেখিয়া যাইব, ক্ষতি কি! আমার পয়সা নাই, পূর্ব্বের ন্যায় খাতির-যত্ন করিবে না, নাই করুক;—একবার দেখিয়া যাইব। বিনোদিনীর মাই আমাকে বিরক্ত করে,—বিনোদিনী ভালবাসে! আহা! তার ভালবাসা অপার্থিব,—একবার দেখিয়া যাই,—না দেখিলে যে, থাকিতে পারি না।"

মানুষের এমন হয় কেন? দীনবন্ধু জ্ঞানতঃ জানিতেছে, সেখানে সুখ নাই,—বেশ বুঝিতে পারিতেছে, অর্থ শূন্য হইয়াছি, আর আদর-যত্ন পাইব না, তথাপি আসক্তি কেন? আসক্তিরই যে জগৎ। প্রাণকে যে যেদিকে চালিত করিতেছে, সে সেই দিকেই আকৃষ্ট হইতেছে। মহামায়া যে এই অঘটন-ঘটনা পাকাইতেই নিয়ত লাগিয়া আছেন।

তবে কথা এই,—আমাদের স্বাধীনতা আছে, শিক্ষা আছে, সঙ্গ আছে, হৃদয়ের বল আছে। সেই সকলের দ্বারা আত্ম-বিজয় করিতে হয়। পাপের পথ বড় পিচ্ছিল, সে পথে কদাচ পা দিতে নাই,—একবার সে পথে চলিতে আরম্ভ করিলে, সহজে পিছান বড় দায়!

দীনবন্ধু ধীরে ধীরে বিনোদিনীর বাড়ী উপস্থিত হইলেন।

দীনবন্ধুর যখন বিনোদিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন বিনোদিনী বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া বেহারার হাতে একখানা পত্র দিতেছিল,—দীনবন্ধুকে দেখিয়া পত্রখানা বেহারার হাতের উপরে উল্টাইয়া ফেলিল। যে দিকে শিরোনামা ছিল, কাজেই সে দিকটা বেহারার হাতের উপরে পড়িল। লেখাগুলা আর দেখা গেল না। বেহারা জিজ্ঞাসা করিল,—"এখনই যাব, না, ঘি-ময়দাগুলা আনিয়া রাখিয়া যাইব ?"

বিনো। এনে রেখেই যা। পত্রখানা সাবধান, যেন না পড়িয়া যায়।

বেহারা কোমরের কাপড়ে পত্রখানা গুঁজিয়া রাখিল।

তারপরে দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া অবজ্ঞা ও ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বিনোদিনী বলিল—"দীনবন্ধুবাবু যে, কি মনে করিয়া ?"

পাশের ঘর হইতে বিনোদিনীর মাতা বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন,—"প্রেমের নেশায়! বাবা দশটা টাকা দাও না—বাজার খরচ নাই।"

দীনবন্ধু তাহাদের সেরূপ ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইলেন। বিনোদিনী এরূপ! বিনোদিনীর মাতা এরূপ! হায়, আমি কি তবে এতদিন কালসর্পকে প্রাণের বন্ধনী জ্ঞান করিয়া বুকে রাখিয়া আসিয়াছি!"

বি-মা। কৈ টাকা দাও,—আমি বাজারের জিনিষ আনাই, তোমরা আমোদ কর্‌গে।

দীন। টাকা আমার সঙ্গে নাই।

বি-মা। পাঁচটা?

দীন। তাও নাই।

বি-মা। দু'টা?

দীন। তাও নাই।

বি-মা। একটা—নিদেন আট আনা পয়সা?

দীন। না—কিছুই নাই।

বি-মা। তবে ট্যাক একেবারেই গড়ের মাঠ! বাবা, এমন খালি পকেটে কি বেশ্যা বাড়ী আসিতে আছে? যাও বাড়ী গিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে যাতে দুটো ভাত পাও, তার উপায় দেখগে। গরিবের ছেলের ঘোঁড়ারোগ কেন!

দীনবন্ধুর মাথা ঘুরিতেছিল,—পায়ের তলায় পড়িয়া পৃথিবী যেন কাঁপিতেছিল। আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না,—সেখানে বসিয়া পড়িলেন।

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল—"দীনবন্ধু বাবুর কি প্রেমের মূর্চ্ছা নাকি?"

বি-মা! হ্যাঁ গো,—কেবল মূর্চ্ছায় এখানে প্রেম মিলে না। টাকা চাই বাবা—টাকা চাই। এখানে টাকার খেলা, টাকায় সব মিলে।

দীনবন্ধুর জ্ঞান হইতেছিল, তাহারা মায়ে-ঝিয়ে যেন প্রতপ্ত লৌহ শলাকা লইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধাইয়া দিতেছে। মনে হইতেছিল যেন,তিনি যমদূত কর্ত্তৃক নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। আর যমদূতেরা তাঁহার কৃত-পাতকের দণ্ড স্বরূপ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বৈতরণীর প্রতপ্ত বারিরাশি ঢালিয়া দিতেছে! কি ভীষণ! কি যন্ত্রণা!

দীনবন্ধু কোন কথা কহিলেন না। উঠিয়া সিঁড়ির পথে নামিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী একটা মুখের কথাও বলিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেম-পরিণাম

দীনবন্ধুর তখন বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। হায়, তিনি কি করিয়াছেন! দারুণ নরককে স্বর্গীয় সুধা বলিয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন। যদি লোকসানের সময়ে, ব্যবসায়ের মন্দার বাজারে এ নরকে না মজিতেন; যদি বিষয় বিক্রয়ের সময়ে এই রাক্ষসীর পত্র পাইয়া সেরূপে না বিক্রয় করিতেন, যদি বিষয় বিক্রয়ের টাকাগুলা এই কালনাগিনীকে সমস্ত না দিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আ'জ সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া পথের ভিখারী হইতে হইত না। তাঁহার চক্ষু দিয়া আগুনের ঝলক বহিতে লাগিল।

দীনবন্ধু বিনোদিনীর বাড়ীর অদূরে রাস্তার ফুটপাতের উপর একটা বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কাহার যেন অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে বিনোদিনীর বেহারা সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—হাতছানি করিয়া নিকটে ডাকিয়া দীনবন্ধু বলিলেন,—"তুমি কোথায় যাইতেছ?"

বেহারা। রামচন্দ্র যে কাজে লাগিয়েছেন, তাই কোরছি। দাশু বাবুর বাড়ী যাচ্চি।

দীন। সে কোথায় ?

বেহারা। সিমলায়।

দীন। কেন ?

বেহারা। সেই বাবু আ'জ কা'ল আসচেন।

দীন। ও পত্র বুঝি তাঁরই ?

বেহারা। হাঁ।

দীনবন্ধু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"পত্রখানা আমায় একবার দেখতে দিবে ?"

দীনবন্ধুর মুখের ভাব দেখিয়া আর দীর্ঘ নিশ্বাসের ব্যথা অনুভব করিয়া ভৃত্য দুঃখিত হইল। সে দীনবন্ধু বাবুর অনেক পয়সা খাইয়াছে। পত্রখানা বাহির করিয়া দিল। দীনবন্ধু তাহা অতি সাবধানে খুলিয়া পাঠ করিলেন।

যে ভাষায়, যে প্রেমের আবেগপূর্ণ-ভাবে বিনোদিনী তাঁহাকে পত্র লিখিত, এ পত্রও ঠিক সেইরূপে লেখা। তাহাতে লেখা ছিল—

প্রাণতম !

তোমাকে দেখিয়া মজিয়াছি, মরিয়াছি। বিশ্বে আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না। থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করিয়াছি। তুমি কি আসিবে না ? মুহূর্ত্তের জন্যে একবার আসিয়া দেখা দিয়া যাইও। ধরিয়া রাখিব না—আমি ধরিয়া রাখিবার কে ? ভুলিও না। সে পাপটাকে বিদায় করিয়া দিয়াছি। তাহাকে দেখিতে পারিতাম না—কোন দিনই না। তবে সে নাছোড়-বান্দা-আসিত বসিত এই মাত্র। সে বাঙ্গাল—পাড়াগেঁয়ে অসভ্য জানোয়ার—পাটের মহাজন; ছি! ছি! সে কি

তোমার পায়ের কাছে বসিবার যোগ্য! তুমি কি হতভাগিনীর উপরে কৃপা করিবে না? আসিবে না? যদি এমন করিয়া না আসিয়া কষ্ট দিবে, তবে দেখা দিলে কেন?

তোমার

বিনী।

দারুণ অন্ধকারে বিশ্ব ছাইয়া আছে, হঠাৎ চন্দ্রোদয় হইলে যেমন সে অন্ধকার ধীরে ধীরে সরিয়া যায়,—পত্র পাঠ করিয়া দীনবন্ধুর তাহাই হইল। হৃদয়ের অন্ধকার জ্ঞান-চন্দ্রের উদয়ে অপসারিত হইল, তাঁহার মনে হইল, কি ভীষণ! কি নরক! কি প্রতারণা! কি ছলনা! আমার অর্থ লুঠিয়া লইয়া আবার আর একজনের সর্ব্বনাশ করিবার জন্যে সেই বাঁধা বুলিতে তাহাকে আবার আকর্ষণ করিতেছে, হায়, আমার যদি শক্তি থাকিত,—আমি উচ্চকণ্ঠে তাহাকে ডাকিয়া বলিতাম—তুমি সাবধান হও! এখানে প্রেম নাই, প্রতারণা! এখানে যাহা দেখ, সবই কৃত্রিম—শিক্ষার ছলনা মাত্র!

বেহারার হাতে পত্র ফিরাইয়া দিয়া, দীনবন্ধু তীব্র গতিতে রাস্তা বহিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—দিবসের কর্ম্মশ্রান্ত মানবগণ সন্ধ্যার শীতল বাতাসে প্রফুল্ল হইতেছিল। দীনবন্ধু চিন্তাভার-ক্লিষ্ট হৃদয়ে একেবারে প্রসিদ্ধ নিমতলার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পবিত্র সলিলপূর্ণা গঙ্গা কল কল উচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইতে-ছিলেন,—উপরে—নীল আকাশে চন্দ্র, গঙ্গার স্ফীত জলে তাঁহার প্রতিবিম্ব। কত নৌকা, কত জাহাজ জলে ভাসিতেছিল,—

নৌকার মধ্যে আলো, জাহাজে আলো—উপরে গ্যাসের আলো—সব আলোর প্রতিবিম্ব গঙ্গার জলে পড়িয়াছে। পাশে মানবের শেষধাম মহাশ্মশান,—শ্মশানের গৃহ হইতে মানবের পরিণাম জ্ঞাপক হরিধ্বনি উঠিতেছে,—দূরে দূরে মাঝিরা সারি গায়িতেছে—দীনবন্ধু বাঁধা ঘাটের একটা সোপানে বসিয়া হৃদয়ের দুর্নিবার জ্বালা নিবারণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন।

দীনবন্ধুর হৃদয়ের জ্বালা অনন্ত। এতদিন পাপমোহের আবরণে যাহা তাঁহার চক্ষুতে পড়ে নাই, আ'জ তাহা শতবাহু স্বজন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষের সারা জীবনের ভ্রম মুহূর্ত্তের অবসরে সারিয়া যায়। আবার সারাজীবনের সংযম, মুহূর্ত্তের ভুলে ভাসিয়া যায়।

দীনবন্ধুর ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে, তাই সর্ব্বত্র তাঁহার দৃষ্টিক্ষেপ-সামর্থ্য জন্মিয়াছে! আ'জ যে, তিনি কপর্দ্দকশূন্য! আশা-শূন্য,—হৃদয়-শূন্য! কি করিয়া ছেলে-মেয়ে দিগকে খাইতে দিবেন, কি করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন! থালা-ঘটী-বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দেনা পরিশোধ করিতে হইবে! তাই কি দেনা যাইবে! বাড়ীখানিও যে বন্ধক আছে। মূল্যের চেয়ে অধিক ঋণ! তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল! এ সময় যদি দেশের বাড়ী, দেশের সম্পত্তি থাকিত!

অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া বসিয়া দীনবন্ধু চিন্তা করিলেন। চিন্তার আগুনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতে লাগিল। মাথা ঘুরিতে লাগিল! অবশেষে রাত্রি প্রায় একপ্রহরের সময় দীনবন্ধু উঠিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মুখের অন্ন

দীনবন্ধু ম্রিয়মাণ, চিন্তা-দগ্ধ, কাতরহৃদয়। জ্ঞানদা দেখিল, তাহার স্বামী—তাহার হৃদয়-দেবতা পাপ পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন! তাহার হৃদয়ে বল আসিল, প্রাণে ভরসা হইল! সর্ব্বস্ব গিয়াছে, তাতেও ক্ষতি নাই— যিনি থাকিলে রমণীর সুখ, রমণীর শান্তি,—তিনি ভাল হইতেছেন! পথে দাঁড়াইয়া, ভিক্ষা করিয়াও ম'নে হ'রে বাপের স্নেহ-করুণা প্রাপ্ত হইবে।

দীনবন্ধুর হৃদয়ে কিন্তু শত বৃশ্চিক-জ্বালা! থালা-ঘটী-বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া মহাজন পরিশোধ করিয়াছেন,—অবশিষ্ট আছে কেবল তিনখানি থালা, তুইটা ঘটী আর রাঁধিবার কড়া-বগুণা। কিন্তু ইহাতেও শেষ হইল না,—দারুণ ব্যাধি আসিয়া দীনবন্ধুর দেহ আক্রমণ করিল।

আমরা একটি অশ্বে আরোহণ করিতে হইলে একগাছি ছড়ী লইয়া উঠি। গাড়োয়ান গাড়ী চালাইবার সময় যষ্টি ভুলে না। যদি অশ্ব ঠিক্ পথে না চলে, হস্তের যষ্টির উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া বিপথগামী অশ্বকে সুপথে লওয়া হয়। আর এত বড় বিশাল বিশ্ব পরিচালিত করিতে প্রকৃতি কি যষ্টি রাখেন না? তাঁহার যষ্টি সর্ব্বত্র। আমরা যখনই ব্যভিচারের পথে যাই, আর অমনি প্রকৃতির যষ্টির আঘাত লাগিয়া থাকে,—আমরা ব্যাধিত হইয়া পড়ি। ব্যভিচারী দীনবন্ধুর প্রকৃতির দণ্ড আরম্ভ হইল। বেশ্যা-সংসর্গের ফলে তাহার দেহে নানাবিধ কুৎসিত

ব্যাধি ভীষণভাবে প্রকাশ পাইল। জীবনীশক্তি একেবারে হ্রাস হইয়া উঠিল। দীনবন্ধু শয্যাগ্রহণ করিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ব্যাধি উপশম হইল না। একটা ছাড়িয়া আর একটা ব্যাধি দেখা দিতে লাগিল,—একটার পরিণতিতে আর একটার প্রকাশ পাইতে লাগিল। জ্ঞানদা প্রাণপণে স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল, কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থাভাব। দিন আর চলে না,—জামা-কাপড় বেচিয়া, থালা ঘটী বাটী যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই বেচিয়া কোন প্রকারে চলিতে লাগিল,—ননীগোপাল বাজার করিয়া আনে,—সে অতি হীন অবস্থার নিকৃষ্ট দ্রব্য। জ্ঞানদা তাহাই রন্ধন করিয়া পীড়িত স্বামীকে আহার করায়,—ছেলে দুইটি ও মেয়েটিকে খাওয়ায়,—যে দিন উদ্বৃত্ত থাকে; সেদিন তাহার আহার হয়, যে দিন না থাকে, সে দিন উপবাস দিয়া কাটায়।

একদিন ননী আহার করিতে বসিয়া দেখে, হাঁড়ীতে আর অন্ন নাই। বিস্মিত হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তোমার ভাত কৈ ?"

জ্ঞানদা। আছে।

ননী। কোথায় ?

জ্ঞানদা। ঘরের মধ্যে, থালায়।

ননী। মিছে কথা—নাই। আ'জ যে মোটে একসের চা'ল এনেছি। আর পয়সা ছিল না,—এই ভাত আমরা মায়ে-পোয়ে খাব।

জ্ঞানদার চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু উৎস বহিল। আঁচলে সে উৎস রুদ্ধ করিয়া বলিল,—"বাপ আমার, তুমি যে কচি ছেলে, না

খাইয়া কেমন করিয়া থাকিবে? একবেলা এক মুঠা, তাতে কম পড়িলে, কেমন করিয়া বাঁচিবে?”

ননী। আর মোটেই না খাইলে তুমি বাঁচিবে কেমন করিয়া?

জ্ঞানদা। আমার বাঁচায় আর কোন প্রয়োজন নাই। এখন আমার মরণই মঙ্গল।

ননী। না মা, ওকথা মুখে এন না। তুমি যদি এখন আমাদের ছেড়ে যাও,—আমাদের কোন উপায় নাই। বাবা পীড়িত,—কে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। হরে ছেলে মানুষ,—মা, তোমা বই আর আমাদের কে আছে?

জ্ঞানদা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—“বাবা, তোরা যে জমিদারের ছেলে। একটুকরা ডাঁটা, একটু খোরের জন্য ভাতের উপরে তরকারি যুটে না—কিন্তু তোদের বাগানে যে তরকারীর বাজার ছিল; একমুঠা ভাতের জন্য আ'জ তোদের পেটের ক্ষুধা পেটে থাকিতেছে, কিন্তু তোদের মরাই পোরা ধান—কত দীন দুঃখী পথের লোক খাইয়া গিয়াছে। আ'জ কিনা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতে করিতে বাছারা আমার ঘুমাইয়া পড়ে!”

ননীর চক্ষু গলিয়া জলধারা বহিল। এই সময় বাহিরে অনেকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর উঠিল। একজন ডাকিয়া বলিল,—“দীনবন্ধু বাবু, বাড়ী আছেন। বাহিরে আসুন,—আমরা আদালতের লোক।”

দীনবন্ধুর উঠিবার শক্তি ছিল না। ননীগোপাল আহার করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

দরোজার নিকটে দশ বার জন লোক। সকলেই আদালত সংক্রান্ত লোক,—একটি কেবল বাবু ও তাহার কর্ম্মচারী আর একজন।

বাবু মহাজন, তিনিই এই বাড়ী বন্ধক রাখিয়া দীনবন্ধুকে টাকা ধার দিয়াছিলেন। তিনি ননীগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

ননী। আমার নাম শ্রীননীগোপাল রায়।

বাবু। তোমার বাপের নাম কি?

ননী। শ্রীদীনবন্ধু রায় মহাশয়।

বাবু। তোমার বাপ কোথায়?

ননী। তাঁহার বড় ব্যারাম,—তিনি শয্যাগত। উঠিবার শক্তি নাই।

বাবু। তাঁহাকে গিয়া বল,—আর তোমার মাকেও গিয়া বল, এই বাড়ী আমার নিকট বাঁধা রাখা হইয়াছিল। সুদে আসলে অনেক টাকা হইয়াছে—কিছুই না পাইয়া আদালতে নালিশ করি। ডিক্রী হইয়া গিয়াছে,—বাড়ী নিলাম করিয়া লইয়াছি। আজ এই আদালতের কর্ম্মচারিগণকে সঙ্গে আনিয়াছি, বাড়ী দখল লইব,—তোমরা সকলে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাও।

ননী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"আমাদের ত আর বাড়ী নাই, আমরা কোথায় থাকিব?"

বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"তাকি আর আমরা জানি বাপু; যাও তোমার বাপ-মাকে বলগে। এখনই বাড়ী হইতে বাহির হইতে হইবে।"

ননী। বাবার যে উঠিবার শক্তি নাই,—তিনি যাবেন কেমন করিয়া?

বাবু। জ্বালালে বাপু—যাও যাও বলগে। আরও বলগে সহজে না গেলে পুলিশ ডাকাইয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়া দখল লইব।

ক্রন্দ্যমান ননী ত্বরিত গতিতে মাতার নিকটে গিয়া সবিস্তারে সমস্ত কথা বলিল। মুখের ভাত ক'টা সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

নিরাশ্রয়

জ্ঞানদা কপালে করাঘাত করিল। শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিল—"মধুসূদন, স্বকর্ম্মের ফলে আমরা দুঃখ পাচ্চি, কিন্তু তুমি যে দয়াময়—আ'জ আমরা যে নিরাশ্রয়! তুমি কি দেখ্‌বে না? কোথায় দাঁড়াব? বিশ্বে যে মাথা গুঁজিবার স্থান নাই।"

মাতার চক্ষু দিয়া জলধারা পতিত হইতে দেখিয়া ননী আরও বিচলিত হইয়া পড়িল। বুঝি তাহার পিতা এ বিপদ বিনাশে সমর্থ হইতে পারেন,—সেই বিবেচনায় সে ছুটিয়া উপরেগেল।

দীনবন্ধুর সর্ব্বাঙ্গে তখন বাতের ব্যথা ধরিয়াছিল,—"শয্যায় পড়িয়া তিনি ছটফট করিতেছিলেন। দেহের সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, সন্ধিতে সন্ধিতে ফুলিয়াছিল;—প্রমেহ প্রবল পরাক্রমে প্রকাণ্ড

পাইয়াছিল,—সেসঙ্গে জ্বরও ছিল। রোগ-তাড়নায় যখন দীনবন্ধু ছটফট করিতেছিলেন, আর আত্মকৃত মহাপাতকের অনুতাপ-বহ্নিতে বিদগ্ধ হইতেছিলেন, সেই সময় কাঁদিতে কাঁদিতে ননী গিয়া বলিল—"বাবা, যার কাছে বাড়ী বাঁধা ছিল, সে আদালতের লোক লইয়া আসিয়াছে,—আমাদিগকে এখনই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিতেছে।"

ঘুমন্ত মানুষের মস্তকে কালসর্পে দংশন করিলে, সে যেমন জাগিয়া উঠিয়া ব্যাকুল বিচলিত হয়, দীনবন্ধু তেমনি হইলেন। কিন্তু উপায় কি? উঠিবারও যে শক্তি নাই!

এই সময় সেই মহাজন বাবু আদালতের লোকজন লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"দীনবন্ধু বাবু, বাড়ী হইতে সপরিবারে বাহির হইয়া যাও। তোমার অস্থাবর সম্পত্তি যাহা আছে, শীঘ্র বাহির করিয়া নাও।"

সে কঠোর আদেশ সমস্ত বাড়ীতে প্রতিধ্বনিত হইল। দীনবন্ধু উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। দুই গণ্ড বহিয়া তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ননী ছুটিয়া নীচে গেল। কুসীদগ্রাহী মহাজনের নিকট গিয়া বলিল—"বাবা উঠিবার চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিলেন না।"

মহাজন। সে সকল কথা শুনিতে আমরা আসি নাই। তোমার মাকে বল এখনই জিনিষ পত্র লইয়া বাহির হন।

গৃহদাহ উপস্থিত হইলে গৃহস্থ যেমন ব্যাকুল হয়, ননী তেমনই অস্থির হইল। আবার ছুটিয়া উপরে গেল। তখন

দীনবন্ধু বড় কষ্টে উঠিয়া নীচেয় আসিতেছিলেন,—পিতার কষ্ট দেখিয়া ননী বড় কাতর হইল,—তাঁহার হাত ধরিয়া অতিকষ্টে নীচেয় নামাইয়া আনিল। দীনবন্ধু আসিয়াই একটা দেওয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার নাক-মুখ-চোক দিয়া তখন আগুন ছুটিতেছিল। মহাজনের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—"আমাকে এক মাস সময় দিন। উঠিয়া যাইবার শক্তি নাই।"

মহাজন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"সে হবে না বাপু, এখনই তোমাদের জিনিষ পত্র লইয়া বাহির হও।"

দীনবন্ধু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কি বলিতে যাইতেছিলেন, পারিলেন না—দম লাগিয়া আসিল।

ননী বলিল—"আমাদের বড় দুঃসময়। একমাস সময় দিন— দেখছেন ত, আমার বাবার কি রকম অসুখ।"

মহা। তোমার বাবার অসুখ দেখ্‌তে আসি নাই—বাড়ী দখল লইতে আসিয়াছি।

দীনবন্ধু দমে দমে নিশ্বাসে নিশ্বাসে বলিলেন—"তথাপি আপনি মানুষ। মানুষের কষ্ট মানুষে কি একটুও বুঝিবে না?"

মহা। টাকা ধার দিয়া অমানুষ হইয়াছি,—ভালই। এখন বাহির হও,—আদালতের লোক জনত তোমার চাকর নয় যে, দাঁড়াইয়া থাকিবে।

দীন। অন্ততঃ পনর দিন সময় দিন।

মহা। তোমাকেত উঠিয়া যাইবার জন্য নোটিস দেওয়া হইয়াছিল,—উঠ নাই কেন?

দীন। আমার অবস্থা দেখিতেছেন ত?

মহা। অত দেখিতে গেলে মহাজনী করা চলে না।

দীন। সাত দিন সময় দিন।

মহা। এক দিনও না।

আদালতের প্রধান লোকটি একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই মর্ম্মন্তুদ্ দৃশ্য দেখিতেছিল। তাহার মুখ ম্লান, চক্ষু জলভারে টল টল করিতেছিল। এতক্ষণে সে মহাজনকে বলিল—"দিন মহাশয়, সাতটা দিন সময় দিন, এর মধ্যে উঁহারা একটা যায়গা দেখিয়া লউন।"

মহাজন বিরক্তিস্বরে বলিলেন—"উঁহার আগাগোড়া দুষ্টামি। নোটিশ পাইয়া বাড়ী দেখিয়া লইলেই পারিতেন।"

প। বড় অসুস্থ।

মহা। আমি শুনিতে চাহি না।

প। আমাদের অনুরোধ।

মহা। কিন্তু আমার টাকা নষ্ট হইবে। দিন ফিরিলে আবার টাকা লাগিবে।

তখন পদাতিক ছল ছল নেত্রে ননীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"উনি শুনিবেন না। তোমার মাকে বল—জিনিষপত্র লইয়া বাহির হউন। তোমরাও বাহির হও।"

ননী দীননয়নে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিল। দীনবন্ধু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ননী বুঝিল, আর উপায় নাই। সে উপরে উঠিয়া গেল। হরিগোপাল ও খুকী ঘুমাইতেছিল। ননী তাহাদিগকে টানিয়া তুলিল। হরি বলিল—আঃ, ডাকলে কেন, একটু ঘুমুচ্ছিলাম, তোমার কি হ'ল ?

ননী। চল্ দাদা,—আমাদের বাড়ী আমাদের মহাজন

ডিক্রী ক'রে নিয়েছে! এ বাড়ী থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিচ্চে।

হরি। আমরা কোথায় থাক্‌বো?

ননী। বাবা যেখানে নিয়ে যান।

হরি ও বুড়ীকে সঙ্গে করিয়া ননী তাহার মাতার নিকটে গেল।

তাহার মাতা ততক্ষণে দুইচারি খানি থালা ঘটী আর কাঁথা বালিশ যাহা ছিল, গুছাইয়া লইতেছিলেন। আর প্রবলপ্রবহমান চক্ষুর জলে ধরাতল সিক্ত করিতেছিলেন।

মহাজনের উপদেশে ননী আর হরি সেগুলাকে মাথায় করিয়া করিয়া রাস্তার ফুটপাতে রাখিয়া আসিল। তারপরে ননী আর হরি দুই ভ্রাতায় দীনবন্ধুর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া লইয়া বাটীর বাহির হইল। জ্ঞানদা খুকীর হাত ধরিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল।

মহাজন বাড়ী দখল লইয়া সদর দরোজা বন্ধ করিয়া চাবি লাগাইয়া চলিয়া গেলেন।

খুকী তাহার মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"মা, আমাদের বাড়ীতে চাবি দিল কেন? রাস্তায় যে বড় রোদ,—আমরা বাড়ী যাব না?"

একাদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার বন্ধু

দীনবন্ধু স্ত্রী পুত্র লইয়া পথে বসিলেন। দৈহিক পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছিলেন, তারপরে এই অবস্থা! ফুটপাতে বসিয়া একটা রকে ঠেস দিয়া, ননীকে বলিলেন,—"বাবা, একবার বাঁড়ুয্যে বাড়ী যাত, বল্‌বি দিন সাতেকের জন্যে তাঁদের নিচের একটা ঘর আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন। আমরা একটা বাসা দেখিয়া লইয়া তাঁদের ঘর ছাড়িয়া দিব। আমাদের অবস্থার কথাও বলিস্।"

ননী তখনই চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বিষণ্ণমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"না, তাঁহারা দিবেন না। বলিলেন, তোমার বাপের ব্যারাম—ব্যারামওয়ালা লোক বাড়ীতে যায়গা দিব কি করিয়া।"

দীনবন্ধুর চক্ষু দিয়া জলস্রোত বহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন,—"বাবা, তুমি আর একটু কষ্ট কর। কেন না করিবে। বাপ যাহার অদূরদর্শী,—সে কষ্ট না করিবে কেন? আমাদের আড়তে যে শ্যামবাবু ছিলেন, তাঁর বাড়ী চেন?"

ননী। চিনি।

দীন। তাঁর কাছে যাও। সকল কথা বলগে,—যাতে একটু আশ্রয় পাই—অন্ততঃ পাঁচ সাত দিনের জন্যে, তাঁকে তা কোরতে বলগে।

ননী চলিয়া গেল। শ্যামবাবু বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিলেন, ননী সেই সময় গিয়া সকল কথা বলিল। শ্যামবাবু

শুনিয়া বিরক্তি স্বরে বলিলেন—"ওরূপ লোকের অমন হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আমি কোথায় যায়গা পাব।"

ননী অনেক করিয়া বলিল, শ্যামবাবু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

নিতান্ত হতাশ হইয়া ননী ফিরিয়া আসিতেছিল। পথে তাহাদের আড়তের ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ননী তাহার নিকটে সমস্ত কথা বলিল।

ভৃত্যের নাম বলহরি। তাহার বাড়ী মেদিনীপুর জেলায়, বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে সমস্ত কথা শুনিয়া বড় ব্যথিত হইল। এখনও তাহার হৃদয়ে কলিকাতার কঠোরতা প্রবিষ্ট হয় নাই। সে ননীকে বলিল—"দাদাবাবু, বাবু আর মাঠাকুরুণ কি সত্যই রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন?"

ননী। হ্যাঁ দাদা—যদি দেখ্‌বে, চল।

ননীর সঙ্গে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিল।

যেখানে দীনবন্ধু রোগদীর্ণ দেহ রাস্তার পার্শ্বস্থ রকে হেলান দিয়া বসিয়া বিঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, এবং পার্শ্বে জ্ঞানদা খুকীকে কোলে করিয়া ঘোমটায় সমস্ত মুখ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখানে গিয়া বলহরি উপস্থিত হইল। হরি তখন তাহার পিতার গাত্রে একখানা অর্দ্ধভঙ্গ পাখাদ্বারা বাতাস করিতেছিল।

বলহরিকে দেখিয়াই দীনবন্ধু বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। বলহরির গলা ধরিয়া আসিল। বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে বলিল—"বাবু, ভয় কি! পুরুষের দশ দশা হইয়া থাকে, ভগবান্ আবার দয়া করিবেন।"

দীন। এখন দাঁড়াই কোথায় বাবা? শ্যামবাবু কি তোমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন?

ননী বলিল—"না বাবা, তিনি আমার কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।"

দীন। বলহরি, বাবা; তুমি কি আমাদের একটু আশ্রয়-স্থান করিয়া দিতে পারিবে?

বল। কলিকাতা সহরে ভাড়ার বাড়ীর অভাব কি বাবু? তবে এখনই,—আমার একখানি ভাড়াটে ক্ষুদ্র খোলার ঘর আছে। আমার স্ত্রী আর একটি ছোট মেয়ে আছে,—যদি ঘৃণা না করে, তবে চলুন বাবু, কিয়ৎক্ষণের জন্য সেখানে চলুন। মা আমার রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন,—চলুন বাবু তারপরে ঘরভাড়া করিয়া দিব।

দীন। ঘৃণা? বলহরি,—যে স্ত্রী পুত্র লইয়া আশ্রয়-অভাবে কলিকাতার রাজপথে দাঁড়াইয়াছে, তাহার আবার ঘৃণা! চল বাবা, এখনই চল। সে কত দূর বাবা?

বল। যতদূর হোক, আমি গাড়ী আনিতেছি। আপনার ঐ শরীর, বিশেষতঃ মা—কেমন করিয়া হাঁটিয়া যাইবেন?

দীন। গাড়ী! গাড়ীর ভাড়া কোথায় পাইব?

বল। আমি দিব।

দীন। তুমি কোথায় পাইবে?

বল। চারি পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে অবশ্যই ঘর করি বাবু।

দীনবন্ধু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"বলহরি আজ আমার তাহাও নাই।"

বলহরি ছুটিয়া গিয়া গাড়ী ডাকিয়া আনিল। দীনবন্ধুর

হাত ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল। তারপরে জ্ঞানদাকে বলিল, —"উঠুন মা!"

জ্ঞানদা খুকীকে কোলে করিয়া গাড়ীতে উঠিল। হরি ও ননীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলহরি জিনিষ-পত্রগুলা গাড়ীর ছাদে তুলিয়া দিল। তারপরে নিজে কোচবাক্সে উঠিয়া বসিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—"ঢুলি পাড়ায় যা।"

গাড়োয়ান গাড়ী চালাইয়া লইয়া গেল।

বলহরি বাড়ীতে পঁহুছিয়া স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিল। স্বামী স্ত্রীতে যথোপযুক্ত যত্ন সহকারে তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল। বলহরি বাজার হইতে মৎস্য তরকারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিল। জ্ঞানদা রন্ধন করিল—সকলে আহার করিলেন।

তারপরে দীনবন্ধুর উপদেশমতে বলহরি তাঁহাদের জন্য মাসিক দেড়টাকা ভাড়ায় একখান খোলার ঘর ভাড়া করিয়া দিল,—সে বলহরির বাড়ী হইতে একটু দূরে। দীনবন্ধু স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া সেই বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অর্থাগমে

তারপরে পাঁচ ছয়মাস কাটিয়া গেল, দীনবন্ধুর ব্যাধি আর আরোগ্য হয় না। একটা সারিতে আর একটা আসিয়া তাঁহাকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। তিনি উঠিতে

বা চলিতে পারেন না। থালা ঘটী বাটী এবং কাপড়-চোপড় যাহা অবশিষ্ট ছিল, সেগুলি ক্রমে ক্রমে বিক্রয় করিয়া কয়েক-দিন অতি কষ্টে চলিল,—আর চলে না।

যে বাড়ীতে দীনবন্ধু বাসা করিয়াছিলেন, সে বাড়ীতে কতক গুলি হীনাবস্থার লোকই বাস করিত। যে বাড়ীর কর্ত্রী, সে জ্ঞানদাকে বলিল—"ডা'ল বাছিলে কিছু পয়সা পাওয়া যায়,—তুমি তা' করিতে পার ?"

জ্ঞানদা। কেন পারিব না মা ? কত পাওয়া যায় ?

বাড়ী। এক মণ ডাল বাছিলে দু'আনা পাওয়া যায়। হাত চালিয়ে বাছিতে পারিলে এক দিনে এক মণ বাছা হয়।

জ্ঞানদা। আচ্ছা তাহা করিব। সে কোথায় পাওয়া যায় ?

বাড়ী। ডালপটী হ'তে আন্‌তে হয়।

জ্ঞানদা। আমিত তা পারিব না।

বাড়ী। মুটে দিয়ে আন্‌তে হ'লে দু'পয়সা খরচা হয়, তোমার মোটে ছ'পয়সা থাকে।

জ্ঞানদা। তাই! তবুত বাজারের ক'টা পয়সা হ'তে পারে। কিন্তু চা'ল হবে কি দিয়ে!

বাড়ী। এক কাজ কর না কেন ?

জ্ঞানদা। কি মা ?

বাড়ী। ঐ ঘরে যে উমেশ থাকে, তার ছেলে একটা ছাপাখানায় কাজ করে,—মাসে তিন টাকা ক'রে মাইনে পায়। তার ছোট ছেলেটা দেড় টাকা পায়। তোমার ছেলে দুটিকে কেন দাও না—মাসে সাড়ে চারি টাকা পাবে।

জ্ঞানদা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সে নিশ্বাসে কত ব্যথা, কত যন্ত্রণা তাহা বাড়ীওয়ালী বুঝিল না। তারপরে বলিল,—"কি কাজ করিতে হইবে?"

বাড়ী। কাগজ তোলা, কালী দেওয়া;—এইরকম ছেলে-মানুষে যাহা পারে।

জ্ঞানদা। তাই যাবে। কিন্তু খালি আছে কিনা,—জানা যাবে কেমন করিয়া?

বাড়ী। আমি এ কথা কা'ল উমেশের ছেলেকে ব'লে-ছিলাম, তা' সে ব'ল্লে, তাদের প্রেসে নাই—আর এক প্রেসে খালি আছে।

জ্ঞানদা। তবে তুমি যোগাড় ক'রে দাও। যা' কপালে আছে, তাই করুক।

বাড়ীওয়ালী উঠিয়া গেল। অতীব ক্ষুণ্ণ মনে বিষাদ-ক্লিষ্ট হৃদয়ে জ্ঞানদা সেকথা দীনবন্ধুকে বলিল। দীনবন্ধু সে কথার কোন উত্তর করিলেন না। কেবল বলিলেন—"রোগও সারিবে না, মরণও হইবে না।"

তৎপর দিবস হইতে জ্ঞানদা ডা'ল বাছিতে আরম্ভ করিল, আর ননী ও হরি প্রেসে কাজ করিতে গমন করিতে লাগিল।

সেই দীনহীন বালক দুইটি যখন অতি নিকৃষ্ট কর্ম্মে সারাদিন খাটিয়া, প্রেসের কালী মাখিয়া বাড়ী আসিত, তখন জ্ঞানদার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইত। তাই কি তাহারা দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত! এই সামান্য আয়ে কি করিয়া দুইবেলা ভাত হইবে। খুব মোটা চাউলের ভাত, আর কচু বা শাক সিদ্ধ এক বেলা পাইত, রাত্রে এক মুঠা

মুড়ি খাইয়া থাকিত। এইরূপে আরও তিন চারিমাস অতি-বাহিত হইল।

একদিন সন্ধ্যার সময় গৃহে আসিয়া হরি বলিল,—"মা, দাদাকে আ'জ বড় মেরেছে।"

জ্ঞানদা চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"দুখিনীর সন্তান বলিয়া কে অমন কাজ করিল? কই সে কোথায়? আছে ত?"

জ্ঞানদা বড় ব্যস্ত হইল। হরি বলিল—"দাদা কাগজ তুলছিল, একখানা কাগজ ছিঁড়ে গিয়েছিল—প্রেসের জমাদার তাই ঠাস্ ক'রে এক চড় মারলো।"

জ্ঞানদার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। এমন সময় ননী আসিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মা?"

জ্ঞানদা কথা কহিতে পারিল না। দুঃখে কষ্টে ক্ষোভে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল—"বাপ আমার, তোকে নাকি বড় মেরেছে?"

ননী। কে বল্লে?

জ্ঞানদা। হরি।

ননী। সে অমন কাজ শিখানর জন্যে চড়টা চাপড়টা মারে। সকলকেই মারে—ওতে দুঃখ ক'রতে নাই।

জ্ঞানদার রুদ্ধ উৎস ফাটিয়া বাহির হইল। সে অবোধ বালিকার ন্যায় একেবারে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"তোরা কি কাজ শিখ্‌তে যাচ্চিস্ বাবা,—দেশে যে তোরা রাজা ছিলি।"

ননী হরির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাটীর বাহিরে গেল। তাহাকে গোপনে বলিল—"বোকা তুই, আমরা যার খাই, গাল

খাই—তবুত সাড়ে চারিটা করিয়া টাকা আনি। সে সব কথা বলিয়া কেবল মা-বাপের মনে কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়।"

হরি বলিল—"আর কোন দিন বলিব না।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বলহরি

বলহরির কথাটা এই স্থানে একটু বলিয়া রাখি। সে কলিকাতায় আসিয়া সাধারণ ভৃত্যের কাজ করিলেও হৃদয়হীন নহে, এবং সে হীনবংশেও জন্মগ্রহণ করে নাই। তাহার পিতার ঋণে সর্ব্বস্ব হারাইয়া অগত্যা এই কার্য্য করিতেছিল। সে জাতিতে কায়স্থ,—তবে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারে নাই এবং অর্থহীন হইয়া স্ত্রী ও কন্যা লইয়া, কলিকাতায় আসিয়া জীবিকা অর্জ্জনের জন্য নিকৃষ্ট কার্য্য করিতেছে।

বলহরি সাধ্যমত দীনবন্ধুর সাহায্য করিত। তবে সে নিজে দরিদ্র, মাসে আটটি টাকা উপার্জ্জন করে, তিনটি লোক খায়-পরে, সুতরাং সে কি করিতে পারে? তথাপি যে দিন যাহা পারিত, দীনবন্ধুকে পাঠাইয়া দিত। বলহরির স্ত্রীও মধ্যে মধ্যে আসিয়া জ্ঞানদার কার্য্যের সহায়তা করিয়া যাইত। অবসর পাইলে সে আসিয়া জ্ঞানদার ডাল বাছাই করিয়াও দিয়া যাইত। সমগ্র কলিকাতার মধ্যে—এই বিষম বিপদের মধ্যে এক বলহরিই দীনবন্ধুর সহায়।

বলহরির এক আট বৎসরের মেয়ে; নাম সাবিত্রী। মেয়েটি দিব্যি ফুটফুটে। গোলগাল দেহ,—তাহার কথাগুলি বড় মিষ্টি। সে ননীগোপালকে বড় ভালবাসিত,—মাতার নিকট যাহা খাইতে পাইত, তাহার অর্দ্ধাংশ লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ননী ও হরিকে দিয়া যাইত। সে তাহাদিগকে দাদা বলিয়া ডাকিত।

একদিন সকালে উঠিয়া ননী তাহার মাতাকে বলিল,—"মা, মুড়ি দাও, খেয়ে ছাপাখানায় যাই,—বেলা হ'লে বড় বকে।"

বিশুষ্ক মুখে জ্ঞানদা বলিল,—"আ'জত মুড়ি নাই বাবা।"

ননী। আমি নয় না খেয়েই যাব—কিন্তু হ'রে থাক্‌বে কেমন ক'রে। সে যে কা'ল রাত্রেও কিছু খেতে পায়নি।

জ্ঞানদা কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল—"তুই-ই কি পেয়েছিস বাবা? কুলীর খাটুনী খেটে এসে, বাছারা আমার শুষ্কমুখে শুয়েছিল। ভগবান্, আমায় নাও। আর সহ্য হয় না।"

সাবিত্রী এক একদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়াই ননীদের বাড়ী আসিত। সে সেই কথা শুনিয়া ছুটিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

হরিগোপাল তখনও ঘুমাইতেছিল, ম্লানমুখে ননীগোপাল তাহার হাত ধরিয়া টানিল; বলিল—"ওঠ দাদা, রোদ উঠে প'ড়েছে,—চল্ ছাপাখানায় যাই, এর পর গেলে গাল দেবে।"

হরিগোপাল উঠিয়া বসিল। এদিক ওদিক চাহিয়া আবার শুইয়া পড়িল। ননী বলিল—"আবার শুলি যে?"

হরি। আমার গা কাঁপচে। বোধ হয় জ্বর হ'য়েছে

ননী তাহার বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া দেখিল। বলিল,—"না, জ্বর হয়নি।"

হরি। তবে গা কাঁপচে কেন?

ননী। ক্ষিদেয়।

হরি। কি খাব?

ননী। চল্ ছাপাখানায় যাই।

হরি। সেখানে গিয়ে কি খাব?

ননী। জমাদারকে ব'লে যদি দু' একটা পয়সা নিতে পারি, মুড়ি খাবি।

হরি। হাঁ, সে আবার দেবে। সে যদি খেতে দেয়, গা'ল।

ননী। চল্ ভাই বেলা হ'ল।

হরি। না খেতে পেলে আমি যাব'না।

দীনবন্ধু রোগ দীর্ণ দেহ লইয়া অদূরে বসিয়া সব শুনিতে ছিলেন, সব দেখিতেছিলেন,—আর নীরব রোদনের তপ্ত অশ্রু-জলে বুক ভাসাইতেছিলেন। জ্ঞানদা বাহিরে কি কাজ করিতেছিল।

সাবিত্রী বাড়ী গিয়া তাহার মাতার নিকটে সমস্ত কথা বলিয়া দুইটা পয়সা চাহিয়া লইয়া, দোকান হইতে দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া লইয়া আসিয়া হাজির হইল। আঁচলপুরা মুড়ি ননীর কাপড়ে ঢালিয়া দিয়া বলিল—"তোমরা খাও।"

ননী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এত মুড়ি তুই কোথায় পেলি?"

সাবিত্রী। কেন, দোকানে!

ননী। পয়সা কোথায় পেলি ?

সাবিত্রী। মা দিয়েছে।

ননী। তুই কি ব'লে চাইলি ?

সাবিত্রী। চেয়ে নিলুম। তোমরা খাও না।

হরি ছুটিয়া আসিয়া খাইতে বসিল। ননীও খাইল, তার-পরে দুই ভাইতে জল খাইয়া কাজে বাহির হইল।

সাবিত্রী নাচিতে নাচিতে বাড়ী চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রোগমুক্তি

আরও দুইমাস কাটিয়া গেল,—বর্ষার পরে শরৎ আসিল। তখন আশ্বিন মাস। এতদিনে দীনবন্ধুর ব্যাধি একটু কম পড়িল। কতক বা পুরাতন হইয়া তেজোহীন হইল, কতক বা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দীনবন্ধু উঠিয়া-হাঁটিয়া বেড়াইতে সক্ষম হইলেন।

তখন কিসে দু'পয়সা উপার্জ্জন করিবেন, সেই চেষ্টাতে কলিকাতার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু ধন-সম্পত্তিবহুলা, কর্ম্মক্ষেত্র কলিকাতায় দীনবন্ধুর কাজ যুটিল না; যেখানে যান, সেই স্থানেই নিরাশ হন,—আফিসে গেলে বড় বাবু নাসিকা কুঞ্চিত করেন,—কারণানুসন্ধানে অবগত হন, বড় বাবুর শ্যালকগোষ্ঠী না হইলে, চাকুরী প্রাপ্তির আশা সুদূর-পরাহত। ব্যবসায়ী মহলে জামিনের প্রয়োজন,—কে দীনবন্ধুর

জামিন হইবে? জমিদার বাড়ীতে নগদ টাকার জামিন,—কাজেই দীনবন্ধুর সর্ব্বত্র শূন্য। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া হতাশের দীর্ঘশ্বাস সাথী করিয়া দীনবন্ধু সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

একদিন শ্রান্ত-ক্লান্ত কলেবরে ব্যথিত বিদীর্ণ হৃদয়ে নিরাশার উষ্ণশ্বাস লইয়া, দীনবন্ধু বাসায় আসিয়া বসিয়াছেন, জ্ঞানদা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া অদৃষ্টের কথা বলিতেছিল, কেন না, ছোঁড়া দুটো গাধার খাটুনী খাটিয়া আসিয়া এক মুঠা মুড়িও পাইবে না—ঘরে কিছু নাই। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল।

এমন সময় ননী ও হরি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ম্লান মুখে ননী কলতলায় গিয়া হাতমুখ ধুইতে লাগিল,—হরি বড় কাতর হইয়া মাতার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

মাতা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি রে, বসলি যে,—হাত মুখ ধুলি না? ওকি, ঘাড় অমন করিয়া রহিয়াছিস্ কেন? ও মা,—তোর কপালে রক্ত কেন? আহা-হা,—কপাল যে ফেটে গিয়েছে রে! কি হ'য়েছে বাবা?"

হরি কাঁদিয়া ফেলিল। ননীও আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ উৎস ফাটিয়া বাহির হইল। যাহা পিতা মাতার সাক্ষাতে বলিয়া, তাঁহাদিগকে কষ্ট দিবে না, ভাবিয়া চাপিয়া ছিল, তাহা বেগবহুলভাবে বাহির হইয়া পড়িল। সেও কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাদের পিতা মাতাও বড় উদ্বিগ্ন, বড় বিত্রস্ত, বড় ব্যথিত হইলেন। জ্ঞানদা বলিল—"হ্যাঁরে কি হ'য়েছে? কেউ মেরেছে?"

ননী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"হ'রেকে আর ছাপাখানায় নিয়ে যাব না। ওর কষ্ট দেখে, আমার বুক ফেটে যায় মা!"

জ্ঞানদার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় জল-প্রবাহ বহিল। সে আর কথা কহিতে পারিল না! দীনবন্ধু রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে?"

ননী। হ'রেকে কাগজ আন্‌তে পাঠিয়ে ছিল।

দীন। কোথায়?

ননী। কাগজের দোকানে।

দীন। কি কাগজ?

ননী। যে কাগজ ছাপা হয়। এক একজনের দু'রীম ক'রে আন্‌তে হয়। আমি তিন রীম ক'রে আনি।

দীন। রোজ?

ননী। রোজ—এ রকম তিন চারিবার আন্‌তে হয়।

দীন। হা, ভগবন্! এখনও কি হতভাগ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নাই? তারপর?

ননী। আ'জ দুটো রীম নিয়ে হ'রে কাঁপ্‌তে লাগলো,—রীম দুটো খুব ভারি। আমি দোকানদারকে বলিলাম, একটা নামিয়ে রাখ,—আমি এসে নিয়ে যাব। একটা সে নামিয়ে রাখলে, হ'রে একটা নিয়ে গেল। জমাদার তাই দেখে, কাগজ মাথায় থাক্‌তে থাক্‌তেই ওকে ধাক্কা মাল্লে—ছুটিয়া একটা থামের গায় কপালটা লাগ্‌লো—হ'রে কেঁদে উঠলো। আমি তখন রাস্তায়, আমার মনে হইল—আমি কেন ম'লাম না।

জ্ঞানদা কাঁদিতে কাঁদিতে হরিকে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইয়া, তাহার কপালে হস্ত বুলাইতে লাগিল। হরি মাথা টানিয়া

লইয়া বলিল—"দাদা এসে জমাদারকে বলিল,—ওকে মের না, ওর রীমটা আমি এনে দিচ্চি। তখনও দাদার মাথায় কাগজের বোঝা। শালা জমাদার ছুটে এসে, দাদার কাণ ধরে টেনে, গালে এক থাপ্পড় মেরে ব'ল্লে, সময় কার নষ্ট হয়রে শালা? মা, আমরা আর ওর প্রেসে যাব না,—আর মার খেতে পারি না। কাগজের বোঝা টানা বড় কষ্ট, মা!"

দীনবন্ধু চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"না বাবা, আর তোমরা প্রেসে যেও না। আমার শরীর সেরে উঠেছে, আমি যেমন ক'রে হোক, তোমাদের খেতে দেবো।"

ননী। আর আমরা কি ব'সে ব'সে খাব?

দীন। তোমরা শিশু,—

ননী বাধা দিয়া বলিল, তা'হোক। আমরাও কাজ করিব।

দীন। একটা ভাল কাজে দেব, যা ভদ্রলোকে কোরতে পারে।

হরি বলিল—"তাই দিও বাবা।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আবার সমন

দীনবন্ধুর দীন আর চলে না। সারা কলিকাতা তাহার নিকট যেন, অভাবের দারুণ দংশন লইয়া করাল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিল। সর্ব্বত্র হাটিয়া; প্রার্থনা করিয়া করিয়া অবশেষে

এক দোকানদারের ঘরে সাতটাকা বেতনের একটা চাকুরী যুটাইলেন, কিন্তু তাহাতে চারি পাঁচটি লোকের কি হইতে পারে ?

একদিন বৈকালে প্রভুর কি একটা কর্ম্মসমাপ্তির পরে কর্ণ-ওয়ালীস ষ্ট্রীট বহিয়া দীনবন্ধু হন হন করিয়া চলিয়া যাইতে ছিলেন, হঠাৎ রমেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ। রমেশচন্দ্র পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, দীনবন্ধু ডাকিলেন।

সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া রমেশচন্দ্র সমবেদনায় করুণ-কণ্ঠে কহি-লেন,—"এ কি এ? ওরনামকি চেনা দুর্ঘট যে। শরীর যে আর ওরনামকি নাই·একেবারে!"

দীন। আর ভাই, বিষয়-বিভব সব গিয়াছে—দেহও যাইতে বসিয়াছিল—দীর্ঘকাল বিছানায় পড়িয়াছিলাম, এই মাস তিনেক উঠেছি! তাইকি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়াছি, তাও না। আর কি কষ্টে যে আছি, তা' আর কি বলিব! দিন চালান দুর্ঘট হইয়াছে!

রমেশ। তাইত, ওরনামকি কলিকাতা সহর, বুঝিয়া চলিতে না পারিলে ওরনামকি ঐ রকমই হয়।

দীন। একটা কোন উপায় করিয়া দিতে পার ভাই? বড় কষ্টে আছি। সকল দিন একমুঠা ভাত তাও ছেলেপুলেকে দিতে পারি না।

রমেশ। উপায়? ওরনামকি কিই বা আছে! কই ওর-নামকি কিছুইত দেখ্‌চি না। তবে ওরনামকি সাবধান হইয়া চলিও, এক রকম না এক রকম হবেই। ওরনামকি খুব

সাবধানে থেকো। তুমি বড় নির্ব্বোধ, একেবারে ওরনামকি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলে!

দীন। রমেশচন্দ্র, বন্ধু ;—আমি সাধে ক্ষেপি নাই, তোমরা ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিলে। এই কলিকাতা সহরে যদি বেশ্যা আর দালাল না থাকিত, তবে বোধ হয় মানুষের এত দুর্দ্দশা হইত না।

রমেশ। তুমি ওরনামকি পাগল কি না! পাড়াগেঁয়ে লোকের ওরনামকি টাকাগুলা যদি কলিকাতা সহরে আসিয়া না পড়ে, তবে ওরনামকি কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হয় কি কোরে? এই যে আশে পাশে ওরনামকি সাজানো দোকান দেখ্‌চো, ঐ যে বারেণ্ডায় বারেণ্ডায় রূপের বেসাত খুলিয়া বসিয়া আছে দেখ্‌চো, আর আমরা এই যে ওরনামকি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তীব্র দৃষ্টিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি দেখিতেছ,—আর ঐ যে ওরনামকি খবরের কাগজের আফিস, বইয়ের কারবার, বিজ্ঞাপনের স্তূপ—ও সকল কেন জান? ওরনামকি শুধু ফাঁদ,—পাড়াগেঁয়ে পাখী ধরিবার ওরনামকি শুধু ফাঁদ। যারা একটু ওরনামকি উড়োপাখী, তারা ফাঁদে পড়ে, আবার ওরনামকি উড়ে যায়,—আর তোমার মত ওরনামকি বোকাগুলো ফাঁদে পড়ে, মরে। ওরনামকি সেজন্যে দুঃখ করিও না বন্ধু!

রমেশচন্দ্র চলিয়া গেল। দীনবন্ধু অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, কি ভয়ানক! এমন লোকত আমি দ্বিতীয় দেখি নাই।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় বাসায় গিয়া দীনবন্ধু দেশের মতি বাবুর একখানি পত্র ও সমন পাইলেন। পত্রে লেখা ছিল,—

"তোমার দরুণ যে সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি, তাহার এক খণ্ড

জমি লইয়া জমিদারের সঙ্গে মোকদ্দমা বাধিয়াছে। তাঁহারা ঐ জমি মালের বলিয়া দখল করিতে চাহেন। আগামী শুক্রবারে মোকদ্দমার দিন। মোকদ্দমায় তোমার সাক্ষীর বিশেষ প্রয়োজন। তোমাকে সাক্ষী মানিয়াছি, সমন গেল, আর তোমার পথের খরচের জন্য পাঁচটি টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলাম। বুধবারে পত্র পাইবে, বৃহস্পতিবারে মনিঅর্ডার পাইবে। বৃহস্পতিবারের রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী আসিবে. সাক্ষাতে অন্যান্য কথা বলিব ও শুনিব। তুমি বাড়ী আসিলে মোকদ্দমা আপোষেও মিটিয়া যাইতে পারে,—নায়েব মহাশয় বলিতেছেন, দীনবন্ধু সমস্ত অবস্থা জানেন, তিনি আসিয়া যাহা বলেন, সেইমত কার্য্য হইবে।"

জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করিবে ?"

দীন। তাই ভাবছি।

জ্ঞানদা। যখন সমন আসিয়াছে, তখন যাইতেই হইবে।

দীন। সমন হাতে দেয় নাই, না গেলেও একদিন চলে। কিন্তু—

জ্ঞানদা। কিন্তু কি ?

দীন। একবার সেই জন্মভূমি বঙ্গপল্লীর শান্তিনিকেতন খুঁজিয়া আসি, যদি সেখানে আশ্রয় পাই।

জ্ঞানদা প্রবল-প্রবহমান চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল,—"তবে তাই।"

ননী জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, তুমি কি দেশে যাবে ?

দীন। হাঁ।

ননী। আমি তোমার সঙ্গে যাব

দীন। না বাবা, এখন খরচ-পত্র নাই। যদি মা কালী মুখ তুলিয়া চান, তবে দেশের ছেলে দেশে যাইও।

ননী আর কোন কথা কহিল না। হরি বলিল,—"বাবা, দেশে কি আমাদের বাড়ী আছে?"

দীনবন্ধু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"না বাবা, কিছুই নাই।"

হরি। দাদা যে বলে আছে।

দীন। ছিল, এখন নাই।

হরি। আমাদের ওবাড়ীর মত কোন বাবু এসে বুঝি দখল ক'রে নিয়েছে?

দীন। হ্যাঁ।

হরি মুহূর্ত্তে কি চিন্তা করিল, তারপরে বিষাদ-ক্লিষ্ট স্বরে বলিল,—"সবাই আমাদের বাড়ীগুলো কেড়ে নেয় কেন?"

চতুর্থ স্তর

বঙ্গ-পল্লী মাতৃ-ভূমি নিত্য অন্নদানরতা ;
লক্ষ্মীর ছেলে হ'য়ে মোরা খাদ্য খুঁজি হেথা-সেথা।
বনের লতা বনের পাতা কুড়িয়ে নিলে পরে,
সকল দুঃখ দূর হয়, রাজার মত চলে।

পল্লী-লক্ষ্মী

প্রথম পরিচ্ছেদ

পল্লী-পথে

দীনবন্ধু বৃহস্পতিবারে মণিঅর্ডারে পাঁচটি টাকা প্রাপ্ত হইলেন।

ননীকে সঙ্গে লইয়া বাজারে গেলেন। তিনটাকা খরচ করিয়া চাউল, দাইল, তরকারি, তৈল, লবণ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিলেন। তারপরে রাত্রে আহারাদি অন্তে আরও আট আনা খরচের জন্যে জ্ঞানদার হাতে দিলেন।

জ্ঞানদা বলিল,—"গাড়ী ভাড়া একটাকা, তুমি মোটে দেড় টাকা লইয়া যাইতেছ, আসিবে কি প্রকারে?"

দীন। যদিও সেখানে আর আমার তৃণগাছটি নাই, তথাপি সে কলিকাতা নয়; সেজন্য ভাবিও না।

জ্ঞানদা। কবে আসিবে?

দীন। দু'তিন দিন হইতে পারে।

জ্ঞানদা। যে অবস্থায় থাকা, যেন বিলম্ব না হয়।

দীন। না,—ছেলে-পুলে এই নিঃসহায় অবস্থায় রাখিয়া কখনই বিলম্ব করিব না।

দীনবন্ধু যাত্রা করিলেন। তখন রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সেই ভগ্ন, বহুলোকের একত্র বাসভবন খোলার ঘরে সেই নিঃসম্বল ও নিঃসহায় অবস্থায় সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে, তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। ক্ষুধিত সর্পের গহ্বর-সন্নিকটে নীড়স্থ শাবকগুলিকে রাখিয়া আহার আনিতে যাইবার সময় পিতৃ-পক্ষী যেমন বাহির হইয়াও কুলায়াভিমুখে দশবার ফিরিয়া চাহে, দীনবন্ধুও তদ্রূপ রাস্তায় গিয়াও বাসার দিকে পুনঃপুনঃ চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি সাড়ে বারটার সময় গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। গাড়ী বিশ্বের অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল। তখন শীতকাল—পৌষ মাস। খোলা মাঠে কন্‌কনে শীতের হাওয়া,—সকলকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। বিশেষতঃ দীনবন্ধুর গাত্রে একটি ছিন্ন জামা ও একখানা সূতার চাদর মাত্র। গাড়ীর দরোজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া, কোনরূপে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত হৃদয়খানা অমাবস্থার রাত্রির মত চিন্তা-আঁধারে সমাচ্ছন্ন ছিল।

গাড়ীতে কত লোক,—সকলেই আপন আপন বস্ত্রাদিতে শরীর আবৃত করিয়া, কখন নিদ্রা যাইতেছে, কখন উঠিয়া বসিতেছে, কখন ধূম পান করিতেছে।

দীনবন্ধু যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহারই পার্শ্বে এক মুসলমান বসিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স অনেক,—সত্তর বৎসরের কম নহে। বৃদ্ধ শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। পকেট হইতে

সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া, একটা ধরাইয়া টানিতে লাগি-লেন। আর একটা দীনবন্ধুর সম্মুখে দিয়া বলিলেন—"খান।"

কত দিন পরে এই অহৈতুকী দান ;—দীনবন্ধুর চিত্ত প্রফুল্ল হইল। ধন্যবাদ জানাইয়া সিগারেটটি ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন।

কথায় কথায় বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি একটিবার শয়ন করেন নাই,—কেন ?"

দীন। যে শীত মহাশয়,—হাড কাঁপিয়ে তুলছে।

বৃদ্ধ। এখন রাত্রি কত ?

দীন। বোধ হয় চারিটা বাজিয়াছে।

বৃদ্ধ। আপনি কতদূর যাবেন ?

দীন। আমি যেখানে যাব, সে ষ্টেসনে পঁহুছিতে ভোর সাড়ে ছটা।

বৃদ্ধ। এখনও দু'ঘণ্টা—আড়াই ঘণ্টা। তা' শীতে যদি আপনার বড় অধিক কষ্ট হয়, আমি একখানা কম্বল দিব ?

দীন। না না,—আর প্রয়োজন নাই।

বৃদ্ধ। সেখানা নূতন,—সবে এই কলিকাতা থেকে কিনে নিয়ে যাচ্চি। আপনি এঁটো-কাঁটার সন্দেহ করিবেন না।

দীন। আপনার অনুগ্রহ যথেষ্ট, কিন্তু আর প্রয়োজন নাই। মোটে আর দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা সময় অছে ;—বসিয়াই কাটাইব।

বৃদ্ধ। আপনি কি কলিকাতায় থাকেন ?

দীন। আজ্ঞা হাঁ।

বৃদ্ধ। দেশে যাইতেছেন বুঝি ?

দীন। দেশে যাইতেছি।

বৃদ্ধ। কলিকাতায় কি কাজ করা হয়?

দীন। কাজ ভাল ছিল, এখন কর্ম্মফলে একরূপ পথের ভিখারী হইয়াছি।

বৃদ্ধ। এখন কি করেন?

দীন। এক দোকানদারের দোকানে সামান্য বেতনের একটা কাজ করি।

বৃদ্ধ। কলিকাতায় আমাদের মত গরিবের সুবিধা হয় না। দেশে থাকিয়া যা হয় একটা ব্যবসা-বাণিজ্য করুন, সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে। চাষ-বাস করাও মন্দ নয়। আমার চাষ আছে, তাতেই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়।

দীন। দেশে যাচ্চি, দেখি কি হয়।

বৃদ্ধের সহিত কথোপকথনে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া উঠিল;—ঊষার বাতাসে নিশার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া তুলিল। দীনবন্ধু বলিলেন,—"আমার নামিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। সম্মুখের ষ্টেসনেই নামিব।"

দেখিতে দেখিতে গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইলে, দীনবন্ধু গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বৃদ্ধকে সেলাম করিলেন। বৃদ্ধও প্রত্যভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। গাড়ী চলিয়া গেল। দীনবন্ধু ষ্টেসনের বাহির হইয়া, গ্রাম্য-পথ বহিয়া চলিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব গগন-পটে রক্তিম রবি বৃহত্তর আকারে কেবল তখন উদিত হইতেছিলেন। কেবল তখন কুলায় হইতে পাখীকুল উড়িয়া আসিয়া রাস্তার ধূলি-শয্যায় পদ-চিহ্ন বিলিপ্ত করিয়া ধীরে

ধীরে আহার খুঁজিতেছিল। কেবল তখন বলদ ও লাঙ্গল লইয়া কৃষককুল প্রান্তরাভিমুখে গমন করিতেছিল। কেবল তখন নৈশ-ফুল্ল কুসুমরাশি প্রভাত-বায়ুর সংস্পর্শে ঝরিয়া মাটীতে পড়িয়া সুবাস বিলাইতেছিল।

দীনবন্ধু বহুদিনপরে—জন-কোলাহল-মুখরিত কর্ম্ম-ক্লান্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ পল্লী-পথে চলিয়াছেন। অপ্রশস্ত বন্ধুর পথ—পথের দুই ধারে সরিষা গম মটর ছোলার ক্ষেত। শ্যাম-সবুজ শস্য-বৃক্ষে হরিদ্রা পাটল লোহিত কুসুম ফুটিয়াছে। দূরে বিলে জোলে সুপক্ক-ধান্য-শীর্ষ ধান্যবৃক্ষ সকল অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে—যেন নিখাদ স্বর্ণ-স্তবকে পল্লী-প্রকৃতি আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছেন। দূরে দূরে খেজুর বাগান; পরিষ্কৃত খর্জ্জুর-বৃক্ষ-গ্রীবায় মৃৎভাণ্ড দুলি-তেছে—সে রসপরিপূর্ণ। কৃষকেরা ভাঁড় খুলিয়া রসসঞ্চয় করিয়া বাঁকে করিয়া গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য, তাহাদের কার্য্য-স্থানে লইয়া যাইতেছে। লঙ্কার ক্ষেত্রে সবুজ পত্রের মধ্যে লোহিত লঙ্কা ঝুলিয়া নীলাম্বরাবৃত যুবতীর রক্তিম অধরের হাসির ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে।

ক্রমে রৌদ্র উঠিল। প্রান্তরে লোক সমাগম হইল,—কেহ লঙ্কা তুলিতে আসিল, কেহ ধান্য কাটিতে আসিল, কেহ জমি কর্ষণ করিতে লাগিল, কেহ জমি পরিদর্শন করিতেছে, কেহ ধান্য তুলিয়া খামারে আনিতেছে, কেহ গাড়ী করিয়া শস্য লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। খেজুর বা আম্র বাগানে খেজুরের পাতা ঘেরা বাইনে বসিয়া কেহ গুড় জ্বাল দিতেছে। কতলোক গ্রাম্যপথ বহিয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেছে। সদা প্রফুল্ল

রাখালেরা গাভী-পাল লইয়া গান গাহিতে, গাহিতে গোষ্ঠে চলিয়াছে।

দীনবন্ধু সেই সকল দেখিতে দেখিতে অনেক পথ অতিক্রম করিলেন। আরও কিয়দ্দূর যাইয়া পথি-পার্শ্বে এক বাইনে প্রবেশ করিলেন, ইচ্ছা একটু তামাক খাইবেন।

এক কৃষক তাহার দুইটি বালকপুত্র লইয়া বাইন জ্বালিয়া দিয়াছিল, বাইনে সাতখানা জালা—খর্জ্জুর-রসপূর্ণ। একটি ছেলে জ্বাল দিতেছিল, আর একটি ভাণ্ড হইতে রস ঢালিয়া দিতেছিল, কৃষক উঁচু হইয়া একটা কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিল।

দীনবন্ধু বলিলেন—"একটু তামাক খাব।"

কৃষক দীনবন্ধুর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আপনি কোথা থেকে আস্‌চো? বসুন—তামাক খাও। পুঁটে একটা আমের পাতা আনতো।"

যে জ্বাল দিতেছিল, সেই পুঁটে। আদেশমাত্র ছুটিয়া গিয়া পার্শ্বের একটা চারা আম্রবৃক্ষ হইতে একটা পাতা ছিঁড়িয়া আনিয়া দীনবন্ধুর নিকটে দিয়া বলিল—"নাওগো।"

দীনবন্ধু পাতার ঠোঙা প্রস্তুত করিলেন। কৃষক হুঁকার মস্তক হইতে কলিকাটি নামাইয়া দীনবন্ধুর সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া বলিল,—"কলিকাটা প'ড়ে যাবেন, নাও।"

দীনবন্ধু কলিকা তুলিয়া লইয়া পাতার ঠোঙার মধ্যে স্থাপন করিয়া ধূমপান করিলেন। তারপরে কৃষকের হস্তে কলিকা দিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, কৃষক বলিল—"একটু রস খাবা না? খুব ভাল রস ঐ ভাঁড়টায় আছে,—আমরা খাব ব'লেই রেখেছি। দেঁড়ে গাছের জীরেন কাটের রস।"

দীনবন্ধু খাইতে স্বীকৃত হইলেন। একটা মৃৎভাণ্ডে করিয়া অনেকখানি রস আনিয়া দিয়া কৃষক বলিল—"খাও।"

দীনবন্ধু পান করিলেন। তাঁহার জ্ঞান হইল, অনেকদিন পরে প্রাণ ভরিয়া পল্লীমাতার অমৃত-স্তন্য পান করিলেন। এত দিনের শুষ্ক কণ্ঠ স্তন্য-রসে আ'জ যেন ভিজিয়া সরস হইল।

পল্লী-কৃষকের এ দান অহৈতুকী।

তাঁরপর দীনবন্ধু উঠিয়া কামালপুরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের লোক

দীনবন্ধু গ্রামে আসিয়াছেন, গ্রামের লোকের যেন হারাধন ঘরে ফিরিয়াছে। দুষ্ট ছেলে মাতার অলঙ্কার চুরি করিয়া লইয়া, অনেক দিন এদেশ ওদেশ ঘুরিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গৃহে ফিরিলে, মাতা যেমন তাহাকে ব্যথিত-করুণ-ক্রোড়ে টানিয়া লন,—আ'জ দীনবন্ধুর জন্মপল্লী তেমনিই তাহাকে টানিতে লাগিলেন।

মতি বসুর বাড়ীতে দীনবন্ধুর আহারাদি হইতেছিল। বৈকালে একবার কাছারি গিয়া দীনবন্ধু নায়েব মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নায়েব মহাশয় পুরাতন লোক, অনেক দিন পর্য্যন্ত সে গ্রামে আছেন। বিষয় বিক্রয় ও বাসস্থান পরিত্যাগ করার জন্য দীনবন্ধুকে তিনি অনেক অনুযোগ করিলেন, তারপরে বলিয়া দিলেন, তুমি এখানে আসিয়া পুনরায়

ঘর-দুয়ার করিলে অপর কতকগুলি জমি তোমাকে জমা করিয়া দিব,—লাঙ্গল করিলে তদ্দ্বারাই তোমার চলিতে পারিবে। দীনবন্ধু কৃতজ্ঞতা জানাইয়া উঠিয়া আসিলেন। মতিলালের মোকদ্দমারও মীমাংসা হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে তারক বাঁড়ুয্যে, কালীপ্রসাদ দত্ত, জয় মিত্র প্রভৃতি গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মতিলাল বসুর বাড়ীতে আগমন করিলেন। সেখানে দীনবন্ধু ও মতিলাল উপস্থিত ছিলেন।

জয়মিত্র বলিলেন—"দীনবন্ধু, তোমার অবস্থা সমস্তই শুনিয়াছি। এখন কি করিতে চাও?"

দীন। করিবার আমার কিছুই নাই। আমি এখন কপর্দ্দক শূন্য, পথের ভিখারী।

জয়। গ্রামের ছেলে গ্রামে ফিরিয়া এস।

দীন। আসিয়া কি খাইব? থাকিই বা কোথায়?

জয়। ঘর-দুয়ার বাঁধ।

দীন। কলিকাতা হইতে তাহাদিগকে রেল ভাড়া দিয়া আনিবার আমার সঙ্গতি নাই। ঘর-দুয়ার বাঁধাত দূরের কথা।

জয়। সে ব্যবস্থা আমরা করিব।

দীন। আপনারা দয়া করিয়া যাহা করেন, তাহাই হইবে।

জয়। আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছি, বিবাহ ছায়ামণ্ডপী প্রভৃতি গ্রাম থেকে যাহা আদায় হয়, তাহার তহবিল একটা আছে, জান?

দীন। হ্যাঁ, জানি।

জয়। সেই টাকায় বারোয়ারি ব্রহ্মা পূজা হয়।

দীন। তাত জানি।

জয়। বারোয়ারি তহবিলে টাকাশোখানেক আছে, তার মধ্যে পঞ্চাশ টাকা দিয়া তোমার ঘর-দুয়ার বাঁধিয়া দিব। এখন যেমন অবস্থা তেমনি থাক—তারপরে ভগবান্ দয়া করে—ভাল ঘর-দুয়ার হবে। তবে পঞ্চাশটাকায় কিছু সব হবে না। বাঁশ খড় এসকল আমরা বাড়ী বাড়ী থেকে দিব।

দীন। আপনাদের এ করুণা, গ্রহের ফেরে আমি নীজে হারাইয়াছিলাম।

জয়। আমরা জনে জনে দুই টাকা করিয়া তোমাকে কুড়ি টাকা দিচ্চি, কা'লই তুমি কলিকাতায় গিয়া বৌমাদের নিয়ে এস। গ্রামে লোক নাই—তুমি গ্রামের ছেলে—তুমি গ্রাম থেকে উঠে গিয়ে কষ্ট পাও, ইহাতে আমরাও মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাই।

অযাচিত এত সহানুভূতির সলিলধারা ঠেলিয়া দীনবন্ধু কোথায় গিয়া রহিয়াছেন! তাঁহার দুই চক্ষু পূরিয়া জল টলটল করিতে লাগিল।

কালীপ্রসাদদত্ত মতিবসুকে বলিলেন,—"ওর সম্বন্ধে আমরা যাহা যাহা করিব, শুনলে ?"

মতি। সেত ভালই—সেত ভালই। তা' আপনারা দু'টাকা ক'রে দেন, আর আমায় যদি অনুমতি করেন, আমিও দু'টাকা দেব।

কালী। তোমাকে আরও কিছু করিতে হইবে।

মতি। কি বলুন—কিছু বাঁশ-খড় ? তা' দশজনে যেমন দেবেন, আমিও তেমনি দিব।

কালী। তা' ছাড়া তোমায় আরও কিছু করিতে হইবে।

মতি। আরও কিছু!—আর কি, বলুন না।

কালী। দীনবন্ধুর বাস্তভিটা আর বাড়ীর বাগান ও পুকুরটা ছাড়িয়া দিতে হইবে।

মতি। সে কি? তা' দিব কেমন করিয়া? টাকা দিয়া কিনিয়াছি।

কালী। টাকা! সেকথা আর বলিও না। দীনবন্ধুকে ভূতে পাইয়াছিল, তাই দশহাজার টাকার বিষয়টা পাঁচহাজার টাকায় নিয়েছ। এমনই ওর দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল যে, গ্রামের কাহাকেও একটা মুখের কথা শুধায় নাই! যাক্—এ তোমাকে ছাড়িয়া দিতেই হইবে।

মতি। বুঝিয়াছি—দীনবন্ধু এখন আপনাদিগকে ধরিয়াছে।

কালী। না না—দীনবন্ধু আমাদিগকে কিছু বলে নাই।

মতি। তবে আপনাদের কি?

কালী। দীনবন্ধুর বাপ-পিতামহ এ গ্রামের একঘর লোক ছিল—দীনবন্ধুও আগে এমন ছিল না। এখন নিজের বুদ্ধির দোষে পথের ফকির হইয়াছে। আমাদের কি কর্ত্তব্য নয় যে, আমরা উহাকে রক্ষা করি!

মতি। আমি যদি না দেই।

কালী। না দাও, কি করিব।

মতি। টাকা দিয়া বিষয় কিনিয়া কে ছাড়িয়া দেয়?

রক্ত-চক্ষুতে মতি বসুর মুখের দিকে চাহিয়া তারক বাঁড়ুয্যে বলিলেন,—"ভদ্রলোকের কথায় দেয় না, আদালতের বিচারে দেয়।"

মতি। সে কি ;—যাহার বিষয় সে রেজেষ্টরী করিয়া দিয়া মূল্যের টাকা লইয়া গিয়াছে,—আদালতে ইহার কি হইবে ?

কালী। যখন হইবে, তখন জানিতে পারিবে।

মতি। শুনিই না।

কালী। বিষয় কার ?

মতি। কেন দীনবন্ধুর।

কালী। সব না।

মতি। আর কার ?

কালী। উহার মধ্যে কতক দেবোত্তর সম্পত্তি আছে,—জান ?

মতি। মিছে কথা।

কালী। মিছে কথা কি সত্যকথা আদালতেই দেখিতে পাইবে।

মতি। আমি সব দলিল দেখিয়া কিনিয়াছি।

কালী। দীনবন্ধুর পিতা মৃত্যুকালে দেবতার নামে কিছু উইল করিয়া যান। সে দলিল তুমি দেখ নাই।

মতি। কে বলিল ?

কালী। আমি বলিতেছি। আমরা তাতে সাক্ষী আছি—বাঁড়ুয্যে মহাশয়ও আছেন, গ্রামের আরও অনেকে জানে।

মতি। সে দলিল বোধ হয় রেজেষ্টরী করা নয় ?

কালী। কে বলিল রেজেষ্টরী করা নয় ?

মতি। আমি জানি না—জিজ্ঞাসা করিতেছি।

কালী। হাঁ, রেজেষ্টরী করা।

মতি। জজসাহেবের নিকট সে উইল প্রোবেট হইয়াছিল ?

কালী। নিশ্চয়।

মতি। তবে কি দীনবন্ধু আমার সহিত প্রতারণা করিয়াছে?

কালী। দীনবন্ধু জানে না। মিত্র মহাশয়ের সহিত উহার পিতার বন্ধুত্ব ছিল, মিত্র মহাশয়কেই অছি রাখিয়া তিনি সে কার্য্য করিয়া যান। ছেলে যদি বিপথে যায়, বা বিধর্ম্মী হয়, তখন গৃহদেবতার পূজার জন্য সেই বিষয় থাকিবে।

মতিলালের হৃদয়ের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"সে কোন্ কোন্ সম্পত্তি, তাহার নির্ণয় আছে?"

কালী। তা' নাই? তোমার অনেক বাহির হইয়া যাইবে।

মতি। কে মোকদ্দমা করিবে?

কালী। কেন, দীনবন্ধুর স্ত্রী।

মতি। ভাল, তাই হবে।

কালী। তুমি যদি বাগান, বাস্তুভিটা আর পুকুরটা ছাড়িয়া দাও, তদ্বিনিময়ে ঐ সম্পত্তি তোমার হইবে। আমরা থাকিয়া তার ব্যবস্থা করিয়া দিব।

মতি। বিষয়-সম্পত্তি গাঙের জল নয় যে, যা ইচ্ছা, তাই করা যায়,—ভাল দেখা যাবে।

তারপরে আরও নানা কথার পরে দীনবন্ধুকে ডাকিয়া লইয়া তাহারা চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পল্লী-বাণিজ্য

পরদিন প্রভাতে দীনবন্ধু গ্রামের মধ্যে বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলের সহিত আলাপ-আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। যখন রামসুন্দর বৈষ্ণবের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন রামসুন্দর আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল, তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন।

রামসুন্দর হাসিমুখে বলিল,—"একটা আনন্দের খবর শুনচি, সত্য ত ?"

দীন। কি ?

রাম। আপনি নাকি সপরিবারে আবার গ্রামে আসিতেছেন ? আহা ! আপনারা একঘর লোক—কত দীন দুঃখী আপনাদের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হ'য়েছে,—আপনারা গ্রাম ছাড়িয়া যাবেন,—এ দুঃখ সকলেরই।

দীন। হ্যাঁ, রামসুন্দর দা ; আবার আমরা আস্‌ছি, কিন্তু আমার অবস্থা বড় মন্দ—অর্থাভাবে দিন চ'ল্‌চে না।

রাম। দেশের মানুষ দেশে আসুন—সব সেরে যাবে। আপনি কলিকাতায় কবে যাবেন ?

দীন। কা'লই যাব।

রাম। আমার একটা উপকার করিতে হইবে।

দীন। কি উপকার রামসুন্দর দা ?

রাম। মধ্যে মধ্যে একটা পাইকর আস্‌তো, আমি বন-

জঙ্গল থেকে গুলঞ্চ, ছাতিমছাল, অশ্বগন্ধা, কণ্টিকারী, শটী প্রভৃতি কুড়াইয়া রাখিতাম, সে কিনিয়া লইয়া যাইত! অনেক জিনিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি—সে কিন্তু আর আসিল না। আমি শুনিয়াছিলাম, সে ঐ সকল জিনিষ কলিকাতায় লইয়া গিয়া বেচিত, এবং বেশ দু'পয়সা রোজগার করিত। তারপরে লোকটা মরিয়া গেল কি কি হইল, জানিতে পারিলাম না। এখন আপনি যদি জিনিষগুলা লইয়া যান,—বিক্রয় করিতে পারিলে, আপনারও কিছু হয়, আমারও পরিশ্রমটা বৃথায় যায় না।

দীন। তোমার জিনিষগুলি দেখিতে পাইব?

রাম। এই যে, বাহিরের ঘরেই আছে, দেখ না।

দীনবন্ধু রামসুন্দরের সহিত সেখানে গমন করিলেন। দেখিলেন, স্তূপাকার জিনিষ। জিনিষ লতাপাতা কাটা প্রভৃতি। কিন্তু রামসুন্দর সেগুলি শুকাইয়া বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার এই জিনিষগুলা সেই পাইকর কত দর দিত?"

রাম। কুড়ি বাইশ টাকা।

দীন। আমিও তাহাই দিব—কিন্তু এখনত আমার টাকা নাই, বিক্রয় করিয়া দিব।

রাম। তাই দিবেন। আপনাকে কি অবিশ্বাস করি? আর যদি সুবিধা করিতে পারেন, আমাকে লিখিলে আমি অনেক সংগ্রহ করিতে পারিব।

দীনবন্ধুর মনে হইল, বড়বাজারে এই সকল দ্রব্য খরিদ বিক্রয়ের আড়ত আছে। তিনি রামসুন্দরকে বলিলেন,—

"তবে দুই খানা গরুর গাড়ী ডাকিয়া আ'জই ও গুলা বোঝাই দাও। কা'ল আমি একেবারে ষ্টেসনে গিয়া রসিদ লইয়া কলিকাতায় যাইব।

রামসুন্দর তখনই গাড়ী ডাকিতে চলিয়া গেল। দীনবন্ধু জয়মিত্রের বাড়ী গমন করিলেন।

সন্ধ্যার পরে গ্রামের অনেক লোক একত্রিত হইয়া বারো-য়ারি তহবিল হইতে জয়মিত্রের নিকটে পঞ্চাশটাকা প্রদান করিল। তদ্দ্বারা দীনবন্ধুর একখানি শয়নের ঘর ও একখানি রন্ধনের ঘর প্রস্তুত হইবার বন্দোবস্ত হইল। মতিবসু বাগান পুষ্করিণী ও বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিলেন।

ঘর-দুয়ার প্রস্তুত হইলেই দীনবন্ধু দেশে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। ঘর-দুয়ার প্রস্তুতের ভার লইলেন, জয়-মিত্র। আর গ্রামের সকলেই সে বিষয়ে সাহায্য করিবেন, স্থির হইল।

তৎপর দিবস প্রভাতে গ্রামের লোকের পূর্ণ প্রীতি ও সহানুভূতি লইয়া দীনবন্ধু কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। গ্রাম হইতে চাঁদা করিয়া তাঁহাদিগের দেশে আসিবার জন্যে কুড়ি-টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল।

দীনবন্ধু ষ্টেশনে গিয়া সেই টাকা হইতে গরুর গাড়ীর ভাড়া ও মালের রসিদ লইবার ব্যয়াদি করিয়া কলিকাতায় গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লতাপাতা

দীনবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া জ্ঞানদাকে সকল কথা বলিলেন। জ্ঞানদার চিন্তাদগ্ধ হৃদয়ে যেন একটু আশার শিশির পতিত হইল। দারুণ মরুভূমে ওয়েসিস দেখা দিল। সে কাতরে মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া কৃপা প্রার্থনা করিল।

তখনও দীনবন্ধুর লতা-পত্র ষ্টেসনে আসিয়া পঁহুছে নাই। তথাপি বড়বাজারে যেখানে যেখানে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়, সেখানে সেখানে সন্ধান লইতে লাগিলেন,—দর জানিতে লাগিলেন।

তারপরে চারি দিন পরে ষ্টেসনে সে সকল দ্রব্য আসিয়া পঁহুছিল। দীনবন্ধু মাশুল দিয়া মালগুলি আনিয়া বড়বাজারে লইয়া গেলেন।

দুই তিন স্থানে যাচাই করিয়া—যেখানে সর্ব্বোচ্চ মূল্য প্রাপ্ত হইলেন, সেই স্থানেই বিক্রয় করিলেন। সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া তিনি তিনশত এগার টাকা সাত আনা প্রাপ্ত হইলেন। বাইশ টাকায় দ্রব্যগুলি ক্রয় করিয়াছেন,—গরুর গাড়ী ভাড়া, রেলভাড়া, মুটে খরচ ও অন্যান্য খরচে মোট তাঁহার পঁয়ত্রিশ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই দুঃসময়ে এতটাকা লাভ করিয়া, দীনবন্ধুর বুক দশহাত হইয়া উঠিল। কেবল এই লাভে নহে;—তাঁহার মনে হইল, পল্লীর বনে-জঙ্গলে এসকল দ্রব্য কতই আছে! কেবল মজুর খরচ করিয়া তুলিয়া সংগ্রহ করিতে

পারিলেই হয়! ইহা বিক্রয় করিয়া এতটাকা! তবে আমাদের অন্নের অভাব হইবে কেন? কেন দীনহীনের ন্যায়, ভিখারীর ন্যায় আমরা কলিকাতায় পড়িয়া থাকিব!

দীনবন্ধু রাস্তা হইতেই একটা পোষ্টাফিসে গিয়া রামসুন্দরের বাইশটাকা মনিঅর্ডার করিয়া দিলেন, এবং লিখিয়া দিলেন, তুমি যত পার, এইসকল জিনিষ সংগ্রহ করিবে; আমি শীঘ্র গিয়া লইয়া আসিব। তারপরে বাকী টাকা লইয়া গৃহে আসিলেন।

ননী ও হরি দুই ভাই রাস্তায় খেলা করিতেছিল। দীনবন্ধু তাহাদিগকে ডাকিয়া সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জ্ঞানদা কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, দীনবন্ধু নিকটে ডাকিলেন।

জ্ঞানদা আসিলে সমস্ত টাকাগুলি তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। জ্ঞানদা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এতটাকা কোথায় পেলে?"

দীনবন্ধু প্রফুল্লমুখে বলিলেন,—"সেই যে বন-জঙ্গল আনিয়াছিলাম, তাই বিক্রয় হইল।"

জ্ঞানদার কষ্টদীর্ণ মুখে সন্তোষের শান্তভাব বিকীর্ণ হইল। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর শেষ রজনীর মুখে যেন চন্দ্রকিরণ ছড়াইয়া দিল। বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিল—"যে দেশের লতাপাতা বনজঙ্গলে এত টাকা, সে দেশ ছাড়িয়া মানুষ কেন কলিকাতায় আসে! চল আমরা দেশে যাই—চল দেশে গিয়া বনজঙ্গল কুড়াইব, তারপরে তুমি কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করিয়া লইয়া যাইও।"

ননী বলিল—"বাবা, গুলঞ্চ আমি আমগাছ থেকে কত পাড়িতে পারিব।"

হরির বড় সে সকলের কথা মনে নাই। সে আমগাছ গুলঞ্চলতা জানে না। সে বলিল—"আমি দাদার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিব।"

দীনবন্ধু জ্ঞানদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ঘর-দুয়ার প্রস্তুত হইলেই চল দেশের মানুষ, দেশে যাই। এখন ওথেকে দশটা টাকা দাও।"

জ্ঞানদা টাকাদশটি স্বামীর হস্তে দিয়া বলিল—"কি হবে?"

কথা বলিতে গিয়া দীনবন্ধু থামিয়া পড়িলেন। ঢোক গিলিয়া গলা ঝাড়িয়া বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিলেন—"কত দিন দেই নাই—বাছারা আমার কাঙ্গালীর মত, আমারই সম্মুখ দিয়া রাস্তার বাহির হইয়াছে। কতদিন দেখিয়াছি, রাস্তার পাতরে ঐ কচি কচি পা কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়াছে। আ'জ ওদের জুতা জামা কাপড় আনিব।"

জ্ঞানদারও চক্ষু জলে পূর্ণ হইল।

দীনবন্ধু ননী ও হরিকে সঙ্গে লইয়া বাজারে গেলেন। তাহাদের জামা জুতা কাপড় এবং খুকীর একটি জামা ও একখানা কাপড় এবং বলহরির কন্যা সাবিত্রীর জন্য একখানা কাপড় ক্রয় করিয়া আনিলেন।

দীনবন্ধুর এই সমস্ত শুভ সংবাদ পাইয়া বলহরি বড় সন্তুষ্ট হইল।

তৎপরে একমাস পরে দীনবন্ধু রামসুন্দরের পত্র পাইয়া দেশে গমন করিলেন।

সেবার রামসুন্দর অনেক লতা-পাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিল। দীনবন্ধুও অনেক টাকা লইয়া গিয়াছিলেন,—সে সকল দ্রব্য দেখিয়া দীনবন্ধু হৃষ্ট হইলেন।

তাঁহার ঘর দুইখানি প্রায় শেষ হইয়া উঠিয়াছিল,—আর দশ পনর দিন পরেই তাঁহারা আসিয়া বাস করিতে পারিবেন।

দীনবন্ধু, গুলঞ্চ শটী প্রভৃতি চারি গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া গেলেন।

কলিকাতায় গিয়া তাহা বেচিয়া সেবার প্রায় পাঁচ শত টাকা লাভ পাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুনরাগমন

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে দীনবন্ধু সপরিবারে দেশে আগমন করিলেন। জ্ঞানদা সেই পুরাতন পল্লী-তীর্থে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সেই সকল পুরাতন আত্মীয়গণের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরমা শান্তি লাভ করিল।

তখন পল্লীর বাগানে বাগানে আম্র কাঁঠাল লিচু পাকিয়াছে; বনে জঙ্গলে জাম পাকিয়া জীবগণকে স্বর্গ সুধার আস্বাদ ঢালিয়া দিতেছে। বাঁশ বাগানে,—আনারসরক্ষে আনারস পাকিয়া রহিয়াছে। পিয়ারা গাছে কত পিয়ারা—কাঁচা পাকা ডাঁসা,—কেহ নিষেধ করে না—যে পায় সেই পাড়িয়া খায়। কদম্ব

করমচা মাদার পাকিয়া গাছতলায় পড়িয়া রাশীকৃত হইতেছে—কে কত খাইবে!

ননী আর হরি সে সকল দেখিয়া আনন্দে ফুটিয়া পড়িত। তাহারা বলিত, এ সকল ছাড়িয়া মা তোরা কলিকাতায় কেন গিয়েছিলি?

দীনবন্ধু জমিদারের নায়েবের নিকট কুড়ি বিঘা জমি জমা করিয়া লইলেন। দুইটা চাষের গরু ক্রয় করিলেন, এবং একজন কৃষাণ রাখিলেন।

তন্মধ্যে দশবিঘা জমি ধান্যের জন্য রাখিলেন, দুই বিঘায় পাট বপন করিলেন,—বাকী আট বিঘার চারি বিঘায় পেঁপে গাছ লাগাইলেন. চারি বিঘায় কলাগাছ ল্যগাইলেন। পূর্ব্বকার বাগানে চাষ দিয়া ঘিরিয়া-বেড়িয়া, নূতন বন্দোবস্তে পাইটআদি করিতে লাগিলেন। একটি দুগ্ধবতী গাভীও ক্রয় করিলেন। আর সেই গুলঞ্চ শটী কর্ণ্টিকারী প্রভৃতির কারবার খুব বড় করিয়াই করিতে লাগিলেন। মাসে মাসে দীনবন্ধু কলিকাতায় মাসে মাসে সে সকল বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা লইয়া আসেন।

এক বৎসর অতিবাহিত হইল। দীনবন্ধু লতা পাতার ব্যবসায়ে বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া লইলেন। এদিকে তাঁহার ধানের জমিতে যে ধান্য জন্মিল, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংসারের দুই বৎসরের অভাব মিটিল। পাটের জমিতে প্রচুর পরিমাণে পাট হইল—বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। বাগানে আম, কাঁঠাল, নারিকেল, গুবাক জন্মিল, তাহা বিক্রয় করিয়াও প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। পুকুরে

মৎস্যের পোনা প্রদান করিলেন,—সে প্রায় পাঁচ হাজার, দীনবন্ধু আশা করিলেন, চারিবৎসরের মধ্যে, এই সকল মৎস্য বড় হইলে একটাকা করিয়া বিক্রয় করিলেও পাঁচহাজার টাকা হইতে পারিবে।

তিনি যে, পেঁপে ও কলাগাছ বসাইয়াছিলেন, তাহারা ফলবান হইল। নূতন গাছে বড় বড় কলা, বড় বড় পেঁপে ধরিয়া পরিপুষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। তখন দীনবন্ধু কলিকাতায় গিয়া একখানি খোলার ঘর ভাড়া লইলেন। সেই সকল বৃহৎ বৃহৎ পেঁপে, বৃহৎ বৃহৎ কলা কাঁচা অবস্থায় কলিকাতায় লইয়া যাইতে লাগিলেন. সেখানে গিয়া সেই খোলার ঘরে বড় বড় জালা পাতিলেন, জালার মধ্যে পেঁপে ও কলা পূরিয়া, জালার মুখে ছিদ্রতলা সরা চাপা দিয়া তদুপরি তুষ ও ধূনার ধূমা দিতেন—সেই ধূমা নিম্ন জালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পেঁপে ও কলাগুলিকে সুন্দর বর্ণে পরিণত করিত, এবং একসঙ্গে পাকাইয়া তুলিত; তখন সেগুলি অতিশয় দরে বাজারে বিক্রয় করিতেন। দীনবন্ধু বলিতেন, এরূপ না করিলে এত পাকাফল একেবারে পাওয়া যায় না—বিশেষতঃ দেশ হইতে পাকা ফল আনিতে হইলে নষ্ট হইয়া যায়। আরও বিশেষতঃ যে কলিকাতায় পল্লীতীর্থের টাকা আনিয়া হারাইয়া গিয়াছি, সেই কলিকাতা হইতে ধূঁয়া দেওয়া ফল বেচিয়া টাকা লইয়া যাইব। আর রমেশ বা বিনোদিনীর গুরনামকিতে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পথের ভিখারী হইব না।

পঞ্চম স্তর

বঙ্গপল্লী-রত্নাসনে বঙ্গলক্ষ্মী বিরাজিতা,
অরণ্যে প্রান্তরে বিলে ধন-ধান্য সমন্বিতা ;
বিশ্ববাসী ভুঞ্জি অন্ন দূর করে উদর জ্বালা,
পূজি তাঁরে এস সবে জ্বেলে যত্ন-দীপমালা ।

পল্লী-লক্ষ্মী

প্রথম পরিচ্ছেদ

আবার ম্যালেরিয়া

অল্প দিনেই দীনবন্ধুর দরিদ্রতা বিদূরিত হইল। জ্ঞানদা আবার পূর্ব্বের ন্যায় সুখ-স্বচ্ছন্দতার শীতল ছায়ায় থাকিয়া, দুঃখিগণ ও দীন-দরিদ্রকে অন্নদানে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।

অন্নকষ্ট পীড়িত, বহু দুঃখ-কষ্ট প্রাপ্ত ননীগোপাল ও হরিগোপাল এখন মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহারা দরিদ্র বালকের দুঃখ কষ্ট দেখিলেই অন্তরের সহিত কষ্ট অনুভব করিত, এবং প্রাণপণে তাহার কষ্ট নিবারণে সচেষ্ট হইত।

দীনবন্ধু ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি জমি-জমা ক্রয় করিলেন, ক্রমে ক্রমে ধন-ধান্যে তাঁহার সংসার পূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। দীনবন্ধু বাড়ী করিবার জন্য তিন

লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত করাইলেন,—কাঠ চূর্ণ খরিদ করিলেন,—বাড়ী প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল।

বঙ্গপল্লীর ম্যালেরিয়ার একটা পর্য্যায় বা ক্রম আছে। কয়েক বৎসর মহামারিরূপে প্রকাশ পাইয়া, আবার কয়েক বৎসর একটু সাম্যভাবে থাকে। সে সময় সাময়িক রূপে লোকে জ্বরাক্রান্ত হয়, আবার সময়ে আরোগ্য হইয়া উঠে। কিন্তু যেবার মহামারিরূপে প্রকাশ পায়, সেবার পল্লীর মূল লইয়া টানাটানি করে।

কামালপুরও এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, সেবার সেই মহামারির পরে কয় বৎসর একটু ভাল ছিল,—এবার আবার শরৎকাল আসিতেই ম্যালেরিয়ার প্রলয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল।

দীনবন্ধু চমকিয়া উঠিলেন। আবার ম্যালেরিয়া—আবার সেই মৃত্যু-বিভীষিকা! কিন্তু মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, মরিতে হয়, পল্লীভূমির স্নিগ্ধ অঙ্কেই মরিব!

কিন্তু তিনি স্থির হইতে পারিলেন না। এবার নিজের জন্য বিশেষ বিচলিত হইলেন না,—গ্রামের দুরবস্থা দেখিয়া গ্রামবাসীর রুজার্ত্ত বিলাপ শুনিয়া বড় ব্যথিত-বিচলিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, এ সুখ-শান্তিময় বঙ্গ-পল্লীতে এ দানবের এত আক্রোশ কেন হইল? এ সুখের নিকেতনে এ জঞ্জাল কেন বাধিল! সহসা এ প্রশ্নের উত্তর পাইলেন,—তাঁহারই জিজ্ঞাসু প্রাণের অন্তস্তল হইতে ইহার উত্তর উত্থিত হইল।

দীনবন্ধুর কানে যেন দৈববাণী হইল,—তোমাদের আত্মকৃত অত্যাচারেই এ মহা অশান্তি আসিয়া পড়িয়াছে। তোমরা তোমাদের বাস-ভূমিটুকু পরিষ্কার রাখিয়াও আর বাস করিতে

সমর্থ নহ। কিন্তু তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের আচার-ব্যবহার স্মরণ করিয়া দেখ,—তাহাদের প্রাঙ্গণ গোময় লিপ্ত হইত,—গৃহদ্বার পরিষ্কৃত থাকিত। তাঁহারা দীন-দরিদ্রের পানীয় জলের জন্য কূপ-তড়াগ-পুষ্করিণী উৎসর্গ করিতেন। পবিত্রতা, সদাচার তাঁহাদের জীবনের সম্বল ছিল। আর এখন তোমরা অনাচার অত্যাচারে এ ব্যাধির আক্রমণে জীবন হারাইতেছ।

দীনবন্ধু গ্রামের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনপ্রয়াসে সেই দিনই মহকুমা-মাজিষ্ট্রেটের নিকট গমন করিলেন।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকট গ্রামের অবস্থা জানাইয়া যাহাতে গ্রামের জঙ্গল কাটাইবার আদেশ হয়, তাহার প্রার্থনা করিলেন। মাজিষ্ট্রেটসাহেব প্রবীণ বাঙ্গালী। তিনি বলিলেন,—"বাপু হে, গবর্ণমেণ্ট তোমাদের বাসপল্লী পরিষ্কার করিয়া দিবেন, তবে তোমরা বাস করিবে, এরূপ ভাবে যাহারা জীবন কাটায় তাহাদের জীবন বড় অধিক দিনের জন্য নয়। স্বীকার করি আমাদের ইংরেজরাজ ঐ সকল কার্য্যে অত্যন্ত মনোযোগী ও কৃপাবান্; কিন্তু এই আসমুদ্র ভারতবর্ষ-তাঁহারা যে পরিষ্কৃত ও নির্ব্ব্যাধি করিয়া রাখিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? এ সকল কাজে আপনারা একটু বুদ্ধি ও শরীর খাটাওগে।"

উপদেশ সমীচীন বলিয়া দীনবন্ধুর ধারণা হইল। তিনি সেই দিনই বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ

দীনবন্ধু গ্রামে গিয়া গ্রামের আপামর ভদ্রাভদ্র লোকদিগকে একত্র করিলেন। বলিলেন,—"বঙ্গপল্লীর মত সুখ ও শান্তির স্থান বুঝি জগতে নাই। এখানে খাদ্য পানীয় প্রভৃতি অনায়াস-লভ্য। এখানে সুগন্ধ বনফুলে, সঙ্গীত পাখীর কণ্ঠে, সৌন্দর্য্য চাঁদের মুক্ত কিরণে। এখানে প্রীতি মানবে মানবে—প্রেম ভালবাসা সর্ব্বজীবে। কিন্তু এই স্বর্গের নন্দনকাননে দুর্দ্দান্ত দানবের তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে,—তাহার করাল কবলে নরনারী জীবনে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অধিকাংশ মরিয়া জ্বরের জ্বালা জুড়াইতেছে। বৎসর বৎসর বংশের পর বংশ, জাতির পর জাতি ধ্বংস-পথে চলিয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকার আবশ্যক।"

যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহারা বলিলেন,—"তাত বুঝি। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কোথায়? দৈব-বিড়ম্বনার প্রতিরোধ করা মানুষের সাধ্যাতীত।"

গম্ভীর মুখে দীনবন্ধু বলিলেন,—"দেবতা মানুষকে পীড়ন করেন না। আমাদেরই আত্মকৃত অনাচারে এরূপ ঘটিতেছে।"

প্রশ্ন হইল,—"আমরা কি অনাচার করিতেছি?"

দীনবন্ধু উত্তর করিলেন,—"প্রসাধন বর্জ্জিত হইয়াই আমাদের পল্লীলক্ষ্মীর এ দুর্দ্দশা।"

প্রশ্ন। ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল।

উত্তর। এই যে, ম্যালেরিয়ায় পল্লী বিধ্বংস হইতেছে, ইহার কারণ কি, জানিতে হইলে প্রথমেই ম্যালেরিয়া কি জানিতে হইবে; তারপরে তার প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইবে।

প্রশ্ন। ম্যালেরিয়াত জ্বর;—আমরা তাহার অসহ্য যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে জানিতেছি।

উত্তর। হাঁ, আমরা জানিতেছি বলিয়াই তাহার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। ম্যালেরিয়া এক প্রকার বাষ্প,—বর্ষার জল ডোবা প্রভৃতিতে বাধিয়া পচিয়া, সেই বাষ্পের সৃষ্টি করে। গাছের পাতা বর্ষার জলে পচিয়া পচিয়া, শরতের তীক্ষ্ণ রৌদ্রে তাহা হইতে বাষ্প টানিয়া তোলে। পশুবিষ্ঠা, মানুষের মলমূত্র পচিয়া পচিয়া ঐরূপ দুষিত বাষ্পের সৃষ্টি করে। তারপরে সেই বিষ মশকদ্বারা, বাতাসের দ্বারা ও অন্যান্য নানাপ্রকারে মানব-শরীরে যায়,—বাষ্প হইতে রোগ-বীজাণু সৃষ্ট হয়, তাহারা তখন নানা আকারে জ্বর প্রকাশ করিয়া থাকে।* এখন আমরা যদি ঐ গুলির নাশ করিতে পারি, আর ম্যালেরিয়া হইবে না।

প্রশ্ন। কথা সত্য বটে, কিন্তু কি উপায়ে ঐরূপ হইতে পারিবে?

উত্তর। একটি কার্য্যকরী কমিটি গঠিত করিতে হইবে, বিবাহ প্রভৃতিতে যে সকল টাকা আদায় হইবে, তাহা সেই

* ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি, বিকাশ ও তাহার নিরোধের উপায় "বি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড ব্রাদার্সের প্রকাশিত "জীবন ও সুখ" নামক পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য।

কমিটিতে দেওয়া হইবে। বারোয়ারি পূজার মিথ্যা আমোদ দূর করিতে হইবে। সেই টাকায় বৎসর বৎসর পাড়ায় পাড়ায় দুই একটি করিয়া কূপ খনন করিতে হইবে। তদ্দ্বারা বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হইবে।

প্রশ্ন। বনজঙ্গল কাটা, বর্ষার জল নিকাশ করা, মলমূত্র পরিষ্কার করা, এ সকল কিপ্রকারে হইবে?

উত্তর। খুব সহজ উপায় আছে। একটি পল্লী-সমিতি সংস্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে যাঁহারা পুরোহিত,—শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত, তাঁহারা এই সমিতির প্রধান হইবেন। অন্যান্য বিষয়ী ভদ্রলোকগণ সদস্য হইবেন,—এবং গ্রামবাসী সকলেই ইহার মেম্বর হইবেন। সকলেই আপন আপন বাড়ীর এবং আপন আপন অধিকৃত জমির জঙ্গল কাটাইবেন, পুরাতন ডোবা প্রভৃতি ভরাট করিয়া দিবেন ও বাড়ীর জল নিকাশের জন্য নালা প্রভৃতি কাটিয়া দিবেন।

প্রশ্ন। যে না দিবে?

উত্তর। তাহার সমাজ সামাজিকতা, ধোপা নাপিত ও পুরোহিত বন্ধ করিতে হইবে।

প্রশ্ন। বাস্তবিক যে ঐ সকল করাইতে অক্ষম হইবে?

উত্তর। সমবেত সাহায্যে সেখানে ঐ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিতে হইবে। মাসে মাসে খুব সামান্য পরিমাণে চাঁদা সকলের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে।

প্রশ্ন। উত্তম ব্যবস্থা,—কিন্তু প্রথমে কিছু অর্থের প্রয়োজন, আর কাজ করিবার প্রয়োজন,—কেন না, পল্লীগ্রামের কৃষকেরা উপকার না বুঝিতে পারিলে কোন কাজে মিশিতে চায় না।

উত্তর। সে ভার আমার উপর। পল্লী পরিত্যাগ করিয়া সহরে গিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিলাম,—আবার পল্লীতে আসিয়াছি, পল্লী-লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, এখন আমার দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর হইয়াছে। আমি কেন না, মায়ের সেবা করিব?

প্রাণপণে দীনবন্ধু কথিত প্রকারে পল্লী-সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্ন-চেষ্টা সাফল্য লাভ করিল। গ্রামশুদ্ধ লোকের যত্ন চেষ্টায় গ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত হইল। লোকের আর সে ভীষণ ম্যালেরিয়ায় আয়ু ক্ষয় হয় না—গ্রামবাসী বার মাস স্বাস্থ্যসুখে অতিবাহিত করিতে লাগিল। ম্যালেরিয়ার আবাসস্থান কামালপুর হইতে ঐরূপ প্রকারে ম্যালেরিয়া দূর হওয়ায়, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগুলি ঠিক সেই নীতি অবলম্বন করিল। তাহাদের গ্রামেরও ম্যালেরিয়া গেল।

ক্রমে এই নীতি সমগ্র বঙ্গে প্রবর্ত্তিত হউক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রমেশচন্দ্র ও বিনোদিনী

দীনবন্ধু আর দুই বৎসরের মধ্যে বিশেষ ধনশালী হইয়া উঠিলেন। পল্লী-সেবার জন্যে তাঁহার নাম চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল,—সকলেই তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তির নয়নে দর্শন করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট এই সকল সৎকার্য্যের জন্য দীনবন্ধুকে উপযুক্ত সম্ভ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে

পল্লীসমিতির সভাপতি, লোকালবোর্ডের মেম্বর, অনারারি-ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলার জজসাহেবের জুরর করিলেন। দীনবন্ধু প্রাণপণে গবর্ণমেণ্টের ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

চৈত্র মাসের শেষাবস্থায় জেলার জজসাহেবের এজলাসে সেসন্ বসিয়াছে। দীনবন্ধু প্রধান জুরর রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বেলা বারটা,—জজ সাহেব ও জুরিগণ বিচারাসনে উপবিষ্ট। উকীল মোক্তারগণ স্ব স্ব আসনে আসীন,—লাল-বস্ত্র-মণ্ডিত আদালতে সীপাহীর সশস্ত্র পাহারা,—আসামীর ডাক পড়িল। হাজত হইতে তিনজন আসামী আসিয়া ডকে উঠিল। দীনবন্ধু তাহাদিগের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বিনোদিনী, রমেশচন্দ্র এবং বিনোদিনীরমাতা আসামী।

সরকারী উকীল জজ ও জুরিগণকে সম্বোধন করিয়া মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—

"এই আসামীত্রয়ের বাড়ী অথবা আবাসস্থল কলিকাতায়। অত্র আদালতের অধীন, শ্যামপুর মহকুমার গোবিন্দপুরের ক্ষিতীশ দাস ধনীলোক, সে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যাইত। বিনোদিনী থিয়েটারের একট্রেস্—ক্ষিতীশ উহাতে আসক্ত হয়। অনেক টাকা দেয়, এবং উহার বাড়ীতে যাতায়াত করিত। তারপরে আরও ঘনিষ্টতা হইলে, উহাকে মধ্যে মধ্যে গোবিন্দপুরের বাড়ীতেও আনিত। বিনোদিনী যখন গোবিন্দপুর আসিত, তখনই উহার সঙ্গে উহার মাতা (ঐ আসামী) আসিত, আর ঐ তৃতীয় আসামী রমেশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে দুই একবার আসিত।

গত ফাল্গুনমাসের সতরই তারিখে দোল গিয়াছে;—ক্ষিতীশের বাড়ীতে দোলে খুব ব্যয় হয়,—কলিকাতা হইতে যাত্রা, কীর্ত্তন ও খেমটা আসিয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গে বিনোদিনী ও তাহার মাতা এবং রমেশচন্দ্র আসিয়াছিল।

দোলোৎসব মিটিয়া গেলে, অন্যান্য লোক চলিয়া যায়, উঁহারা থাকে। উহারা ক্ষিতীশের বাগানবাড়ীতে থাকিত।

একদিন রাত্রে ক্ষিতীশ, বিনোদিনী ও রমেশচন্দ্র মদ্যপান করে। মদ্যপানান্তে ক্ষিতীশ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, দুই দিন সমভাবে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে, এবং সেই অজ্ঞানতাই তাহার চিরদিনের মত সঙ্গী হয়,—তিন দিনের দিন তাহার মৃত্যু হয়। ডাক্তারের পরীক্ষায় জানিতে পারা গিয়াছে, মদের সহিত প্রচুর পরিমাণে ষ্ট্রীকৃনিয়া তাহার উদরস্থ হইয়াছিল। কোন প্রকার হেতুর জন্য যে. ইহারাই মদ্যের সহিত ক্ষিতীশকে ঐ বিষ পান করাইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব প্রার্থনা, আদালত প্রমাণ-আদি গ্রহণ করিয়া দোষীর শাস্তি প্রদানে সুবিচার করেন।

জজসাহেব বড় সুবিচারক, এবং অতিশয় ভদ্রলোক। কয়েকটি মোকদ্দমায় তিনি দীনবন্ধুকে একজন হৃদয়বান্ সুবিচারক বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন।

মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের উকীল জেরা-জবরদস্তী করিতে লাগিলেন। জজসাহেব যাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহা করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধুও জুররগণের মুখপাত্র স্বরূপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

জজ সাহেব আসামিগণকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবার তাহা

জিজ্ঞাসা করিয়া দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বাবু, আপনাদের যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, জিজ্ঞাসা করুন।"

দীনবন্ধু বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ঢোক গিলিয়া ঘামিয়া মুখ লাল করিয়া বলিলেন,—"রমেশকে তুমি কেন সঙ্গে করিয়া আনিতে ?"

বিনোদিনী দীনবন্ধুকে প্রথম হইতেই চিনিয়াছিল। রমেশ-চন্দ্র এবং বিনোদিনীরমাতাও চিনিয়াছিল,—কত দিনের চেনা লোক যে। কিন্তু তাঁহাকে বিচারাসনে উপবেশন করিতে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়াছিল,—তাহাদের মনে হইয়াছিল, এক দিন উঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, অতি কঠোর ভাবে অব-মানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলাম,—আ'জ যদি সেই রাগে আমাদের সর্ব্বনাশ করে! বিনোদিনীর যেন আরও একটু কিছু হইয়াছিল,—সেটা পশুরও হয়, বিনোদিনী অবশ্য মানুষ!

দীনবন্ধুর সেই স্বর! যে স্বরে দিনরাত্রি বিনোদিনীর কৃপা ভিক্ষা করিত! বিনোদিনী অতি উদাস, অতি আবেগ, অতি মৃদু স্বরে বলিল—"তুমিত"—

তাহাদের পার্শ্বে যে প্রহরীরা ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন ধমক দিয়া বলিল,—"মর্ মাগী, হাকিমের সঙ্গে কথারশ্রী দেখো! বল্ হুজুর, আপনিত"—

বিনোদিনী তাহা বলিতে পারিল না। বলিতে গিয়া থামিয়া পড়িয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার পক্ষে কলিকাতা হইতে একজন খ্যাতনামা উকীল আসিয়াছিলেন, তিনি বিনোদিনীকে বলিলেন—"বল না, মাননীয় জুরিমহাশয় যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উত্তর

দাও। সব কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলে, নির্দ্দোষিতার প্রমাণ করিবে কি প্রকারে?"

বিনোদিনী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"হু—জুর; রমেশ আমার সঙ্গে আসে।"

দীন। কেন? উহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি?

বিনো। কিছু না।

দীন। তবে আসে কেন?

বিনো। জানি না।

বিনোদিনীর উকীল ধমক দিয়া বলিলেন,—"নেকা হইলে চলিবে না। মাননীয় জুরর মহোদয়ের প্রত্যেক কথার ঠিক ঠিক উত্তর দাও।"

বিনো। ও দালাল।

দীন। দালালে কি করে?

বিনো। আমরা রূপ বিক্রয় করি,—ভালবাসার ভাণ করিয়া লোকের মনোহরণ, এবং তৎপরে অর্থহরণ করি, উহারা বড় লোক দেখিয়া ডাকিয়া আনে, এবং আমাদের ঐ কার্য্যের সহায়তা করে।

দীন। এ ক্ষেত্রে উহার প্রয়োজন কি ছিল?

বিনো। উহাদের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বত্র। সংস্কৃত বইর যেমন টীকাকার আছে, আমাদের ভালবাসার উহারা তেমনি টীকাকার। ওরা না থাকিলে আমাদের ভালবাসা ফুটে না।

দীন। তোমার সহিত রমেশের ভালবাসা আছে?

বিনো। আমরাও ত মানুষ,—যাদের ঐরূপ কাজ, আমরা তাদের কি ভালবাসিতে পারি?

দীন। যে দিন রাত্রে ক্ষিতীশের সহিত তোমরা মদ খাও, সে দিন তোমার মা কোথায় ছিলেন?

বিনো। সেই বাগান-বাড়ীতে,—পৃথক্ একটা ঘরে।

দীন। মদ কে ঢালিয়া দিতেছিল?

বিনো। আমি।

দীন। পুলিশ একটা শিশি পাইয়াছে, তাহাতে ষ্ট্রিক্নিয়া বিষ ছিল, পরীক্ষায় জানা গিয়াছে। ঐ শিশি যে ঘরে তোমরা মদ খাইয়াছিলে, তাহার জানেলা গলাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ শিশিটা কি তুমি দেখিয়াছিলে?

বিনো। শিশিটা দেখিতে পাই না?

জজ সাহেবের আদেশে পেস্কার শিশিটা তুলিয়া দেখাইলেন। বিনোদিনী বলিলেন,—"হ্যাঁ, ওটা দেখিয়াছি।"

দীন। কাহার কাছে ছিল?

বিনো। আমার কাছে। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় রমেশ আনিয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল—তার খাবার অসুদ। শরীর বড় দুর্ব্বল পাঁচ ফোঁটা করিয়া জলের সঙ্গে মিশাইয়া খায়।

দীন। গোবিন্দপুর আসিয়া কবে ঐ শিশিটা তোমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিল?

বিনো। যে দিন আসিয়াছিল, তার পর দিন।

দীন। এ অসুদ রমেশ কোন দিন খাইত?

বিনো। গোবিন্দপুর আসার পর দিনেই শিশি চাহিয়া লইয়াছিল, এবং রোজ খাইত।

দীন। যে দিন ক্ষিতীশ মদ খাইয়া অজ্ঞান হইয়াছিল, সে দিন রমেশের সঙ্গে কোনপ্রকার ঘটনার উল্লেখ করিতে পার?

বিনো। না।

ভীত-চকিত-সজলনেত্রে দীনবন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে ভগ্ন স্বরে বিনোদিনীর মাতা বলিল "বাবা দীন-বন্ধু, হজুর,—আমি একটা কথা জানি।"

জজ্ সাহেব বলিলেন—"বল বল।"

বি-মা। আমরা তারপর দিন কলিকাতায় যাব কথা ছিল—

জজ্। বস্—

বি-মা। বাগানের পুকুরের পাশে একটা কিসের চারা আছে, সেই চারার কাছে একটা পাচীর আছে,—পাচীরের মধ্যে আমি একা গিয়াছিলাম। তখন বিকালবেলা—সেই দিন, যে দিন এই সর্ব্বনাশ ঘটে—আমরা বাপু ওসকল কাজে বড় ডরাই।

দীনবন্ধু বলিলেন—"তারপর?"

ক্ষিতীশ বাবু আর রমেশ বেড়াতে বেড়াতে সে দিকে এল,—চুপে চুপে কি বলাবলি করিতে লাগিল। অবশেষে ক্ষিতীশ বলিল—"তা' তোমাকে কি আর অবিশ্বাস করি? এ নাও। কিন্তু কি দিল, দেখিতে পাইলাম না।"

দীন। আর কিছু জান?

বি-মা। না।

দীন। একথা আর কাহাকেও বলিয়াছিলে?

বি-মা। আর কাকে বলিব? বিনোকে বলেছিলাম।

দীন। (বিনোর দিকে চাহিয়া) একথা শুনিয়াছিলে?

বিনো। হ্যাঁ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিচারফল

দীনবন্ধু রমেশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"সে জিনিষটা কি ?"

রমেশচন্দ্র কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"হুজুর, ওরনামকি সে জিনিষটা কি তা আমি কেমন করিয়া জানিব !"

দীন। এই হত্যাকাণ্ডের জটিলতা ফুরাইয়া আসিতেছে ! সত্য কথায় আদালতের দয়া পাওয়া যায়,—এখনও সত্য বল।

রমেশ। ওরনামকি আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না, এতে ওরনামকি আমার কপালে যাহাই থাকুক। ক্ষিতীশ ওরনামকি আমাকে কিছুই দেয় নাই। আমার সহিত ওরনামকি তার সঙ্গে সেদিন বিকালে দেখাই হয় নাই।

জজ্ সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"বস্, ওরনামকি মিটে গেল।"

পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"তৃতীয় আসামী বিনোদিনীর মাতাকে আমরা সরকারী সাক্ষী করিতে চাহি। আসামীর ঐ উক্তিতেই এই মোকদ্দমার প্রমাণ হইয়া যাইবে। আমাদের দাখিলী ডায়রী ও রিপোর্টে যাহা আছে, এবং অপর দাখিলী জিনিষের মধ্যে যাহা আছে, তাহার সহিত আসামীর এই উক্তি ঠিক মিলিবে, এবং আসামী শাস্তি পাইতে পারিবে।"

আদালত অনুমতি দিলেন।

পুলিশ-প্রহরী বিনোদিনীর মাতাকে নামাইয়া সাক্ষীর ডকে লইয়া আসিল, এবং হলফ দিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করা হইল। বিনোদিনীর মাতা পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছিল, এবারও তাহাই বলিল। তখন পুলিশ একছড়া হীরকহার বাহির করিয়া এবং ডায়রী খুলিয়া দেখাইলেন, "ইহা আমরা বাগানের মধ্যে একটা চাঁপাফুলের গাছের গোড়ায় পোঁতা অবস্থায় পাইয়াছি। দুই এক দিনের খোঁড়া, তাহা যে সকল সাক্ষীদিগের সম্মুখে তুলিয়াছি, তাঁহারাও দেখিয়াছেন। এই হীরকহারই সেই বিকালে ক্ষিতীশ রমেশের হাতে দেয়, রমেশ লুকাইয়া রাখে। বিনোদিনীও জানে—বোধ হয়, এই হার আবার ফিরাইয়া দিবার কথা ছিল,—কাজেই তাহাকে নিহত করা উহাদের প্রয়োজন হয়।"

তারপরে পুলিশ অনেকগুলি সাক্ষী প্রদান করাইলেন। সে সকল সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত হইল,—রমেশচন্দ্র ও বিনোদিনী ঐ হীরকহার ফিরাইয়া না দিবার জন্যই ক্ষিতীশকে হত্যা করিয়াছে।

জজ সাহেব জুরিগণের সহিত একমত হইয়া রমেশের প্রতি নয় বৎসর ও বিনোদিনীর প্রতি পাঁচ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের সহিত কারাবাস আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে রমেশচন্দ্র হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিনোদিনী কাঁদিল না—তাহার চক্ষুর জল শুকাইয়া গিয়াছিল। মূর্ত্তি কাঠের মত হইয়া উঠিল। রমেশচন্দ্রের ক্রন্দনে সমস্ত আদালত মুখরিত হইল। কিন্তু সে হত্যাকারীর ক্রন্দনে কেহ সমবেদনা প্রকাশ করিল না। কেবল বিনোদিনীর মাতা

কাঁদিতে লাগিল। প্রহরীরা রমেশচন্দ্র ও বিনোদিনীকে বাহির করিয়া কারাগৃহে লইয়া গেল,—বিনোদিনীর মাতা মুক্তি পাইল।

দীনবন্ধুর সে সেসনের কার্য্য ফুরাইল, তিনি সেই দিনকার রাত্রের গাড়ীতেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় তখন তিনি, তিসি-ভূষি-হলুদ পিপুল প্রভৃতির চালানী কার্য্য করিতেন! আর বাগানের পেঁপে কলা প্রভৃতি কলিকাতায় লইয়া বিক্রয় করিতেন। তবে ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল কার্য্যের জন্ত পাঁচ ছয় জন লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।

দীনবন্ধু কলিকাতায় পঁহুছিয়া তৎপর দিবস প্রভাতে গঙ্গা-স্নান করিতে যাইতেছিলেন,—পথে বলহরির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে একটু দূরে ছিল, দীনবন্ধু একেবারে বালকের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। বলহরি সে প্রীতির বন্ধনে বড় আনন্দিত হইল। বলিল,—"বাবু আপনাকে আমি কত খুঁজিয়াছি, সন্ধান পাই নাই। দেশের ঠিকানা জানিতাম না,—কাজেই মঙ্গলসংবাদ লইতেও পারি নাই।"

দীন। আমি দেশে গিয়াছিলাম,—মা পল্লীলক্ষ্মী আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—আমার সংসারে আবার ধন-ধান্য ফিরিয়া আসিয়াছে।

বল। বড সুখী হইলাম।

দীন। তুমি এখন কোথায় আছ? সেবার কলিকাতায় আসিয়া তোমার বাসায় গিয়াছিলাম, তাহারা বলিল, উঠিয়া-

গিয়াছে। তারপর যখনই কলিকাতায় আসি, তখনই তোমার অনুসন্ধান করি, কিন্তু পাই নাই। এত দিনে দেখা পাইয়া বড় সুখী হইলাম.—কেমন আছ, বলহরি?

বল। আজ্ঞে, শ্রীচরণ কৃপায় প্রাণে প্রাণে ভাল আছি। কিন্তু মেয়েটার জ্বালায় বড় অস্থির হইয়াছি।

দীন। কেন, কি হইয়াছে?

বল। তার বিবাহ দিতে পারিতেছি না।

দীন। কেন বলহরি?

বল। টাকা নাই বাবু;—অতি দরিদ্র ছেলেকে দিতে হইলেও তিন চারশ' টাকার কম হয় না,—কিন্তু আমার তিন চা'র টাকাও নাই। মেয়েটা যেন বাঘের মত হ'য়ে উঠেছে, আর বিবাহ না দিয়া রাখা যায় না।

দীন। সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে?

বল। সম্বন্ধ স্থির করিব কি দিয়া বাবু। টাকা কোথায়? টাকা না থাকিলে সম্বন্ধ করিব কি জন্য?

দীন। সে ভাবনা আর করিতে হইবে না বলহরি। তোমার মেয়ের বিবাহের জন্য আমি পাঁচশ টাকা দিব,—তুমি সম্বন্ধ কর। এটা চৈত্র মাস, এমাসে বিবাহ হইবে না। ওমাসে যে দিন ইচ্ছা, স্থির ক'রে আমায় পত্র লিখ, আমি টাকা সহ তোমার মেয়ের বিবাহ দিতে উপস্থিত হইব।

বলহরি বাবুর পদধূলি লইয়া মস্তকে দিয়া বলিল—"ভগবান্ এমন দয়াল পুরুষের কি কষ্ট দেন।"

গদ্গদকণ্ঠে দীনবন্ধু বলিলেন—"বলহরি, দয়াল আমি না তুমি? তুমি আমাকে শিখাইয়াছ কেমন করিয়া বিপন্নের রক্ষা

করিতে হয়। যাক্, এখন তোমার বাসা কোথায়—আমি একবার সাবিত্রীকে দেখিব।"

বলহরি বাসার ঠিকানা বলিয়া দিয়া বলিল "বাবু, একটা কাজ আছে।"

দীন। কি কাজ বলহরি?

বল। সে দিন শুন্‌ছিলাম, কাঁসারিরা আপনার দরুণ সেই বাড়ীটা বিক্রয় করবে।

দীন। কে বলিল?

বল। উপেন ঘোষ;—সে বাড়ীর দালালী করে। রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা—বল্‌ছিল তোমাদের দীনুবাবুর বাড়ী যে আবার বিক্রয় হবে। তা' বাবু যদি পারেন, বাড়ীটা আবার কিনুন।

দীন। না বলহরি, কলিকাতায় আর বাড়ী কিনিব না।

বল। আমার মালক্ষীকে তারা ঐ বাড়ী থেকে রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়াছিল,—আমার প্রাণের দাদামণি ননী-গোপাল ঐ বাড়ী থেকে বেরিয়ে বনপোড়া হরিণের মত রাস্তায় ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছিল—আর আপনি সেই কঠোর রোগের যন্ত্রণায় ঐ বাড়ী থেকে বেরিয়ে উহারই রকে আশ্রয় করিয়া ফুটপাতে বসিয়াছিলেন,—অন্ততঃ আর একদিনের জন্যও ঐ বাড়ীতে সকলকে দেখিব, আমার বাসনা পূর্ণ করিতেই হইবে।

দীনবন্ধুর চক্ষু ছাপাইয়া জল বহিল। বলিলেন,—"তবে তাই;—কিনিব।"

তারপরে বাসার ঠিকানা বলিয়া বলহরিকে সাক্ষাৎ করিতে

আদেশ করিয়া দীনবন্ধু গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিলেন। বলহরি বাড়ী না গিয়া দ্রুতপদে একেবারে উপেন ঘোষের বাড়ী চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বলহরির ইচ্ছা।

সেই দিন বৈকালে দীনবন্ধু বলহরির বাসায় গমন করিলেন, বলহরি বাসায় ছিল, সে দীনবন্ধুকে ভক্তি ও প্রীতি সহকারে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বাগ্রেই সংবাদ দিল,—"বাবু, বাড়ী বিক্রয় তাহাদের স্থির,—ঐ বাড়ী কিনিয়া পর্য্যন্ত তাহাদের নানাবিধ ব্যাধি-বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। কর্ত্তার কাসের ব্যারাম হইয়াছে।"

দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"দর কত দিতেছে ?"

বল। উপেন ঘোষকে আমি তাদের বাড়ী যাইতে বলিয়া আসিয়াছি,—সে সন্ধ্যার আগেই সমস্ত পাকা খবর আনিবে।

দীন। সাবিত্রী কোথায় ?

বল। তখন আমি আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তাহারা দেশে আছে। দিন কয়েক হইল, দেশে গিয়াছে,— তার মামার ছেলের অন্নপ্রাশন।

এই সময় বাহির হইতে একজন বলহরির নাম করিয়া ডাকিল। কণ্ঠস্বর শুনিয়া বলহরি বলিল—"ঐ উপেন ঘোষ এসেছে।"

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া উপেন ঘোষকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে আনিল।

উপেন ঘোষ দীনবন্ধুকে চিনিত। বলিল -"আপনি ভাল আছেন? আপনার বাড়ী আপনারই হবে।"

দীন। গিয়াছিলেন না কি?

উপে। এই সেখান থেকে আস্‌ছি।

দীন। সংবাদ কি?

উপে। সংবাদ ভাল। আপনি কিনবেন শুনে তারা বিশেষ সন্তুষ্ট হ'ল। সন্ধ্যার পরে চলুন। দরদস্তুর সব ঠিক হবে।

দীন। কিছু ব'লে নাই?

উপে। হ্যাঁ, এক রকম বলেছে—আপনার যাতে কিনা ছিল, তাতেই দিবে। কিন্তু সে আপনি কিনিলে।

দীন। কেন, আমার উপরে এত অনুগ্রহ যে?

উপে। আপনার বাড়ী আপনি নেবেন! আর তাদের ধারণাই হ'য়েছে, আপনার সেই রোগ অবস্থায়, আপনার সেই দুঃসময়ে পথে বাহির করিয়া দিয়া, তাহারা অন্যায় করিয়াছিল, এবং সেই পাপেই তাদের নানাবিধ বিঘ্নবিপত্তি ও কর্ত্তার কাস-রোগ জন্মে গেছে।

দীনবন্ধুও বলহরি সন্ধ্যার পরে উপেন ঘোষকে লইয়া বাড়ী ক্রয়ার্থ তাহাদের বাড়ী যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

দীনবন্ধু তৎপরে প্রায় একসপ্তাহ কলিকাতায় অবস্থান করিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার বাড়ী খরিদ শেষ হইয়া গেল। যে তিসি-ভূষি ও বস্ত্রদ্রব্যের চালান আসিয়াছিল, তাহার মূল

বাড়ীর মূল্যের অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। সুতরাং টাকার জন্যে বিলম্ব করিতে হইল না।

বাড়ী খালি ছিল। আগে সে বাড়ীতে ভাড়াটে ছিল, সম্প্রতি বাড়ী বিক্রয় হইবে শুনিয়া তাহারা অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে।

বলহরি গিয়া বাড়ীতে চাবি দিয়া আসিল। দীনবন্ধুও সে সঙ্গে গিয়াছিলেন,—সেই পরিত্যক্ত পুরাতন বাড়ী! সেখানে যেন দীনবন্ধুর তপ্তঅশ্রু মাখান রহিয়াছে। এক অতীত শোকের কাহিনী যেন সে বাড়ীর প্রত্যেক কক্ষে কক্ষে বিরাজ করিতেছিল। একটা কক্ষের দেওয়ালগাত্রে তখনও ননীর হাতের খড়িদিয়া ননীর নাম লেখা রহিয়াছে।

এই সকল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া দীনবন্ধু বলহরিকে বলিলেন,—"আমি অদ্যই বাড়ী যাইব।"

বল। যান, কিন্তু সম্মুখে বারুণীর গঙ্গাস্নান আছে।

দীন। (হাসিয়া) তাই কি?

বল। মাকে, ননীকে, হরিকে আর খুকীকে লইয়া ঐ সময় কলিকাতায় আসিবেন।

দীন। কেন?

বল। গঙ্গাস্নান করিতে।

দীন। আসল কথা কি?

বল। আসল কথা,—মানুষের মরণ বাঁচনের কথা কিছু বলা যায় না। যদিই মরিয়া যাই, এ কষ্ট থাকিয়া যাইবে। তাঁদের সকলকে যতদিন এই বাড়ীতে না দেখিব, ততদিন প্রাণের কষ্ট নিবারণ হইবে না। মধুসূদন আমার বাসনা

যখন পূর্ণ করিলেন,—তখন আপনি যত সত্বর পারেন, তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আনুন।

দীন। আবার সপরিবারে কলিকাতায়!

বল। তিন দিনের জন্যে।

দীন। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সাবিত্রী আর সাবিত্রীর মাতাকে কলিকাতায় আন।

বল। তারা সোমবারেই আসিবে।

দীনবন্ধু সেইদিন রাত্রির গাড়ীতেই দেশে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গঙ্গাস্নানে।

যে দিন দীনবন্ধু বাড়ী গিয়াছিলেন, সেইদিনই সন্ধ্যার পরে জ্ঞানদার নিকটে বাড়ী ক্রয়ের কথা প্রথমে গোপন রাখিয়া হাসিমুখে বলিলেন,—"গঙ্গাস্নানে যাবে ?"

জ্ঞানদা মৃদু হাসিয়া বলিল—"হঠাৎ গঙ্গাস্নানের ধূম কেন ?"

দীন। এবার মহামহা বারুণী—গঙ্গাস্নানে শতকোটি কুল উদ্ধার হয়।

জ্ঞান। নবদ্বীপ যাবে ?

দীন। না।

জ্ঞান। কোথায় ?

দীন। কলিকাতায়।

জ্ঞান। যমের বাড়ী যেতে বল ত প্রস্তুত আছি, কিন্তু কলিকাতায় না।

দীন। (হাসিয়া) কলিকাতায় যে আবার বাড়ী কিনিয়াছি।

জ্ঞান। আবার ?

দীন। হাঁ।

জ্ঞান। মিছে কথা।

দীন। না, সত্য।

জ্ঞান। কেন ?

দীন। প্রয়োজন ছিল,—একটা লোকের সবিশেষ অনুরোধ।

জ্ঞান। রমেশচন্দ্রের নাকি ?

দীন। রমেশচন্দ্র জেলে।

জ্ঞান। সেকি! কেন?

দীনবন্ধু সমস্ত কথা বলিলেন। জ্ঞানদা হাসিতে হাসিতে বলিল—"যদুকুল তবে নির্ম্মূল? আর কার অনুরোধে আবার বাড়ী কেনা হ'ল?"

দীন। বলহরির।

জ্ঞান। বলহরির দেখা পাইয়াছিলে? তারা ভাল আছে? তার মেয়ের বিবাহ হইয়াছে?

দীন। না;—মেয়ের বিবাহের জন্যে সে বড় বিপন্ন—টাকা নাই, আ'জ কা'ল টাকা না হইলে মেয়ের বিবাহ হয় না।

জ্ঞান। তারপর?

দীন। আমি পাঁচশ' টাকা তার মেয়ের বিবাহে দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি।

জ্ঞান। বেশ কোরেছ। তারমত লোক হয় না। সে বাড়ী কিনিতে অনুরোধ করিল কেন?

দীন। আমাদের সেই বাড়ী।

জ্ঞান। আমাদের সেই বাড়ী? কার কাছে কিনলে?

দীন। যারা দেনার দায়ে লইয়াছিল।

জ্ঞান। তারা বিক্রয় করিল কেন?

দীন। বাড়ী কিনিয়া পর্য্যন্ত তাদের নাকি নানা বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে.—সেই মহাজনের কাসরোগ হইয়াছে। তাদের ধারণা হইয়াছিল, ঐ বাড়ী ক্রয় করিয়া ঐ রকম হইয়াছে।

জ্ঞান। মানুষ যখন কাজ করে, তখন হিতাহিত বিবেচনা

করিয়া করে না—তারপরে ধাক্কা খাইয়া তবে জ্ঞান হয়। ভগবান্ সে লোকটির রোগমুক্ত করুন, ইহাই প্রার্থনা। যাব।

দীন। (হাসিয়া) কোথায়? সেই লোকটির বাড়ী নাকি?

জ্ঞান। সে ত তুমি গিয়াছিলে। এখন আমি যাব আমার বাড়ী। এক মুহূর্ত্তে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিলাম—প্রাণের সমস্ত মায়াখানি বুঝি সে বাড়ীর জানেলা দরোজা-দেওয়ালে মাখান আছে।

এই সময় ননী সেই গৃহে প্রবেশ করিল, সে বাড়ীর কথা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইল। হরি শুনিয়া বলিল,—"আমি সে বাড়ীতে যাব।"

ইহার সাত দিন পরে বারুণী-গঙ্গাস্নানের আগের দিন দীনবন্ধু স্ত্রী পুত্র কন্যা ও পাড়ার তিন চারিজন গঙ্গাস্নানার্থিনী রমণীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

সেই বাড়ী—যে বাড়ী হইতে পাশব-বলে একদিন দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল—কত কষ্ট সঞ্চিত মুখের গ্রাসগুলি যে বাড়ীতে পড়িয়া ছিল,—আজ আবার সেই বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাদের ক্ষুধিত ব্যথিত চিত্ত যেন প্রশমিত হইল।

দীনবন্ধু কলিকাতায় পঁহুছিয়াই বলহরিকে সংবাদ দিলেন, সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বলহরি স্ত্রী-কন্যা লইয়া দীনবন্ধুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ননী তখন তাহার বিদ্যালয়-বান্ধবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইয়াছিল।

দ্বিতলের প্রশস্ত কক্ষে জ্ঞানদা বসিয়া ছিল। বলহরির স্ত্রী,

কন্যা সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল; নিজে জ্ঞানদাকে প্রণাম করিয়া সাবিত্রীকে প্রণাম করিতে বলিল,—সাবিত্রী প্রণাম করিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিল।

জ্ঞানদা সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই বালিকা সাবিত্রী এখন কিশোরী। কৈশোরের কমনীয় কান্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে উছলিয়া উঠিয়াছিল,—জ্যোৎস্না-স্নাত কুসুমের ন্যায় সাবিত্রী এখন সৌন্দর্য্যময়ী। বাল্যের সেই অসম্পূর্ণ দেহ এখন সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—মুখমণ্ডলে প্রভাত-পদ্মের সুষমা বিকাশ হইয়াছে। সে রূপ দেখিয়া জ্ঞানদা প্রীত হইল।

বলহরির স্ত্রী ভক্তি-করুণ কণ্ঠে গদ্‌গদ স্বরে বলিল,—"মা,ভাললোকের মঙ্গল ভগবান্ করেন, এ বাড়ীতে যে তোমরা আবার আসিবে, ইহা কে জানিত!"

জ্ঞান। তিনি দয়াময়,—তাঁহার করুণায় আমরা পথের ভিখারী হইয়াও আ'জ শান্তি পাইয়াছি। সাবিত্রীর বিবাহের কি করিতেছ?

বল-স্ত্রী। টাকা ছিল না বলিয়া এতদিন কিছু হয় নাই—বাবু টাকা দিতে চাহিয়াছেন,—বৈশাখ মাসে এক রকম ক'রে বিবাহ দিতেই হবে।

জ্ঞান। সম্বন্ধ হ'য়েছে?

বল-স্ত্রী। হ্যাঁ, শ্যামবাজারে আমাদের দেশের দত্তরা থাকে, সেইখানে কথা হ'চ্চে।

এই সময় হরি আসিয়া বলিল,—"মা, দাদা একটা কুকুরের বাচ্ছা নিয়ে এসেছে। খাসা বাচ্ছাটি,—দেখ্‌বে, এস।"

ননী—সেই বাল্য সখা ননী আসিয়াছে শুনিয়া সাবিত্রী

ছুটিয়া নীচের গেল। এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি বুঝি সাবিত্রীর মন ক্ষুধিত-তৃষিত হইয়া তাহাকে খুঁজিতেছিল,—কিন্তু বাল্যের সে সরলতা গিয়াছে—কৈশোরের লজ্জা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়াছে;—কে জানে কেন সাবিত্রী যখনই ননীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছে, তখনই লজ্জা আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। এখন ননীর কথা শুনিয়া সে আপন ভুলিয়া ছুটিয়া গেল—সিঁড়ি হইতে দেখিল, ননী এখন সে ক্ষুদ্র ননী নাই, এখন সম্পুষ্ট দেহ সুন্দর যুবক। চারি চোখে মিলিত হইল,—লজ্জায় সাবিত্রীর লোহিতগণ্ড রক্তরাগে ফুলিয়া উঠিল। সে আর দাঁড়াইল না—অমাবস্যা রজনীতে দামিনী দমকিয়া মুহূর্ত্তে যেমন পথিককে পথ দেখাইয়া সরিয়া যায়, সাবিত্রী তেমনই চলিয়া গেল। সে একেবারে ছুটিয়া গিয়া জ্ঞানদার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

ননী সাবিত্রীকে দেখিবার জন্য উপরে গেল,—তাহার বড় সাধ হইতেছিল, সাবিত্রীর সহিত তেমনি করিয়া কথা কহে,—কিন্তু কিছুতেই তাহা পারিল না। দশবার চেষ্টা করিয়া থামিয়া পড়িল। শেষে কুকুরের বাচ্ছার ইতিহাস ও প্রাপ্তিসুযোগ মাতার নিকট নিবেদন করিয়া বিদায় হইল।

জ্ঞানদা বনহরির স্ত্রী ও সাবিত্রীকে প্রচুর জলযোগ করাইলেন,—সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাহারা চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে দীনবন্ধুর নিকটে জ্ঞানদা বলিল,—"ননীর বিবাহ দিব?"

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিলেন,—"হঠাৎ এ প্রস্তাব কেন?"

জ্ঞান। (হাসিয়া) অনুমোদন চাই।

দীন। বুঝিতে পারিলাম না।

জ্ঞান। বলহরির মেয়ে সাবিত্রার সঙ্গে ননীর বিবাহ দিব।

দীনবন্ধু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"অসম্ভব!"

জ্ঞান। কেন? বলহরিও কায়স্থ।

দীন। হীনকর্ম্ম করে।

জ্ঞান। কি করে?

দীন। ভাঁড়ারী।

জ্ঞান। তাই কি?

দীন। লোকে নিন্দা করিবে।

জ্ঞান। কি ব'লে?

দীন। ভাঁড়ারীর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিয়াছি বলিয়া।

জ্ঞান। ননী যে প্রেসে কালী দিত,—কাগজের মোট টানিত। অবস্থায় সব হয়,—জা'ত ঠিক থাক্‌লেই হ'ল। মেয়েটি পরীর মত। আর ছেলে তাকে দেখে একেবারে উন্মত্ত,—সাবিত্রাও ভালবাসে। বাল্যের প্রণয়, এখন প্রেমে পারণত।

দীন। এক মুহূর্ত্তে এত সংবাদ সংগ্রহ হইল কি প্রকারে?

জ্ঞান। ওসকল বিষয় বুঝিতে অধানারা বিলক্ষণ পটু। মুখে চোখে প্রাণের ছবি ফুটে ওঠে। যাক্‌, তোমার মত কি?

দীন। ঐ একটা কথা ভিন্ন আর অমতের কোন কারণ নাই।

জ্ঞান। বলহরি আমাদের অসময়ের বন্ধু,—উঁহার মেয়েকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া বন্ধুত্বের প্রতিদান কর। আর বলহরিকে ভাণ্ডারীর কাজ করিতে দিও না। কলিকাতার এই

বাড়ীতে থাকিয়া, তোমার চালানী কাজের কলিকাতায় যাহা যাহা করিতে হয়, তাহার কর্ত্তৃত্ব করুক।

দীনবন্ধু অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, তারপরে বলিলেন "তাই।"

জ্ঞান। আমি একথা তবে প্রকাশ করিতে পারি?

দীন। হাঁ, পার।

জ্ঞানদা আনন্দ গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন,—"আজ সত্যনারায়ণের সিন্নি দিতে হইবে। একজন পুরোহিতকে সংবাদ দাও, এবং জিনিষ গুলি আনাও।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

বলহরি ও বলহরির স্ত্রী যখন শুনিতে পাইল, দীনবন্ধু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ননীর সহিত তাহাদের একমাত্র কন্যা সাবিত্রীর বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন, তখন তাহারা আকাশের চাঁদ হাতে পাইল—আনন্দ-বিহ্বলচিত্তে জগদীশ্বরকে ডাকিয়া ডাকিয়া ভক্তি অশ্রু অঞ্জলি দিল।

দীনবন্ধু একেবারে বিবাহের দিন স্থির করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বলহরি দীনবন্ধুকে বাবু ভিন্ন বৈবাহিক কিছুতেই বলিতে পারিব না বলিয়া স্পষ্ট জবাব দিল। দীনবন্ধু বলিলেন—"তবে বেয়ান সে কাজটা সারিবেন,—দুজনের ডাক, তাঁকে একাই ডাকিতে হইবে।"

বলহরি বলিল—"বাবু এ বিবাহে একটা গোল বাধিবে।"

দীন। কি?

বল। আমি দান সামগ্রী প্রভৃতি কোথায় পাইব!

দীন। কেন, আমি যে তোমায় পাঁচশত টাকা আগেই দিতে চাহিয়াছি।

বল। তাহা লইব কি প্রকারে? সে যে পণ স্বরূপ হইবে।

দীন। তবে পাঁচটি হরীতকী দিও।

বল। তাই। বিবাহ কোথায় হইবে?

দীন। আমার কামালপুরের বাড়ীতে।

সেই দিন হইতেই বিবাহের দ্রব্যাদি ক্রয় আরম্ভ হইল, এবং সাবিত্রীর গায়ের মাপ লইয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার জন্য বন্দোবস্ত হইল।

বলহরিকে আর তাহার পুরাতন বাসায় থাকিতে দেওয়া হইল না। দীনবন্ধুর বাটীর একটা বিভাগ তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, এবং সে দীনবন্ধুর চালানী কাজের কলিকাতার প্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হইল।

বলহরি গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল,—"একটি মেয়ে, তাহা দয়া করিয়া আপনি লইলেন। আর আমরা দুটি লোক,—আমাদের দ্বারা আপনারই কাজ হইবে, কেবল দুজনের দুমুঠো ভাত আর দুখানা কাপড় আপনিই দিবেন।"

যথাসময়ে দীনবন্ধু স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

ননী চলিয়া গেলে সাবিত্রীর মনে হইল, বিবাহ না হইলে ননীর সঙ্গে যাইতে নাই, এ আর কোন্ দেশের ব্যবস্থা! ননীকে সেই রকমে আর একদিন মুড়ি খাওয়াতে বড় সাধ ছিল—আমার আঁচল থেকে ঢেলে নিয়ে খাবে—আমি পাশে ব'সে থাক্‌বো। আগে যে হোক্,—সে সাধ পূর্ণ কোরতেই হ'বে!"

ননী যাইবার সময় ভাবিয়াছিল,—সাবিত্রীকে কলিকাতায় রাখিয়া বাড়ী যাওয়া কেন? তার সঙ্গে দুটো কথাও বলা হইল না,—পোড়া বিবাহের কথা না হইলে, হয়ত এত লজ্জা বাধিত না।

ক্রমে বৈশাখমাস আসিল—ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। বলহরি স্ত্রী ও কন্যা লইয়া কামালপুর আসিল।

দীনবন্ধু মহাসমারোহে পুত্রের বিবাহ দিলেন। প্রায় সপ্তাহ ধরিয়া উৎসব চলিল—কত যে লোক খাইল, তাহা কেহ ঠিক ঠাক করিয়া বলিতে পারিল না।

সপ্তাহ পরে বিবাহোৎসব থামিল।

জ্ঞানদা দীনবন্ধুকে বলিল—"আ'জ শুবচনী পূজা, কিছু বায় আছে।"

দীন। তা'হোক, কা'ল আমার বঙ্গলক্ষ্মী পূজা—তাতে অনেক লোক খাবে।

জ্ঞান। লক্ষ্মীপূজার কথাই শুনিয়াছি—বঙ্গলক্ষ্মী কেমন দেবতা?

দীন। ঐ দেখ, পটে শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছি—ঐ দেখ, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় মাতার রঙ ফলিয়াছে, কাননের শ্যামলিম আভায় বস্ত্র হইয়াছে, নীল ঘনকাদম্বিনী বুঝি কেশের শোভা বিস্তার করিয়াছে। উষানিল-শীকরে মায়ের অঙ্গ ক্ষরিত হইতেছে, পাখীর কলকণ্ঠে মার আমার স্বর-ঝঙ্কার শোনা যাইতেছে, মায়ের পদনখে কোটি চাঁদ,—হস্তে শান্তি ও অভয়; ধন-ধান্য-রত্ন পেটিকায় সম্মুখে সন্নদ্ধ। শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়াছ, মা আমাদের শান্তিদাত্রী,—মায়ের চরণ সেবাই আমাদের সার ব্রত। প্রণাম কর—মায়ের প্রণামমন্ত্র পাঠ কর, বল—

বঙ্গলক্ষ্মি নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারু চরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥